বাঙালী

[শেষ নমাজ]

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি, প্রণীত

কলিকাতার সু-প্রসিদ্ধ

আর্য্য অপেরা ও নবরঞ্জন অপেরায় অভিনীত

কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী
১০৫, (নূ: নং ৭৬৮) রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬

সুলতানা রিজিয়া

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে প্রণীত। ঐতিহাসিক নাটক। নট্ট কোম্পানীর দলে অভিনীত। সম্রাট আলতামাস ঘুমিয়ে রইলেন কবরের তলায়। শাহীতক্তে বসল তার জ্যেষ্ঠপুত্র রুকনুদ্দিন। রক্তের বন্যা বয়ে গেল মিনা-মহলের ধারে। হত্যা, লুণ্ঠন, দুর্ভিক্ষ, মহামারীতে দেশ উজোড় হয়ে গেল। পনেরটি ভাইকে খুন করে একদিন সে ভগ্নী রিজিয়ার দিকে হাত বাড়ালে, ছুটে এল হাবশী বীর জালালউদ্দিন ইয়াকুৎ—সেই মিনামহলের ধারে রুকনুদ্দিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে। সহস্র বাধা উপেক্ষা করে উজির তাজুস মালিক মামুদ খাঁ দিল্লীর মসনদে বসিয়ে দিলেন শাহাজাদী রিজিয়াকে। শাহাজাদা বাহারামকে কেন্দ্র করে আমীর ওমরাহের দল বিদ্রোহের নিশান তুললে। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে ভাতিণ্ডার সুলতান আলতুনিয়া। জালালউদ্দিন ইয়াকুতের নামের সঙ্গে দিল্লীশ্বরীর নাম জড়িয়ে ক্লেদাক্ত কুৎসার বিষবাষ্প দিল্লীর বাতাসে আগুন ধরিয়ে দিয়ে। কোন্ অতলে তলিয়ে গেল দিল্লীর মসনদ? কোন্ গুপ্ত ঘাতকের আঘাতে হাবশী বীর মৃত্যু বরণ করলে? দাস বংশের ভাস্বর জ্যোতিষ্ক সুলতানা রিজিয়া কোন্ অজানায় অন্ধকারে নিশ্চিহ্ন হল? মূল্য ৩·৫০।

ময়ূর সিংহাসন

(শাজাহান)

অপরাজেয় নাট্যকার শ্রীব্রজেন দে'র শততম নাট্য নিবেদন। নট্ট কোম্পানীর বিজয় স্তম্ভ। দিল্লীর সম্রাট শাজাহানের জীবনসন্ধ্যার শোকগাথা, ঔরংজেবের সাম্রাজ্যলিপ্সার বলি, উদার চেতা দারাশিকোর শোচনীয় পরিণাম অশ্রুর আখরে লেখা। বর্ত্তমানকালের সর্ব্বাধিক জনপ্রিয় নাটক। মূল্য ৩·০০ টাকা।

—প্রকাশক—

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ধর

কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী

৩৬৮ নং (পুরাতন ১০৫) রবীন্দ্র সরণী,

কলিকাতা—৩

—প্রচ্ছদ—

রঞ্জিত দত্ত

একাদশ মুদ্রণ

—মুদ্রক—

কে, সি, ধর

ধর প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৩৭১, রবীন্দ্র সরণী,

কলিকাতা—৫

বাঙ্‌লার গৌরব, স্বনামধন্য কর্ম্মবীর

শ্রীযুক্ত আলামোহন দাস মহাশয়ের

করকমলে

বাঙালীকে

অর্পণ করিলাম

গুণমুগ্ধ—

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে।

—প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নূতন নূতন নাটক—

কবরের কান্না—শ্রীকানাই লাল নাথ রচিত। ঐতিহাসিক নাটক। আর্য্য অপেরার বিজয় বৈজয়ন্তী। কান্নার পরে হাসি, হাসির পরে কান্না। হতভাগ্য হয়ে যারা মাটির পৃথিবীতে আসে, তারা শুধু বেঁচে থেকেই কাঁদে না; মরবার পরও কাঁদে। ঠিক তেমনিই কেঁদেছিল কবরের মধ্য থেকে শের আফগানের অতৃপ্ত আত্মা। কিন্তু কি তার অপরাধ? স্ত্রী মেহের উন্নিসা কন্যা লয়লাকে ভালবেসেছিল প্রাণ দিয়ে, সুবাদারের আসনে বসে বাংলার অসংখ্য অনাহারক্লিষ্ট বাঙালীকে বাঁচিয়েছিল উদার মহত্ব দিয়ে। দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীরকে শ্রদ্ধা করত বুকের রক্তবিন্দু দিয়ে। দিল্লীর অসংখ্য যোদ্ধাকে স্তব্ধ করে দিল বীরত্ব দেখিয়ে। তবু কেন এই সরল সুবাদার বীর শের আফগানকে একদিন জাহাঙ্গীরের চক্রান্ত, কুতুবউদ্দিন আর মুস্তাক হোসেনের বেইমানিতে কবরে যেয়েও কাঁদতে হয়েছিল। কে দেবে এর উত্তর? কে দায়ী তার এই কান্নার জন্য? পড়ুন, প্রশ্নের সমাধান হবে। মূল্য ৩·০০ টাকা।

ফেরারী খুনী বা জবান বন্দী—শ্রীগৌরচন্দ্র ভড় প্রণীত। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ রঞ্জন অপেরায় অভিনীত। বাস্তবধর্ম্মী নাটক। বিজন মুখার্জীকে খুন করে ৬ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা নিয়ে ভৃত্য হরেকৃষ্ণ ধাড়া হল ফেরার। ৭ মাসের সুজনকে বোনের কোলে দিয়ে পত্নী চলে গেল স্বামীর খোঁজে। মাসীর চেষ্টায় সুজন হল সুশিক্ষিত। মাসীর মেয়ে মেনকার প্রতিহিংসায় সুজন হল নিরাশ্রয়। ছাত্রী মিতা দিলে ঘৃণার থুৎকার। নিরন্ন সুজন কোলকাতার পথে পথে খুঁজে বেড়াতে লাগল ক্ষুধার অন্ন। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল। শক্তি আর সাহস দিয়ে বাবু গুণ্ডার হাত থেকে রক্ষা করল সত্যসুন্দরের মেয়ে সোমাকে। মমতাময়ীর পরশে শীতল হল সুজনের ছন্দহারা জীবন। তারপর? ডাঃ ফণী গাঙ্গুলীর বিষ উদ্‌গিরণ। মেনকার শোচনীয় পরিণাম। সোসাইটী গার্ল মিতার দর্পচূর্ণ। সত্যসুন্দর ওরফে হরেকৃষ্ণ ধাড়ার ফাঁসীর মঞ্চে আরোহণ। বধ্যভূমিতে উপেক্ষিত সন্তান বাবুগুণ্ডার সঙ্গে মিলন। দুর্জ্জনের পতন ও সুজনের প্রতিষ্ঠা। অত্যাশ্চর্য্য নাটক। মূল্য ৩·০০ টাকা।

রামরাজ্য—শ্রীব্রজেন দের বিস্ময়কর পৌরাণিক নাটক। ধৃতিশ্রী নাট্য শিল্পম্ ও অম্বিকা নাট্য কোম্পানীর বিজয়-স্তম্ভ। অশ্রু নির্ঝর রামায়ণের এক বিস্মৃত শোকগাথার নাট্যরূপায়ণ। মূল্য ৩·০০ টাকা।

ভূমিকা

নাট্যামোদীগণের অভাবনীয় আশীর্ব্বাদ বহন করিয়া "বাঙালী" তাঁহাদের দ্বারে একাদশবার মুদ্রিত আকারে উপস্থিত হইল। এই নাটকখানি বিশেষ যত্নে নট্ট কোম্পানীর জন্য রচিত হইয়াছিল। পাকিস্থানের বিরাগের ভয়ে তাঁহারা ইহা ফেরৎ দিতে বাধ্য হন। দেড় বৎসর পরে খ্যাতনামা অভিনেতা শ্রীযুক্ত শরৎ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমান পঞ্চু সেন আর্য্য অপেরার জন্য নাটকখানি গ্রহণ করেন। তাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে "বাঙালী" উভয় বঙ্গে অফুরন্ত যশ অর্জ্জন করিয়াছে।

এই নাটকের অভিনয় দেখিয়া কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত আলামোহন দাস আমাকে আশাতীত পুরস্কার দিয়া যাত্রাসাহিত্যের ইতিহাসে রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছেন। আরও আনন্দের কথা, নাটকখানির অসাধারণ জনপ্রিয়তা দেখিয়া এইচ, এম, ভি, গ্রামোফোন কোম্পানী নাটকখানিকে রেকর্ড করিয়া যাত্রাশিল্পকে আরও উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট ও আমার অসংখ্য অনুগ্রাহকের নিকট আমি সবিনয়ে ঋণ স্বীকার করিতেছি।

ইতি—

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে।

—প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নূতন নূতন নাটক—

মাধবী কঙ্কণ—শ্রীগৌরচন্দ্র ভড় প্রণীত। ঐতিহাসিক নাটক। জনতা অপেরার বিজয়-নিশান। দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসের অশ্রুঝরা কাহিনী। বিদরের মহারাণী শুভদিনে ভাবী পুত্রবধূ মাধবীর হাতে পরিয়ে দিলেন আশীর্ব্বাদী মাধবী কঙ্কণ। অলক্ষ্যে বিধাতা হাসলেন বক্রহাসি। নিয়তির নিষ্ঠুর আঘাতে স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। বাহমনী সুলতান আহমদের তরবারিতে বিদরের রাজপ্রাসাদে বয়ে গেল রক্তস্রোত। বন্দী হল মাধবী কঙ্কণ। বেগম হীরাবাঈয়ের তেজস্বিতায় মৃত্যুর শৃঙ্খল চূর্ণ হল। কিন্তু মাধবী হারিয়ে গেল দুর্ভাগ্যের পথে। বিজয় নগর রাজকন্যা রত্ন-মালার লোভে আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনীত করে বেজে উঠল অসির ঝন্-ঝনা। অনল, অনল ছড়াল, অনন্ত করল বিষ উদ্‌গিরণ, সর্ব্বগ্রাসী বাহু প্রসারিত করল লম্পট বীর প্রতাপ। কঙ্কণের সাধনায় অনল নিভে গেল। হিংসাময়ী পাষাণী হল স্নেহময়ী মানবী। ভাগ্যের পরিহাসে ধুলায় ঝরে পড়ল মাধবী। কঙ্কণের সঙ্গে রত্নমালা পেল মাধবী কঙ্কণ। ৩.০০

রাজদ্রোহী—শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি, প্রণীত। জনতা অপেরার বিজয় কেতন। ঐতিহাসিক নাটক। সম্রাট আলম-গীরের কুশাসনের বলি, মথুরার দুরন্ত ছেলে গোকুলের বিস্ময়কর কাহিনী। জিজিয়াকরের জ্বালাময় অভিশাপ। পিতার পরিত্যক্ত কুলাঙ্গার গোকুলের হাতে নারী নির্য্যাতনকারী আবদুলনবীর শোচনীয় মৃত্যুর খবর দিল্লীর প্রাসাদকূটে বাদশার চোখের ঘুম কেড়ে নিলে। বিপুল সেনা নিয়ে ছুটে এল বাদশার দৌহিত্র নাদির খাঁ আর জবরদস্ত্ সেনানী ওয়াজির খাঁ। মথুরার পথে প্রান্তরে রক্তের প্লাবন বয়ে গেল। আর্ত্তনাদে ভরে গেল মথুরার আকাশ-বায়ু। অসম যুদ্ধের পরিণাম চিরদিন যা হয়, তাই হল। গোকুল হল বন্দী, সঙ্গী সাথির দল কে কোথায় হারিয়ে গেল। মথুরেশ্বরের মন্দিরে আর বাতি জ্বলল না। কোথায় গেল গোকুলের পিতা-মাতা-পত্নী? কোন জল্লাদ এক একটা করে গোকুলের অঙ্গচ্ছেদ করলে? মূল্য ৩.০০।

মাটির কেল্লা—শ্রীভৈরব নাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। বর্দ্ধমান নাট্যসংসদ কর্ত্তৃক অভিনীত। নূতন ঐতিহাসিক নাটক। বাংলার এক নিভৃত পল্লীর রক্তাক্ত ইতিহাসের অশ্রু করুণ আলেখ্য। রক্তের আখরে লেখা। ভাষা এর গান। গান এর মুক্তোর মালা, সংলাপ অভিনব অতুলনীয়, এমেচার পার্টির অভিনয়ের অপূর্ব্ব সুযোগ। মূল্য ৩.৫০।

পরিচয়

—পুরুষ—

দায়ুদ খাঁ	...	...	বাঙলার নবাব।
নাসির খাঁ } বুলবুল }	...	...	ঐ পুত্রদ্বয়।
বাহাদুর	...	...	ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র।
বিক্রমাদিত্য	...	...	অমাত্য।
প্রতাপাদিত্য	...	...	ঐ পুত্র।
মোবারক	...	...	নাজির।
গণপতি	...	...	ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।
সত্যপীর	...	...	মতিচ্ছন্ন যুবক।
বান্দা	...	...	আলি মনস্থরের ভৃত্য।
মুনীম খাঁ	...	...	সম্রাটের সেনাপতি।
আলি মনস্থর	...	...	বাদশাহী তহশীলদার।

ফকির, ভৃত্য।

—স্ত্রী—

ফুলবেগম	...	...	নবাব পত্নী।
আশমান	...	...	ঐ কন্যা।
ছবি	...	...	গণপতির ভগ্নী।
বাঁদী	...	...	আলি মনস্থরের দাসী।

—:০:—

—প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নূতন নূতন নাটক—

একটি পয়সা—শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। সত্যম্বর অপেরার ৭০ বৎসরের ইতিহাসের অবিস্মরণীয় কীর্ত্তি। বাস্তবধর্ম্মী নাটক। 'একট পয়সা',—সত্যই একটি মাত্র পয়সা নয়, একটি নাটক। কোটি কোটি কণ্ঠের সোচ্চার জিজ্ঞাসার বলিষ্ঠ উত্তর। আমি যখন আমার মনের কথা আপনাকে বলতে পারলাম না.—আপনিও পারলেন না মিথ্যা হাসির ঝিলিক দিয়ে চোখের জল রোধ করতে, তখন? তখনই সামনে এসে দাঁড়ায়, বিশাল ধনী ভূজঙ্গ নারায়ণ। কর্ম্ম সচিব বিষকুম্ভ পয়োঃমুখ মিঃ কে, কে ঘোষাল! নারীর রূপ অর্থের নিম্নগামী আহ্বানে কোথায় গিয়ে শেষ হল কুমার দীপ নারায়ণের জীবন প্রদীপ? কোথায় হারিয়ে গেল দেশপ্রেমিক শ্রমিক-নেতা অশোক, যাত্রাশিল্পি অলক আর বিকচ কুসুমকলি শবরী? অর্থ দিয়েই কি সব কেনা যায়? পৃথিবীর সব মানুষই কি আজ অমানুষিকতার যূপকাষ্ঠে আত্মবলি দিয়েছে? বদরীপ্রসাদকে খুন করে কে জালনোটের কারখানার সন্ধান দিলে? রূপসী মৌসমী কি সত্যাই ডুবেছিল পঙ্কিল আবর্ত্তে? পুলিশ অনুসন্ধান করছে যে অপরাধীর কোথায় সে অপরাধি, যে অফুরন্ত ধনভাণ্ডার থেকে চুরি করেছিল মাত্র একটি পয়সা? পড়ুন—অভিনয় করুন—বর্ত্তমান যুগের সার্থক সৃষ্টি। অভিনব আঙ্গিকের বলিষ্ঠ প্রয়াস—'একটি পয়সা'। মূল্য ৩.৫০ টাকা।

কাজলদীঘির মেয়ে—শ্রীগৌরচন্দ্র ভড় প্রণীত। কাল্পনিক নাটক। অম্বিকা নাট্য কোম্পানীর কোহিনূর মণি। রজনীর নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে গর্জ্জে উঠল বন্দুক। রক্তে লাল হয়ে গেল কাজল দীঘির মাটি। রাজা রাজশেখরের লালসার আগুনে পুড়ে ছাই হল দরিদ্রের পর্ণ কুটীর। ধর্ষিতা বাল্য বিধবা ছায়া পণ্যরূপে বিক্রীত হল কাশীর বিখ্যাত বাঈজী রুক্মিণী বাঈয়ের কাছে। ভাগ্যের অভিশাপে ছায়া হল সোনালী বাঈ। বিধবার কোলে এল চাঁদের মত শিশু। প্রতিশোধ নেবার আশায় পালিত হল কালিকিঙ্করের কাছে। সোনালীবাঈয়ের নূপুর নিক্কণে মুখর হল রাজা জমিদার আর শ্রেষ্ঠির রংমহল। তারপর প্রলয় গর্জ্জনে ছুটে এল ভাঙ্গনের ঢেউ। সোনালীবাঈ হল রূপ সাগরের অধীশ্বরী। দুঃখের বন্ধুর পথে হারিয়ে গেল অরুণ আর সুরমা। কুচক্রী হরলাল পেল লোভের সাজা—বকুল ঝরে গেল—উদয় গেল অস্তাচলে। রক্তজবায় রজত করল মাতৃপূজা। পূর্ণাহুতি দিলে কাজলদীঘির মেয়ে। মূল্য ৩.০০।

বাঙালী

—:(*):—

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

রূপমহল।

[নেপথ্যে পাঠশালার ছাত্রগণের প্রার্থনা শুনা যাইতেছিল,— "যিনি হিন্দুর ভগবান, মুসলমানের তিনি আল্লা, ক্রেস্তানের তিনিই গড,—"]

আলি মনসুরের প্রবেশ।

আলি। কে? কে ও কাফের? ভগবানের সঙ্গে আল্লার নাম!

[নেপথ্যে পুনঃ প্রার্থনা]

"সকল ধর্ম্মের মূল এক, সকল উপাসনা পদ্ধতির উদ্দেশ্য এক। কোন ধর্ম্ম হেয় নয়, কোন মানুষ অস্পৃশ্য নয়।"

আলি। বান্দা,—

বান্দা। [নেপথ্যে] যাই হুজুর!

[নেপথ্যে পুনঃ প্রার্থনা]

"হে পরম পুরুষ, আমরা সকলেই তোমার সন্তান; যে নামই তোমার হউক, আমরা তোমাকে প্রণাম করি।"

বান্দার প্রবেশ।

আলি। কারা এ হল্লা করছে বান্দা?

বান্দা। হল্লা নয় হুজুর, ঠাকুরবাড়ীর পাঠশালার ছেলেরা প্রার্থনা করছে। রোজই পাঠশালা বসবার আগে এমনি প্রার্থনা হয়।

আলি। ঠাকুরবাড়ী কোথায়?

বান্দা। ওই যে আপনার আস্তাবলের ধারে।

আলি। ওখানে আবার মানুষ থাকে?

বান্দা। শুধু মানুষ নয়, দেবতাও থাকে।

আলি। আমার কাণের কাছে দু'বেলা এমনি করে প্রার্থনা করবে নাকি? বন্ধ কর, এখনি বন্ধ কর।

বান্দা। আজ্ঞে,—

আলি। যাও, ঠাকুরকে বল,—প্রার্থনা করতে হয়, মনে মনে করবে, আল্লাতালার সঙ্গে ভগবানের নাম করলে তাকে আমি চাল কেটে তুলে দেব। যাও।

বান্দা। যদি কথা না শোনে?

আলি। কাণ ধ'রে আমার কাছে নিয়ে আসবে।

বান্দা। বলেন, যাচ্ছি। তবে—

আলি। আবার তবে? তোমাদের এই বাঙ্‌লাদেশের লোক-গুলো খালি তর্ক করে। আমাদের দিল্লীতে—

বান্দা। দোহাই হুজুর, দিল্লীর কথা থাক। দিল্লীর কথা শুনলেই লাড্ডুর কথা মনে হয়। আপনি ত' দিল্লীকা লাড্ডু ঢের খেয়েছেন। এখন বসে বসে পস্তান, আমি ঠাকুরকে বলে আসি। কিন্তু—

আলি। ঐ আবার 'কিন্তু'। বাঙালীর স্বভাবই এই। 'যদি', 'কিন্তু', 'সুতরাং'—দুদিনেই কাণ ঝালাপালা করলে। দিল্লীতে ও সব—

বান্দা। থাক মেহেরবান, আমি যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

আলি। বড় ছোটলোকের দেশ এই বাঙ্‌লা। যেদিকে চাইবে, খালি বন-জঙ্গল। মানুষগুলো কাফ্রীদের মত কালো আর হাড়ে

হাড়ে বজ্জাত। একটা কাজ দশবার বুঝে নিয়ে তবে করবে। জানোয়ারের দেশ! আমাদের দিল্লীতে—

গীতকণ্ঠে বাঈজীগণের প্রবেশ।

বাঈজীগণ। গীত।

দিল্লীকা লাড্ডু দেখে নাও, চেয়ো না,
চোখ দিয়ে চেখে নাও, মুখ দিয়ে খেয়ো না।
যে খেয়েছে পস্তায়ে মরেছে সে সজনি,
হররোজ চোখে তার কাঁদে অমা-রজনী,
না খেয়ে যে জ্বালা ভাই,
তাতে এত হুল নাই,
আশা করে থাকা বেশ, ফল খেতে যেয়ো না।

আলি। এ যে সব ডানাকাটা পরী দেখছি। খেঁদী, বুঁচি, উঁঠকপালী, কোদাল-দাঁতী—বাঃ-বাঃ-বাঃ! যেমন ছুরৎ, তেমনি গান!

[নেপথ্যে] অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া—

আলি। আঃ! এ ত' বড় জ্বালাতন করলে। গর্দ্দান নেব, নির্ঘাত গর্দ্দান নেব।

১ম বাঈজী। ও বাবা!

[সভয়ে বাঈজীগণের প্রস্থান।

আলি। প্রার্থনা না শুষ্টির মাথা। যিনি ভগবান, তিনিই আল্লা, এই সব আমায় শুনতে হবে? এই, কে আছিস?

বান্দার প্রবেশ।

বান্দা। হলো না হুজুর!

আলি। কি বললে?

বান্দা। বলবে আর কি? গ্রাহ্যই করলে না।

আলি। আমার হুকুম জানিয়েছিলে?

বান্দা। আজ্ঞে—

আলি। তারপর?

বান্দা। বেশ করে সংস্কৃত আওড়াতে লাগল।

আলি। কাণ ধরে নিয়ে আসতে পারলে না?

বান্দা। পারতুম। তবে—

আলি। আবার তবে? যাও, চাবুক নিয়ে এস।

বান্দা। ঠাকুরকে চাবুক মারবেন নাকি?

আলি। নিশ্চয়ই মারবো। এত বড় বেয়াদব, আমার হুকুম মানে না। ভেতো বাঙালীর এত সাহস!

বান্দা। তাই কি দু'বেলা ভাত জোটে? এক বেলা খায়, আর এক বেলা পেটে কিল মেরে শুয়ে থাকে।

আলি। সে কি জানে না যে আলি মনসুর খাস বাদশাহী তহশীলদার, কারও বেয়াদবি সে সহ্য করে না?

বান্দা। জানে না আবার? তবে—

আলি। আবার 'তবে' বললে তোমাকেই আমি চাবুক মারবো। এ দেশে কি মানুষ নেই? সবাই এমনি জানোয়ার?

মোবারকের প্রবেশ।

মোবারক। কে জানোয়ার খাঁ সাহেব?

আলি। কার কথা বলব? বাঙ্‌লা দেশের সব লোকগুলোই জানোয়ার।

মোবারক। কেন, তাদের অপরাধ?

আলি। অপরাধ কি একটা? হাজার হাজার অপরাধ। আজ সাতদিন হয়ে আমি দিল্লী থেকে এসেছি, একটা লোক সেলাম করতে এল না। আমারই আস্তাবলের ধারে এক ব্যাটা ঠাকুর ভগবানের সঙ্গে আল্লাতালার নাম করছে; বন্ধ করতে আদেশ দিলুম, গ্রাহ্যই করলে না।

মোবারক। আপনি ঠাকুরকে প্রার্থনা করতে নিষেধ করেছেন নাকি?

আলি। এসব কি প্রার্থনা? যিনি ভগবান, তিনিই আল্লা? আমি এসব সহ্য করব?

মোবারক। আমরা ত চিরকাল সহ্য করে এসেছি।

আলি। তোমরা করতে পার, কিন্তু আমি করব না।

মোবারক। তাহলে আপনাকে দিল্লীতে ফিরে যেতে হবে।

বান্দা। একি একটা কথা হ'ল মিঞা? প্রার্থনা ঠিক চলবে, আর হুজুরকে ল্যাজ গুটিয়ে ফিরে যেতে হবে।

আলি। তুমি কে?

মোবারক। রাজকর্ম্মচারী।

আলি। মুসলমান না বাঙালী?

মোবারক। দুই-ই।

আলি। মুসলমান হয়ে তুমি এসব অনাচারে আশ্‌কারা দিচ্ছ?

মোবারক। কারও অধিকার স্বীকার করাকে আশ্‌কারা দেওয়া বলে না।

আলি। মুসলমানের রাজত্বে হিন্দুদের কিসের অধিকার?

মোবারক। সে কথা আপনি সুবেদার সাহেবকেই জিজ্ঞাসা করবেন।

আলি। কোথায় তোমাদের সুবেদার?

বান্দা। ডেকে পাঠান না হুজুর, আসতে পথ পাবে না। কিন্তু—

আলি। বেরিয়ে যাও উল্লুক। একশোবার কেবল কিন্তু আর তবে—

বান্দা। ঐ যে ঠাকুর আসছে হুজুর। একটু সাবধানে বাৎচিৎ করবেন। বলা যায় না, ওরা গরীব হলেও কেউটে সাপের জাত।

[প্রস্থান।

আলি। তোমার নাম কি?

মোবারক। মোবারক আলি।

আলি। সুবেদারের নাজির? খাজনা এনেছ?

মোবারক। এনেছি।

আলি। আমার নজর কই?

মোবারক। আনি নি।

আলি। নজর না নিয়ে আমার সামনে এসেছ কোন সাহসে?

মোবারক। মানুষ মানুষের কাছে আসবে, তার আবার নজর কি?

আলি। সাধে কি আর বলি, বাঙালী জানোয়ার?

মোবারক। জানোয়ার আপনি।

আলি। কি?

মোবারক। ভবিষ্যতে মনে রাখবেন, বাঙালীকে যা ভেবেছেন, সে তা নয়। ভেতো বাঙালী শুধু কাঁদতেই জানে না, দরকার হলে গলা টিপতেও জানে।

আলি। হুঁসিয়ার বেয়াদব।

গণপতির প্রবেশ।

গণপতি। আপনিই খাস তহশীলদার?

আলি। হ্যাঁ।

গণপতি। কল্যাণ হক।

আলি। আশীর্ব্বাদ থাক ঠাকুর! আমার হুকুম তুমি শুনেছিলে?

গণপতি। শুনেছি, কিন্তু বিশ্বাস করি নি।

আলি। কেন?

গণপতি। কারণ পাগল ছাড়া এমন হুকুম কেউ দেয় না।

আলি। চোপরাও কমবক্ত্।

মোবারক। আস্তে খাঁ সাহেব! আপনি বাদশাহের তহশীলদার। খাজনা নিতে এসেছেন, খাজনাটা গুণে নিন।

আলি। নজর না পেলে আমি খাজনা নেব না।

মোবারক। তাহলে নজরও পাবেন না, খাজনাও পাবেন না।

আলি। পাব না।

মোবারক। না। খাজনার সঙ্গে আমরা ঘুষ দিই না।

আলি। এ কি তোমার কথা, না নবাবের কথা?

মোবারক। কথা আমারই; তবে—

আলি। 'কিন্তু' গেল, 'তবে' এল, এরপর আসবে 'সুতরাং'। যেমন জংলা দেশ, তেমনি এর মানুষগুলো।

গণপতি। খাঁ সাহেব,—

আলি। তুমি তাহলে এমনি করেই তোমার পাঠশালা চালাবে আর ওই উল্লুকের মত প্রার্থনা করবে!

গণপতি। নিশ্চয়ই। আপনাদের এই রূপমহল মাত্র দশ বছর আগে তৈরী হয়েছে; আর আমরা ওই কুঁড়ে ঘরে ত্রিশ বছর ধরে পাঠশালা করে আসছি। কেউ কথনো বাধা দেয় নি। কত উজীর, আমীর, সিপাহশালার এই পথ দিয়ে গেছে, কেউ কথনো কাণে আঙুল দিয়ে প্রার্থনার অপমান করে নি।

আলি। আমি এ হতে দেব না। আমার হুকুম—

মোবারক। হুকুমটা নবাব সাহেবকেই জানাবেন।

আলি। কেন?

মোবারক। কারণ এই ঠাকুরের কুঁড়ে ঘর খাস মহলের এলাকায় নয়, নবাবের এলাকায়।

আলি। আমার একটা কলমের খোঁচায় তোমার নবাবের নবাবী ঘুচে যেতে পারে, তা জান?

মোবারক। নবাবের একটা তরবারির খোঁচায় আপনার প্রাণটা যে উড়ে যেতে পারে, তা আপনি জানেন?

আলি। কি, নাজিরের এত স্পর্দ্ধা?

মোবারক। তহশীলদারের এত দর্প!

গণপতি। ছি ছি, কি করছেন আপনারা?

আলি। শোন ঠাকুর, আমার হুকুম—হয় তুমি মনে মনে প্রার্থনা করবে, না হয় তুমিও যাবে, তোমার পাঠশালাও যাবে।

মোবারক। মহামান্য নবাবের নামে আপনাকে আমি হুকুম দিয়ে যাচ্ছি ঠাকুর, আপনার ছাত্রেরা যখন ইচ্ছা, যতবার ইচ্ছা এমনি করেই প্রার্থনা করবে, যে বাধা দেবে, তার মাথাটা ছিঁড়ে দরবারে পাঠিয়ে দেবেন। [প্রস্থানোদ্যোগ।

আলি। খাজনা না দিয়েই চলে যাচ্ছ যে?

মোবারক। খাজনার সঙ্গে নজর নিতে হলে নবাবের কাছে আসতে হবে।

আলি। কি, আমি যাব নবাবের কাছে?

মোবারক। মান যাবে? একটা তহশীলদারের এত মান?

আলি। হুঁসিয়ার বেইমান।

মোবারক। বেইমান! আর একবার এ কথা বললে তোমার জিভটাই উপড়ে নিয়ে যাব।

আলি। আমি তোমায় কোতল করব বেয়াদব।

মোবারক। এস,—গলাটা বাড়িয়ে দিয়েছি, কোতল কর; দেখি তুমিই বা কেমন তহশীলদার আর আমিই বা কেমন নাজির।

গণপতি। কি কর মোবারক, ক্ষুদ্র একটা তহশীলদার তোমার রাগের পাত্র নয়।

আলি। ক্ষুদ্র! আমি সম্রাটের আত্মীয়, আমি হলাম ক্ষুদ্র! তোমার গায়ের চামড়া আমি তুলে নেব।

মোবারক। খবরদার, আমাদের প্রজার উপর যদি কোন অত্যাচার কর, তোমার ঘরেই আমি তোমাকে কবর দেব। [প্রস্থান।

আলি। ছোটলোক, ইতর, অসভ্যের দল! আমি বাদশাহের আত্মীয়, আমাকে অপমান! আমি এদের ভাল করে শিক্ষা দিয়ে যাব।

গণপতি। শিক্ষাটা পেয়েও যেতে পারেন।

আলি। হুকুম মানবে না তুমি?

গণপতি। আমি আপনার প্রজা নই মিঞা, আমি নবাবের প্রজা।

আলি। তোমাদের নবাবকে আমি কলমের খোঁচায় উড়িয়ে দেব।

গণপতি। তার আগে আপনার মাথাটা না উড়ে যায়।

আলি। চোপরাও অসভ্য।

গণপতি। অসভ্য আমি না তুমি? আমি তোমাকে সাবধান করে দিয়ে যাচ্ছি খাঁ সাহেব, শান্তিপ্রিয় বাঙালীকে ক্ষেপিয়ে তুলো না। খোলা প্রাণ নিয়ে এগিয়ে এস, আমরা ভাই বলে আলিঙ্গন দেব। বাদশাহী সনদ পেয়ে উচ্চাসনে বসে যদি আমাদের চোখ রাঙাতে চাও, আমরা কাণ ধরে পথের ধুলোয় নামিয়ে আনব।

আলি। বান্দা,—

গণপতি। আর একটা কথা শুনে রেখো আলি মনসুর, আমাদের চিরাচরিত প্রথায় যদি আঘাত দিতে চাও, আমরা হয়ত সয়ে যাব, কিন্তু নবাব সহ্য করবেন না। [প্রস্থান।

আলি। কোতল করব, জংলী বাঙালীদের সব কোতল করব। আমাকে অগ্রাহ্য করা। স্বয়ং বাদশা আমাকে খাতির করেন, আর ভেতো বাঙালী আমার হুকুম মানবে না? দেখি, কে আমার ঘরের পাশে পাঠশালা করে। এই, কে আছিস? কোন ব্যাটা নেই। সব পাজী; বাঙালী জাতটাই হাড়ে হাড়ে বদমায়েস। [প্রস্থান।

—:০:—

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিক্রমাদিত্যের গৃহ।

গীতকণ্ঠে প্রতাপের প্রবেশ।

প্রতাপ। গীত

ও বাঙালী ভাই।
হক না এ তোর জংলা মাটি, ভুবনে এর জোড়া নাই।
কোথায় এমন সমীর শীতল,
মিঠে এত কোন দেশের জল,
কোন দেশেতে মায়ের বুকে এত স্নেহ বাঁধে ঠাঁই?
কোন দেশেতে মধুর বোলে,
হৃদয় দুয়ার আপনি খোলে,
শত্রুরে কে নিয়ে কোলে বলেছে—"তুই আমার ভাই"?
সপ্ত কোটির মা গো তুমি,
বন্দিতা মোর জন্মভূমি,
বারে বারে তোমার কোলে এসে যেন প্রাণ জুড়াই।

বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ।

বিক্রম। প্রতাপ,—

প্রতাপ। শুনেছ বাবা, রাজস্থানের সবাই মোগল বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করেছে, কিন্তু রাণা প্রতাপ করেন নি।

বিক্রম। মরবেও তেমনি। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে দাঙ্গা! এর নাম বীরত্ব নয়, গোঁয়ারতুমি। একটা নাম মাত্র কর দিলে যদি সুখে রাজত্ব করা যায়, কোন মূর্খ তা না করে।

প্রতাপ। অমন মূর্খ তোমরা কেন হলে না বাবা?

বিক্রম। কেন, আমাদের অসুবিধাটা কি? বাদশা থাকেন দিল্লীতে, এখানে তার সৈন্য-সামন্তও নেই, শাসন করতেও তিনি আসেন না। তবে নাম মাত্র একটা কর দিতে হয়।

প্রতাপ। কেন দেবে? বাঙ্‌লার উপর দিল্লীর বাদশাহের কি অধিকার?

বিক্রম। তরবারির অধিকার,—বুঝলে? যার লাঠি, তার মাটি।

প্রতাপ। লাঠি কি তোমাদের নেই?

বিক্রম। না প্রতাপ, আমাদের আছে কঞ্চি।

প্রতাপ। দশটা কঞ্চি একত্র করলে ত' লাঠি হয় বাবা।

বিক্রম। এসব রাজনীতির কথা তোমায় শেখায় কে?

প্রতাপ। একি শেখাতে হয় বাবা? রাণা প্রতাপের কথা যতই আমি শুনছি, ততই মনে হয়, রাজপুত যদি মোগলকে কর না দেয়, বাঙালীই বা কেন দেবে?

বিক্রম। একশোবার দেবে। কোথায় কোন্ গোঁয়ার রাজপুত খাল কেটে কুমীর নিয়ে আসছে, আমাদেরও তার পথে চলতে হবে? বাদশাহী ফৌজ যখন তার সর্ব্বস্ব কেড়ে নেবে, তখন যাবে কোথায়?

প্রতাপ। গাছতলায়।

বিক্রম। খাবে কি?

প্রতাপ। চুলোর ছাই। অধীনতার রাজভোগের চেয়ে ছাই খাওয়া অনেক ভাল।

বিক্রম। যাও না, কথাটা নবাবকে বলে এস।

প্রতাপ। এখনি যাচ্ছি। দেখি, নবাব কি বলে আমাকে বুঝিয়ে দেয়। [প্রস্থান।

বিক্রম। এই, এই, ও প্রতাপ, ও প্রতাপ—যাঃ, খেলে আমার মাথাটা। কি বলতে কি বলে আসবে তার ঠিক নেই; হয় ত গাল মন্দই করে বসবে। ওরও পিঠের ছাল তুলে নেবে, আমারও গর্দান যাবে। এত করে বোঝাচ্ছি, কিছুতেই পোষ মানবে না? কথায় কথায় কেবল দেশ আর দেশ। যাক মরুক গে, আমি আর কি করব?

গণপতির প্রবেশ।

গণপতি। রায়মশায়,—

বিক্রম। চলে গেল দেখলে? ফিরল না?

গণপতি। কে?

বিক্রম। প্রতাপ।

গণপতি। কোথায় গেল?

বিক্রম। নবাবের কাছে।

গণপতি। আমিও সেইজন্যই এসেছি।

বিক্রম। কেন, তোমার কি রাণা প্রতাপের মত পাখা গজিয়েছে নাকি?

গণপতি। পাখা গজিয়েছে মোগলদের।

বিক্রম। মোগলেরা তোমার কি পাকা ধানে মই দিয়েছে, শুনি।

গণপতি। আমার পাঠশালায় প্রবেশ করে ছেলেদের পুঁথিপত্র টেনে ফেলে দিয়েছে, তাদের প্রহার করেছে।

বিক্রম। করবেই ত। আলি মনসুর তোমাকে না প্রার্থনা করাতে বারণ করেছিল?

গণপতি। আমি তা শুনব কেন?

বিক্রম। না শোন, মরবে। একটা আপত্তি যখন উঠেছে, ছদিন মনে মনে পাঠশালা করলেই হত।

গণপতি। মনে মনে পাঠশালা করে কি করে?

বিক্রম। পুঁথি খুলে দেখ গে যাও। তোমাদের শাস্ত্রে "হাটে কলা নৈবেদ্যায় নমঃ" আছে, আর মনে মনে অধ্যাপনা নেই?

গণপতি। আপনি আমাকে এ অপমান সহ্য করতে বলেন?

বিক্রম। অপমানকে সম্মান ভেবে নাও না। বোঝ না কেন? মুসলমানের রাজত্ব, নিয়ম-কানুনগুলোকে একটু কেটে কুটে নিতে হবে বই কি।

গণপতি। আপনি বলেন কি? যার রাজত্বই হোক, আমাদের চিরা-চরিত নিয়মে সে আঘাত দেবে কেন?

বিক্রম। দেওয়া উচিত নয়; কিন্তু দেয়ই যদি, কি করবে তুমি?

গণপতি। প্রতিশোধ নেব।

বিক্রম। আরে চেপে যাও ঠাকুর; ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার। বলি নবাব দায়ুদ খাঁ ত আমাদের চিরাচরিত নিয়মে আঘাত দেয় নি। দিয়েছে বাদশাহের লোক। সে এখানে কদিন আছে? চলে গেলেই ফুরিয়ে গেল।

গণপতি। ফুরিয়ে যেতে আমি দেব না রায়মশায়! নবাবের প্রজা আমি, এর প্রতিশোধ হয় তিনি নেবেন, না হয় আমি নেব।

বিক্রম। তবে মর গে যাও; আমার কাছে এসেছ কেন?

গণপতি। নবাবের দর্শন যাতে পাই, সে ব্যবস্থা করে দেবেন।

বিক্রম। দর্শন আমরাই পাই না, তোমাকে আর—তা ছাড়া, ধর—বাদশা মোগল, দায়ুদ খাঁ পাঠান, তাহলেও মুসলমান ত দুজনেই। তোমার জন্য তিনি কি তাঁর ধর্ম্মভাইয়ের সঙ্গে লড়াই করবেন?

গণপতি। করেন কি না, আমি আগে দেখব, তারপর আমার কাজ আমিই করব।

বিক্রম। তবে যাও। আমি বাপু তোমাকে নিয়ে যেতে পারব না।

গণপতি। বাঙালী হয়ে আপনি বাঙালীর এইটুকু উপকার করবেন না? অপমান কি শুধু আমার, না সমস্ত বাঙালী জাতির? আজ যদি এ অনাচার আমরা সহ্য করি, কাল এর চেয়ে বেশী অনাচার কি আমাদের সইতে হবে না? আপনি নবাবের বিশিষ্ট কর্ম্মচারী, নবাবের দরবারে আপনিই ত আমাদের দুঃখের বার্ত্তা বহন করে নিয়ে যাবেন।

বিক্রম। আর কোন নালিশ থাকে বল, আমি দরবারে বয়ে নিয়ে যাব। কিন্তু এ আমি পারব না।

প্রতাপের প্রবেশ।

প্রতাপ। কেন বাবা, চাকরী যাবে?

বিক্রম। চাকরী না গেলেও জাঁহাপনা অসন্তুষ্ট হতে পারেন।

প্রতাপ। প্রজার দুঃখের কথা শুনে তিনি যদি অসন্তুষ্ট হন, ঘরের ভাত বেশী করে খাবেন।

বিক্রম। মরবে, এই ছেলেটা নির্ঘাত মরবে।

প্রতাপ। মরব, তবু অন্যায় মুখ বুজে সইব না।

বিক্রম। ওহে গণপতি, যাবে ত যাও না।

প্রতাপ। চলুন দাদাঠাকুর, আমি আপনাকে নিয়ে যাব।

বিক্রম। অ্যাঁ!

গণপতি। তুমি? তুমি আমায় নিয়ে যাবে রাজদরবারে? দেখি মুখখানা। কত পরিচিত মুখ, কিন্তু কখনও ভাল করে দেখি নি। তুমি পারবে, তোমার অসাধ্য কিছুই নেই। ভাই, তুমি মানুষ হও; তুমি রাজা হও, লক্ষ লক্ষ বাঙালীর দুঃখ কষ্টের ভার তুমি মাথায় তুলে নাও।

বিক্রম। আরে দুর, তুমি যাও না; খেলে ছেলেটার মাথা। চল প্রতাপ, আমরা কীর্ত্তন গান শুনিগে।

প্রতাপ। কীর্ত্তন এখন থাক বাবা; তোমার যখন সাহস হল না, তখন আমিই দাদাঠাকুরকে নিয়ে যাব।

বিক্রম। আরে হতভাগা—

গণপতি। থাক ভাই, আমি একাই যেতে পারব।

প্রতাপ। না দাদাঠাকুর, প্রহরীরা তোমায় ঢুকতেই দেবে না। আমি পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে যাব। নবাবকে একবার পেলে হয়।

গণপতি। তবে চল। চালক হয়েই তুমি জন্মেছ, আজ তার প্রথম পরিচয় হক।

বিক্রম। যাসনে, যাসনে প্রতাপ, অমঙ্গল হবে।

প্রতাপ। মরার বেশী ত আর কিছু হবে না। [প্রস্থান।

গণপতি। যদিই হয়, সৎকার্য্যে মরাও ভাল। [প্রস্থান।

বিক্রম। গেল, সব গেল, বাড়ী-ঘর, ধন-দৌলত কিছুই থাকবে না। কত ফিকির-ফন্দি করে কিছু জমি-জমা করেছিলুম, আর কিছু দিন টিকে থাকতে পারলে ছেলেটাকে সোনার পালঙ্কে বসিয়ে যেতে পারতুম। হল না; যাক, যার ভাল সে যদি না বোঝে, আমি

আর কি করব? দূর দূর, ছেলে-মেয়েকে খাওয়ানো আর ভস্মে ঘি ঢালা এক কথা।

ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। কত্তা, পিসীমা বললে চান করতে।

বিক্রম। করব না স্নান, যা দূর হ।

ভৃত্য। অসুখ করেছে বুঝি?

বিক্রম। বেশ করেছে, তোর কি ব্যাটা।

ভৃত্য। তাহলে কি ভাত খাবে?

বিক্রম। ভাত নয়, ছাই খাব, ছাই দিতে বল।

ভৃত্য। ছাই খাবে কি?

বিক্রম। নিশ্চয়ই খাব, একশোবার খাব, যে বাধা দেবে, তার মাথাটাও চিবিয়ে খাব।

ভৃত্য। খোকা কোথায়?

বিক্রম। যমের বাড়ী গেছে।

ভৃত্য। আজ অমাবস্তের দিন আপনি ছেলেটাকে যমের বাড়ী পাঠাচ্ছ? যাই আমি পিসীমার কাছে।

বিক্রম। অমাবস্তা! ব্যাটা, সে কথা আগে বলতে পারলি নে?

ভৃত্য। ও পিসীমা,—

বিক্রম। চোপরাও হতভাগা।

ভৃত্য। পিসীমা গো—শুনে যাও গো, কত্তা খোকাকে—

বিক্রম। যা যাঃ, পিসীমা আমার মাথা কেটে নেবে। তার আদর পেয়েই ত ছেলেটা আরও বিগড়ে গেল। আমার শাসনে থাকলে কি আর এত বাড়তে পারত? দূর করে দেব সব; ওকেও তাড়াব,

ওর পিসীমাকেও তাড়াব। ডাক হতভাগা, ডাক তোর পিসীমাকে। আজই যদি না তাড়িয়েছি ত' আমার নাম বিক্রমাদিত্য নয়।

ভৃত্য। ওই যে পিসীমা আসছে। ও পিসিমা, শোন শোন।

বিক্রম। আচ্ছা। আমি ঘুরে আসি, তারপর যা হয় করব এখন। অমাবস্যার কথা ওকে বলিস নি যেন। বুঝলি? খবরদার।

[প্রস্থান।

ভৃত্য। বলব না আবার? হুঁ।

[প্রস্থান।

—:•:—

তৃতীয় দৃশ্য।

তাণ্ডা—রাজপ্রাসাদ।

দায়ুদ খাঁ ও মোবারকের প্রবেশ।

দায়ুদ। তাহলে তুমি খাজনা দাও নি?

মোবারক। না জাঁহাপনা।

দায়ুদ। কি বলে এসেছ?

মোবারক। বলেছি, খাজনার সঙ্গে নজর দিতে হলে আপনাকে দরবারে যেতে হবে। আর গণপতি ঠাকুরকে আপনার নাম নিয়ে বলে এসেছি, যতবার ইচ্ছা তাঁর ছাত্রেরা তারস্বরে প্রার্থনা করবে; কেউ যদি বাধা দেয়, তার মাথাটা ছিঁড়ে যেন দরবারে পাঠিয়ে দেন।

দায়ুদ। হুঁ,—তুমি নাজিরের পদের যোগ্য নও। না, তোমাকে অন্য কোন পদে বাহাল করতে হবে।

মোবারক। আমি কি অন্যায় করেছি জাঁহাপনা?

দায়ুদ। যদি বলি অন্যায় করেছ?

মোবারক। তাহলে এখনি গিয়ে আমার কথা প্রত্যাহার করে আসব, তারপর চাকরিতে ইস্তফা দেব।

বাহাদুরের প্রবেশ।

বাহাদুর। তাই দাও মোবারক! তোমার মত নির্ব্বোধের দোকানদারী করাই সাজে, রাজকার্য্য সাজে না।

মোবারক। কোথায় আমার নির্ব্বুদ্ধিতা দেখলে বাহাদুর?

বাহাদুর। শুধু নির্ব্বুদ্ধিতা নয়,—বাচালতা। তুমি একটা তুচ্ছ নাজির, তোমার অত রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামানোর কি দরকার ছিল? বাদশাহী তহশীলদারকে তুমি অপমান করতে যাও কোন অধিকারে?

মোবারক। মানুষের অধিকারে।

বাহাদুর। তোমার ঘরের পাশে যদি কেউ আল্লা আর ভগবানকে একসঙ্গে টেনে এনে প্রার্থনা করে, তুমি সইতে পার?

মোবারক। নিশ্চয়ই পারি। আমি নিজেও তাদের সঙ্গে কতদিন প্রার্থনা করেছি।

বাহাদুর। তাহলে তুমি কাফের।

মোবারক। কাফের সে, যে অপরের ন্যায়ধর্ম্মে আঘাত দেয়।

বাহাদুর। ওদের আবার ধর্ম্ম।

মোবারক। নিজের ধর্ম্মকে যে ভালবাসে না, অপরের ধর্ম্মকে সেই বেশী ঘৃণা করে।

বাহাদুর। তুমি মুসলমান হয়ে হিন্দু-মুসলমানের এ সম্মিলিত প্রার্থনায় উৎসাহ দিতে চাও?

মোবারক। একবার নয়, সহস্রবার।

বাহাদুর। মুসলমানের রাজত্বে এ ঔদ্ধত্য চলবে না।

মোবারক। এতদিন ত' চলেছে; আজ যদি না চলে, বাঙ্‌লার দুর্ভাগ্য। আমি তাহলে জাঁহাপনাকে সেলাম করে আজই চলে যাব।

দায়ুদ। চলে যাবে?

মোবারক। হ্যাঁ জনাব, ধর্মদ্বেষীর গোলামি আমি করব না।

বাহাদুর। রসনা সংযত কর বেয়াদব্‌!

মোবারক। বেয়াদব্‌!

বাহাদুর। যাও, বেরিয়ে যাও।

মোবারক। আমি নবাবের গোলাম, নবাবের ভ্রাতুষ্পুত্রের নই।

বাহাদুর। মোবারক,—

মোবারক। তুমি বিদেশ থেকে নূতন আমদানী হয়েছ। বাঙালীকে তুমি জান না, জানতে চেয়ো না, মরবে!

বাহাদুর। জাঁহাপনা এই কুকুরটাকে আপনি এর পরেও নাজিরের পদে বাহাল রাখতে চান?

দায়ুদ। না বাহাদুর, এই যুবক নাজিরের পদের সম্পূর্ণ অযোগ্য। আজ হতে তুমিই নাজির।

বাহাদুর। আমি! আপনি বলেন কি? আমি দশহাজারী মনসবদার—

দায়ুদ। তুমি নও; দশহাজারী মনসবদার আজ হতে এই মোবারক।

বাহাদুর।
মোবারক। } জাঁহাপনা,—

দায়ুদ। দায়ুদ খাঁ কারও জন্মের দাবী স্বীকার করে না বাহাদুর! আত্মীয় বলে কেউ তার কাছে বিশেষ অধিকার পাবে না। সে যখন মরবে, তার সব কিছুই পড়ে থাকবে চাটুকার আত্মীয়ের জন্য নয়, দীন দরিদ্র দেশবাসীর জন্য। তুমি যদি মনে করে থাক যে নবাবের

আত্মীয় বলে তোমার সবারই উপর প্রভুত্ব করবার অধিকার আছে, যদি ভেবে থাক যে মুসলমান বলে মুসলমানের রাজত্বে তুমি সবই করতে পার, তাহলে তুমি নিজের ঘরেই ফিরে যাও বাহাদুর, এখানে তোমার স্থান নেই।

বাহাদুর। কিন্তু দশহাজারী মনসবদারের পদে একটা বাঙালী!

দায়ুদ। বাঙ্‌লা দেশে বাঙালীর স্থান আগে।

বাহাদুর। কিন্তু আপনি—

দায়ুদ। আমি? আমার পিতা বিহারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন সত্য, কিন্তু আমি বাঙ্‌লায় জন্মেছি, আমি মনে প্রাণে বাঙালী, বাঙালী আমার ভাই।

মোবারক। আমার অপরাধ ক্ষমা করুন জঁাহাপনা!

দায়ুদ। কোন অপরাধ তুমি করনি যুবক! নাজিরের পদে যে অযোগ্যতা তুমি দেখিয়েছ, মনসবদারের পদেও আমি তেমনি অযোগ্যতা দেখতে চাই।

মোবারক। এই ক্ষুদ্র সৈনিক জঁাহাপনার জন্ম প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হবে না।

দায়ুদ। আমার জন্ম নয় মোবারক, বাঙলার জন্ম। একটা ঝড় আসছে, প্রস্তুত হয়ে থাক।

মোবারক। এস বাহাদুর কাজ বুঝে নেবে। [প্রস্থান।

বাহাদুর। আপনার এই হুকুমই বজায় থাকবে?

দায়ুদ। হাকিম নড়বে, তবু হুকুম নড়বে না।

বাহাদুর। মোবারক অস্ত্র ধরতে জানে?

দায়ুদ। কার্য্যক্ষেত্রেই পরিচয় পাওয়া যাবে।

বাহাদুর। আপনার একটা শত্রুর মাথাও কি সে নিতে পারবে?

দায়ুদ। শত্রুর মাথা হয়ত' বজায় থাকবে, কিন্তু ওর হাতে মিত্রের মাথা যাবে না।

বাহাদুর। বেশ; দেখি, কোথাকার পানি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

[প্রস্থান।

দায়ুদ। ধর্ম্ম! ধর্ম্ম! কোথায় ধর্ম্ম? ধর্ম্ম আছে এই অন্তরের মধ্যে। অন্তরকে হিংসায় কলুষিত রেখে জীবনভোর নমাজ পড়লেও খোদার দোয়া মিলবে না, শত জন্ম নাম জপ করলেও ভগবান দেখা দেবেন না। খোদা আর ভগবানে কোন বিরোধ নেই; যত বিরোধ এই মাটির মানুষ রাম আর রহিমের মধ্যে।

আশমানের প্রবেশ।

আশমান। বাপ্‌জান,—

দায়ুদ। কি আশমান?

আশমান। তুমি বাহাদুরকে অপমান করেছ?

দায়ুদ। কই, না।

আশমান। তবে তাকে মনসবদারের পদ থেকে নাজিরের পদে নামিয়ে দিয়েছ কেন?

দায়ুদ। কারণ তার হাতে তরবারি মানায় না।

আশমান। কেন, সে তরবারি ধরতে জানে না?

দায়ুদ। জানে; কিন্তু সে হিন্দুবিদ্বেষী।

আশমান। এইমাত্র তার অপরাধ?

দায়ুদ। এ অপরাধ সামান্য নয়। হিন্দু-মুসলমান উভয়েই আমার প্রজা। আমার একজন প্রজার মুখ চেয়ে যে আর একজনকে নির্য্যাতন করতে চায়, সে আমার সৈনিক হবার যোগ্য নয়।

আশমান। তোমার নিজের ধর্ম্মটা কি বাপ্‌জান?

দায়ুদ। আমার ধর্ম্ম ইস্‌লাম; কিন্তু আর একটা ধর্ম্মও আমার আছে আশমান, তার নাম রাজধর্ম্ম।

আশমান। তোমার রাজধর্ম্ম কি তোমায় মুসলমানকে অবহেলা করতে শিখিয়েছে?

দায়ুদ। অবহেলা আমি করিনি মা; কিন্তু নিজে মুসলমান নবাব বলে আমি মুসলমান প্রজাকে কোন বিশেষ অধিকার দেব না।

আশমান। তারা ত' এতদিন আমাদের উপর অত্যাচার করেছে।

দায়ুদ। আমার রাজত্বে কোন হিন্দু মুসলমানের উপর অত্যাচার করে রেহাই পায় নি, কোন মুসলমানও হিন্দুর উপর নির্য্যাতন করে রেহাই পাবে না।

আশমান। সেদিনের কথা; কালাপাহাড় মুসলমান হয়েছিল বলে হিন্দুরা তার উপর কত নির্য্যাতন করেছে।

দায়ুদ। তার প্রতিশোধ কালাপাহাড় নিজেই নিয়ে গেছে, আমার জন্তে আর কিছু রেখে যায় নি।

আশমান। তাহলে বাহাদুরকে তুমি মনসবদারের পদে রাখবে না?

দায়ুদ। না।

আশমান। তার চেয়ে মোবারক তোমার বেশী আত্মীয় হ'লো?

দায়ুদ। আমার আত্মীয় আমার প্রজারা, আর কেউ নয়।

আশমান। বাহাদুর না তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র?

দায়ুদ। দায়ুদ খাঁ জন্মের দাবী মানে না, মানে কর্ম্মের দাবী। আত্মীয় বলে সে যদি আমার কাছে বেশী কিছু আশা করে এসে থাকে, তাকে ঘরে ফিরে যেতে ব'ল। আমার একটা নগণ্য প্রজার চোখের জলে অমন শত শত আত্মীয় তৃণের মত ভেসে যায়।

প্রতাপের প্রবেশ।

প্রতাপ। আপনিই কি আমাদের নবাব?

আশমান। হ্যাঁ। কি চাও তুমি?

প্রতাপ। দেখতে এলাম; নবাব ঘুমিয়ে আছেন, না জেগে রয়েছেন।

আশমান। চোপ্‌রাও বাচাল।

প্রতাপ। মেয়েছেলের কথাই আমি শুনতে পারি না।

আশমান। কে তোকে এখানে আসতে দিলে?

প্রতাপ। কেউ দেয় নি।

আশমান। তবে এলি কি করে?

প্রতাপ। উড়ে এলুম।

দায়ুদ। কি বলতে এসেছ ব'ল।

প্রতাপ। জাঁহাপনা! আপনার রাজ্যে হিন্দুরা কি প্রার্থনা করতে পাবে না?

দায়ুদ। নিশ্চয়ই পাবে।

প্রতাপ। তবে গণপতি ঠাকুরের পুঁথিপত্র ফেলে দিয়েছে কেন? কেন ছাত্রদের মেরে প্রার্থনা বন্ধ করে দিয়েছে?

দায়ুদ। কে?

প্রতাপ। আলি মনস্থর।

দায়ুদ। বাদশাহী তহশীলদার? এ কথা সত্য? কই, গণপতি ত কিছু বল্‌ছে না?

প্রতাপ। কি করে বলবে জনাব? একটা আরজী পাঠাতে হলে আপনার কাছে তা পৌঁছয় না, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে দারোয়ানদের ঘুষ দিতে প্রাণ বেরিয়ে যায়।

আশমান। সব মিথ্যা কথা।

প্রতাপ। গরীবেরা যা বলে সবই মিথ্যে, আর আপনারা যা বলেন সব খাঁটি সত্যি কথা।

আশমান। হুঁসিয়ার বেয়াদব্!

প্রতাপ। বেয়াদবি করছেন আপনি। রাজা-প্রজার কথার মধ্যে মেয়েছেলে আসবে কেন? তারা শুধু অন্দরে বসে কাঁদবে।

আশমান। হতভাগার কথা শুনেছ বাপ্জান?

দায়ুদ। কথাটা নির্ম্মম হলেও সত্য।

আশমান। নবাবের কাছে শাহাজাদীর এই সম্মান।

দায়ুদ। সম্মান কেউ দিতে পারে না শাহাজাদী, সম্মান অর্জ্জন করে নিতে হয়।......বালক! তুমি গণপতি ঠাকুরকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে পার?

প্রতাপ। আমি তাকে সঙ্গে করেই এনেছি।

দায়ুদ। বিনা অনুমতিতে আমার কাছে আসতে তোমার সাহস হল?

প্রতাপ। কেন হবে না? আপনিও মানুষ, আমিও মানুষ।

দায়ুদ। কিন্তু আমি বাঙ্লার নবাব।

প্রতাপ। নবাবের ত' দশটা মাথা নেই, আমারই মত একটা।

দায়ুদ। তাহলেও আমার প্রহরী আছে, সৈন্যসামন্ত আছে।

প্রতাপ। সৈন্যসামন্ত আমারও আছে।

দায়ুদ। কোথায়?

প্রতাপ। [তরবারি বাহির করিয়া দেখাইল]

আশমান। কে আছ এখানে।

প্রহরীর প্রবেশ।

আশমান। এই উদ্ধত বালককে—

দায়ুদ। নির্ব্বিঘ্নে কটকের বাইরে রেখে এস।

আশমান। বাপ্‌জান,—

দায়ুদ। তুমি কার ছেলে বাবা?

প্রতাপ। আমার পিতা রায় বিক্রমাদিত্য।

দায়ুদ। বিক্রমাদিত্যের পুত্র তুমি? কি নাম তোমার মানিক?

প্রতাপ। রায় প্রতাপাদিত্য।

দায়ুদ। আদিত্যের মত উজ্জ্বল হয়ে তুমি বাঙ্‌লার আকাশে বিরাজ কর। বাঙ্‌লার মান, বাঙ্‌লার সম্পদ, বাঙ্‌লার ঘুমন্ত শক্তি তোমার স্পর্শে সজীব সার্থক হয়ে উঠুক। যাও বাবা, গণপতিকে পাঠিয়ে দাও।

প্রতাপ। [কুর্ণিশ করিয়া প্রহরি সহ প্রস্থান।]

আশমান। বাপ্‌জান,—

দায়ুদ। বল আশমান!

আশমান। আমি জিজ্ঞাসা করছি, এ রাজত্ব কি মুসলমানের, না হিন্দুর?

দায়ুদ। মুসলমানেরও নয়, হিন্দুরও নয়, এ রাজত্ব বাঙালীর। হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই দেশ এই সোনার বাঙ্‌লা; এর প্রতি মৃত্তিকাকণায় উভয়েরই সমান অধিকার। এ অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করবার সাধ্য নবাবেরও নেই, বাদশাহেরও নেই। আর এই দায়ুদ খাঁ—তার আর যে পরিচয়ই থাক—তার স্বধর্ম্মী, স্বজাতি, আত্মীয়-বন্ধু সবাই যেন মনে রাখে যে সে আগে বাঙালী তারপর মুসলমান।

আশমান। তাহলে খোদার দরবারে আমার এই আরজ, দায়ুদ খাঁর রাজত্বের অবসান হোক, হিন্দুর অত্যাচার থেকে গরীব মুসলমানেরা নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচুক।

গীতকণ্ঠে ফকিরের প্রবেশ।

ফকির। গীত।

মিছে কেন ভেদাভেদ, হিন্দু-মুসলমান।
একই মালিক খোদা আর ভগবান।
একই মাটি দিয়ে গড়া দু'জনেরি দেহঘর,
একই মাটিতে লয় দু'জনে মরার পর,
দু'জনেরি দেহতলে,
একই লাল খুন চলে,
ভাই ভাই তোরা দুই বাঙলার সন্তান—হিন্দু-মুসলমান।

আশমান। একে মনসা তার ধুনোর গন্ধ! উচ্ছন্ন যাও।

[প্রস্থান।

দায়ুদ। এতদিন কোথায় ছিলেন হজরৎ?

ফকির। সারা বাঙলা ঘুরে এলাম দায়ুদ খাঁ।

দায়ুদ। কি দেখলেন?

ফকির। দেখলুম, বাঙলার আসল পরিচয় প্রাসাদে নয়, বস্তীতে। শহরে নয়, পল্লীতে; চাষা-ভুষা, তাঁতী জোলার মধ্যে হিন্দু মুসলমানের কোন প্রভেদ নাই; প্রভেদ শুধু এইখানে নবাবে আর রাজায়, পণ্ডিতে আর মৌলবীতে। আমি তোমাকে সেইখানে নিয়ে যাব দায়ুদ খাঁ, যেখানে মুসলমানের আজানধ্বনির সঙ্গে হিন্দুর কাঁসর ঘণ্টাধ্বনি মিশে এক স্বর্গীয় সঙ্গীতের সৃষ্টি করেছে।

দায়ুদ। বলতে পারেন হজরৎ, কোন মুসলমান যদি হিন্দুর চিরাচরিত প্রথার অপমান করে, কি তার শাস্তি?

ফকির। মুসলমানের মসজিদ যদি কোন হিন্দু অপবিত্র করে, তার যে শাস্তি। [প্রস্থান।

দায়ুদ। ঝড় উঠবে। উঠুক,—দায়ুদ খাঁ মসনদ দেবে, তবু প্রজার উপর অবিচার সহ্য করবে না।

গণপতির প্রবেশ।

গণপতি। জাঁহাপনার জয় হোক্।

দায়ুদ। তুমি নিতান্ত অপদার্থ।

গণপতি। কেন জাঁহাপনা?

দায়ুদ। কতদিন ধরে তুমি পাঠশালায় ভগবানের প্রার্থনা চালিয়েছ?

গণপতি। ত্রিশ বছর।

দায়ুদ। ত্রিশ বছর প্রার্থনা করেও তুমি ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করতে পারনি? দিনের পর দিন এত স্তবস্তুতি শুনেও তোমার ভগবান পাথরের পুতুলই রয়ে গেল?

গণপতি। পাথরের পুতুল নয় জাঁহাপনা, আমার ভগবান সজীব?

দায়ুদ। সজীব ভগবানের এমন জমকালো প্রার্থনা দুষমন এসে ভেঙ্গে দেয় কি করে? ভগবান তার হাতখানা মুচড়ে ভেঙ্গে দিতে পারলে না?

গণপতি। ভগবান্ স্বহস্তে কিছু করেন না জনাব, করে তাঁর সেবক।

দায়ুদ। আমি ত' তোমার ভগবানের সেবক নই; আমার কাছে এসেছ কেন?

গণপতি। আপনি দেশের মালিক—

দায়ুদ। মালিক আমি রাজনীতি ক্ষেত্রে, ধর্ম্মের ক্ষেত্রে তোমার মালিক তুমি নিজে।

গণপতি। আমি তা জানি বঙ্গেশ্বর! আলি মনসুরের হাতখানা আমিই মুচড়ে ভেঙ্গে দিতে পারতুম, কিন্তু তাতে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠ্‌ত। আপনি তাঁর মাথা নিলেও কেউ কিছু বলবে না, কিন্তু—

দায়ুদ। হুঁ, কে আছ? মোবারক আলি।

মোবারকের প্রবেশ।

মোবারক। বান্দার সেলাম পৌঁছে জাঁহাপনা।

দায়ুদ। আলি মনসুর এই ব্রাহ্মণের প্রার্থনায় বাধা দিয়েছে মোবারক। পুঁথিপত্র ফেলে দিয়েছে, ছাত্রদের প্রহার করেছে।

মোবারক। এখনও তার মাথাটা আছে?

দায়ুদ। মাথা ত' আছেই, হাতখানাও অক্ষত আছে।

মোবারক। আপনি আদেশ দিন জাঁহাপনা, আমি আলি মনসুরকে বেঁধে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

দায়ুদ। বেশী শক্ত করে বেঁধো না মোবারক! শাহানশার আত্মীয়।

মোবারক। আমরা শাহানশাকে কর দেব না।

দায়ুদ। কর দেবে না? সবাই মিলে মরব নাকি?

মোবারক। অধীনতার চেয়ে মরাও ভাল। [প্রস্থান।

দায়ুদ। অধীনতার চেয়ে মরাও ভাল। ভাব্‌বার কথা! তুমি কি বল ঠাকুর।

গণপতি। আজ্ঞে,—

দায়ুদ। দূর ঠাকুর, 'আজ্ঞে' বল্‌বে দরবারে। এখানে আমরা একই বাঙ্‌লার সন্তান—দু'টি ভাই। এস, এগিয়ে এস।

গণপতি। জাঁহাপনা,—

দায়ুদ। ভাবছো, কি? মুসলমানের ঘরে ঢুকেছ, না ছুঁলেও স্নান ত করতেই হবে।

গণপতি। অবিচার করবেন না জনাব! আমার কাছে মানুষ শুধু মানুষ, আপনি তার চেয়েও বেশী, আপনি দেবতা।

দায়ুদ। গেল ত' জাতটা! মূর্খ ব্রাহ্মণ,—দেবতা অনেক দূরে, তোমাদের কাছে আমি দেবতা হয়ে দূরে থাকতে চাই না, ভাই হয়ে কাছে থাকতে চাই।

গণপতি। কিন্তু আলি মনসুরের লঘুপাপে গুরুদণ্ড হচ্ছে জাঁহাপনা!

দায়ুদ। আমি কি করব বল। মোবারককে ধরে আনতে বল্‌লে বেঁধে আনে।

গণপতি। কিন্তু আমার জন্য—

দায়ুদ। তোমার জন্য নয়। আমার প্রজার অপমানে আমারই অপমান। তোমার ভগবানকে আমি ডাকব না সত্য, কিন্তু তার অপমানও আমি সইব না।

গণপতি। এরই নাম মুসলমান। যদি এরা সবাই এমনি হ'ত, শুধু বাঙ্‌লা নয়, সমগ্র ভারত এদের পদানত হলেও দুঃখ কিছু ছিল না। [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

মন্দির অলিন্দ।

সত্যপীরের প্রবেশ।

সত্যপীর। হিন্দুধর্ম্ম বল আর ইসলাম ধর্ম্ম বল, সব বাজে। আমি বাঙালী জাতটাকে হিন্দুলাম ধর্ম্মে দীক্ষা দেব। হিন্দু কেউ থাকবে না, মুসলমান কেউ থাকবে না,—সব হিন্দুমান হয়ে যাবে। ভগবানও নয় খোদাও নয়, ডাকৃতে হবে একজনকে—তার নাম খোদাবান। আমি মন্দির আর মসজিদ্ ভেঙ্গে ফেলে মন্‌জিদ্ তৈরী করব; তার ভেতর পুজোও হবে না, নমাজও হবে না, হবে শুধু

পূমাজ। নইলে বাঙালীর উদ্ধারের আর আশা নেই। কে আছ পাপীতাপী হিন্দু-মুসলমান, আমার কাছে ছুটে এস; আমি অবতার, আমি পয়গম্বর, জীবের উদ্ধার আমারই হাতে।

ছবির প্রবেশ।

ছবি। কে এখানে? ওমা, এ কে গো? দাড়িও আছে, টিকিও আছে; লুঙ্গিও পরেছ, আবার নামাবলীও গায়ে দিয়েছ। কে তুমি?

সত্যপীর। বিরক্ত করো না, আমি এখন পূমাজ পড়ব। হে খোদাবান্! হিন্দুরা ধ্বংস হক, মুসলমানেরা উচ্ছন্ন যাক, হিন্দুমানের ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হ'ক। যারা মানুষকে ঘৃণা করে, তাদের দফা-রফা কর।

ছবি। আ-মর, এসব কি বলছো তুমি?

সত্যপীর। পূমাজ পড়ছি।

ছবি। পূমাজ কি?

সত্যপীর। পূজা আর নমাজ একসঙ্গে।

ছবি। নমাজ পড়বার আর জায়গা ছিল না?

সত্যপীর। কেন, এ জায়গাটা ভালই ত'।

ছবি। ভালই ত'? এটা মন্দির দেখতে পাচ্ছ না?

সত্যপীর। পাচ্ছি ত'। তার আর হয়েছে কি?

ছবি। জান না, এটা দায়ুদ খাঁর রাজত্ব! প্রার্থনায় বাধা দিয়েছিল বলে বাদশার কর্ম্মচারীকে বেঁধে নিয়ে গেছে। তুমিও কি তাই চাও?

সত্যপীর। না, আমার সে ইচ্ছা নেই?

ছবি। তবে মন্দির অপবিত্র করলে কেন?

সত্যপীর। অপবিত্র কিসে হল? তোমাদের ঠাকুর রয়েছে ভেতরে, আমি পূমাজ পড়ছি বারান্দায়, এতেই ঠাকুরের জাত গেল?

ছবি। নিশ্চয়ই গেছে।

সত্যপীর। গেছে ত' গেছে; ভরী ত ঠাকুর।

ছবি। কি বললে?

সত্যপীর। বলছি তোমার মাথা। যে ঠাকুরের এত সহজে জাত যায়, তার মধ্যে কোন পদার্থ নেই। কেন আর ওকে পুজো করছো? তার চেয়ে হিন্দুনাম ধর্ম্ম নিয়ে খোদাবানের পুমাজ পড়।

ছবি। চোপ্‌রাও অসভ্য!

সত্যপীর। বেশী বাড়াবাড়ি করিস্ নি ছুঁড়ি, আমি একজন পয়গম্বর তা জানিস্?

ছবি। নবাবের হুকুম জান তুমি?

সত্যপীর। কি হুকুম শুনি?

ছবি। মন্দির বা মসজিদ্ যে কেউ অপবিত্র করবে, তার মাথা কেটে দরবারে পাঠিয়ে দিতে হবে।

সত্যপীর। নবাবের মাথা খারাপ। মন্দির আর মসজিদ্ দুই-ই অসার; যত খুন-খারাপির আড্ডা। মন্দির আর মসজিদ্ ভেঙ্গে আমি মনজিদ্ বানাবো।

ছবি। সাবধান পয়গম্বর! এ ভগবান্ বিষ্ণুর মন্দির—

সত্যপীর। ভগবানকে তুমি দেখেছ?

ছবি। আমি দেখি নি; কিন্তু—

সত্যপীর। কোন মিঞা দেখেছে? কেউ দেখে নি। কত ব্যাটা সাধুকে জিজ্ঞেস করলুম, কেউ জানে না ভগবানের ক' হাত টিকি।

ছবি। বেরিয়ে যাও নাস্তিক!

সত্যপীর। নাস্তিক কাকে বলে জান? যার অস্তিত্ব নেই, তাকে যে বিশ্বাস করে, তাকেই বলে নাস্তিক। কাজেই নাস্তিক আমি নই, তোমরা।

ছবি। তার অর্থ?

সত্যপীর। অর্থ? ভগবান নেই।

ছবি। কি ভগবান নেই? তবে দিনরাত্রি হচ্ছে কার হুকুমে?

নাসিরের প্রবেশ।

নাসির। খোদার হুকুমে। [ছবির প্রস্থান।

সত্যপীর। খোদাকে আপনি দেখেছেন?

নাসির। দেখব কি মূর্খ? তিনি নিরাকার।

সত্যপীর। তাঁর কথা শুনেছেন?

নাসির। না।

সত্যপীর। যাকে জিজ্ঞেস করি, সেই বলে "না"; অতএব ভগবানও নেই, খোদাও নেই। আছে শুধু খোদাবান্, খোদা আর ভগবানের ষণ্ট।

নাসির। চোপ্‌রাও কাফের?

সত্যপীর। যা নেই, হতভাগারা তাই নিয়ে মারামারি করছে।

নাসির। আরে মূর্খ, খোদাতালা না থাকলে এই সব জীব সৃষ্টি করছে কে?

সত্যপীর। জীবেই জীব সৃষ্টি করছে।

নাসির। তাদের আহার জোগাচ্ছে কে?

সত্যপীর। তোমার আহার আমি জোগাচ্ছি, আমার আহার তুমি জোগাচ্ছ; এর মধ্যে খোদাও নেই, ভগবানও নেই। সুতরাং পুজোও ছাড়, নমাজও ছাড়, সবাই মিলে পূমাজ পাড় এস।

নাসির। কি পড়ব?

সত্যপীর। পূমাজ। পূজা চ নমাজশ্চ—দ্বন্দ্বসমাস। এই যে এমনি করে। খোদাবান! হিন্দুরা ধ্বংস হক, মুসলমানেরা উচ্ছন্ন যাক্।

নাসির। চোপ্‌রাও বেয়াদব্! [কর্ণ মর্দ্দন]

সত্যপীর। কি? আমি একজন ধর্ম্ম প্রচারক, আমার কাণে হাত?

নাসির। পরণে লুঙ্গি, গায়ে নামাবলি ; দাড়িও আছে, টিকিও আছে। তুমি হিন্দু না মুসলমান ?

সত্যপীর। আমি হিন্দুমান।

নাসির। হিন্দুমান !

সত্যপীর। হ্যাঁ, আমার মা ছিল হিন্দু ; সে মারা যাবার পর আমাকে পালন করে এক মুসলমান। আমি সেই মুসলমানের সঙ্গে নমাজও পড়েছি, আবার মার সঙ্গে পুজোও করেছি। দেখলুম, সব বাজে ; হিন্দুরা যাবে নরকে, মুসলমানেরা যাবে দোজাকে। কাজেই আমি হিন্দুমান,—হিন্দু আর মুসলমানের আরক।

নাসির। তোমার বাড়ী কোথায় ?

সত্যপীর। গাছতলায়।

নাসির। নাম কি তোমার ?

সত্যপীর। সত্যপীর।

নাসির। এমন অদ্ভুত নাম কে রেখেছে তোমার ?

সত্যপীর। একজন নাম রেখেছিল সত্যপাল, আর একজন রেখেছিল পীর মহম্মদ ; আমি দুটোকে সমাস করে নিয়েছি।

নাসির। তুমি উচ্ছন্ন যাও ; কিন্তু লোকের মাথা খাচ্ছ কেন ?

সত্যপীর। মাথা খাচ্ছ তোমরা।

নাসির। আমি তোমাকে বেঁধে নবাবের দরবারে পাঠিয়ে দেব।

সত্যপীর। পাঠাতে হবে না, আমি নিজেই যাচ্ছি। আমার এই নূতন ধর্ম্মে আমি নবাবকেই আগে দীক্ষা দেব। তারপর দেখব তোমাদের আটকায় কোন ব্যাটা।

নাসির। আমরাও তোমার শিষ্য হব ?

সত্যপীর। হবে কি? হয়ে বসে আছ। এই আমি চন্নুর। খোদা নেই, ভগবান নেই, আছে শুধু খোদাবান। হিন্দু ধর্ম ঝুটা, ইসলাম ধর্ম বাজে; সার শুধু হিন্দুমান ধর্ম!

নাসির। [গলাধাক্কা দিয়া] দূর হও অপদার্থ।

সত্যপীর। আজ ঘাড় ধরেচ, কাল পা ধরবে। [প্রস্থান।

নাসির। বাড়ীতে কে আছ? এ ঠাকুর, এ গণপতি ঠাকুর,—

ছবির প্রবেশ।

ছবি। দাদা ত বাড়ী নেই।

নাসির। আমি শাহাজাদা নাসির খাঁ।

ছবি। ও—[নমস্কার করিল] আপনি মন্দিরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। দয়া করে জুতো নীচে রেখে আসুন।

নাসির। কেন?

ছবি। এ আমাদের সংস্কার।

নাসির। তোমাদের সংস্কার উচ্ছন্ন যাক। আলি মনসুরকে বেঁধে নিয়ে গেছে?

ছবি। হ্যাঁ।

নাসির। তার বিরুদ্ধে নালিশটা কি?

ছবি। সে পাঠশালার ছাত্রদের প্রহার করেছে। প্রার্থনায় ব্যাঘাত ঘটিয়েছে।

নাসির। বেশ করেছে। মুসলমানের রাজত্বে বাস করবে, আর এইটুকু সইতে পারবে না?

ছবি। কথাটা আপনি আপনার পিতাকেই বলবেন।

নাসির। পিতার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে। আমার রাজ্যের স্বার্থ আমাকেই দেখে নিতে হবে। শোন,—

ছবি। আগে মসনদে বসুন, তারপর শুনব।

নাসির। না, এখন থেকেই শুনতে হবে। বিধর্মীর হাতে আমি মুসলমানের লাঞ্ছনা হতে দেব না।

ছবি। বেশ ত শাহাজাদা, আপনি যখন নবাব হবেন, তখন আমাদের মাথাগুলো কেটে নেবেন।

নাসির। ততদিন আমি অপেক্ষা করব না।

ছবি। আজই মাথা চাই? কিন্তু আমার ত এখন মাথা দেবার অবসর নেই।

নাসির। তুমি আমার সঙ্গে রহস্য করছ?

ছবি। না শাহাজাদা, আপনি রহস্যের অপাত্র। অনুগ্রহ করে জুতো খুলে আসুন; না হয়, নেমে যান।

নাসির। তুমি ভুলে যাচ্ছ, আমি বাঙলার ভাবী নবাব।

ছবি। ভাবী কেন শাহাজাদা? স্বয়ং নবাব দায়ুদ খাঁ ওখানে দাঁড়ালেও তাঁকে জুতো খুলতে হত। দেরী করবেন না; আমাদের চাকর কৈলাস এসে পড়লে আপনার জুতোও যাবে, আপনিও যাবেন।

নাসির। খবরদার কসবি।

মোবারকের প্রবেশ।

মোবারক। নেমে আসুন শাহাজাদা! জুতো পরে ওখানে দাঁড়াতে নই।

নাসির। আমি এ কুসংস্কার মানি না।

মোবারক। আপনার মানা না মানায় কিছুই যায় আসে না। রা মানে, তাদের মনে আঘাত আপনি দিতে পারেন না। বিশেষতঃ াপনি বাংলার ভাবী অধীশ্বর।

নাসির। বাঙ্‌লার ভাবী অধীশ্বরকে উপদেশ দিতে তোমার মত কুকুরকে ডাকা হয় নি।

মোবারক। আপনি জানেন না, জাঁহাপনা একমাস এই ঠাকুরবাড়ী পাহারা দিতে আমাকেই নিয়োজিত করেছেন।

নাসির। সুতরাং তুমি শাহাজাদাকে চোখ রাঙাতে পার?

মোবারক। চোখ রাঙাইনি শাহাজাদা! আমি আপনাকে অনুরোধ করছি—

নাসির। তুমিই ·আলি মনসুরকে বেঁধে দরবারে পাঠিয়ে দিয়েছ?

মোবারক। বেঁধে নয়, উপযুক্ত প্রহরাধীনে পাঠিয়ে দিয়েছি।

নাসির। এত সাহস তোমার, তুমি হিন্দুর পক্ষ হয়ে মুসলমানকে নির্য্যাতন কর?

মোবারক। সে বিচার জাঁহাপনাই করবেন। আপনি দয়া করে—

নাসির। বেরিয়ে যাও বাচাল।

ছবি। তার আগে আপনাকে বেরিয়ে যেতে হবে।

নাসির। চোপরাও কসবি।

ছবি। বেরিয়ে যাও অসভ্য।

নাসির। মাথাটা উড়িয়ে দেব। [তরবারি নিষ্কাসন]

মোবারক। [তরবারির আঘাতে নাসিরের তরবারি ভূপাতিত করিলেন]

নাসির। মোবারক,—

মোবারক। [নাসিরের হাত ধরিয়া টানিয়া আনিল] এই মুহূর্ত্তে এ স্থান ত্যাগ করুন। এই বালিকাকে যদি আর একটি অসম্মানের কথা বলেন, খোদার কসম আপনার শিরশ্ছেদ করব।

নাসির। বেইমান, দশহাজারী মনসবদার হয়ে তুমি শাহাজাদাকে অপমান করতে সাহস কর? পিতা এ কথা শুনলে তোমার কেটে টুকরো টুকরো করে নদীতে ভাসিয়ে দেবেন। তাঁর হাতে তোমার মাথা যদিও বেঁচে যায়, আমিই তোমার মাথা নেবো, নইলে আমি মুসলমান নই।

গীতকণ্ঠে ফকিরের প্রবেশ।

ফকির। গীত ;

কেন উল্টো বুঝিস রাম?
জানিস নে তুই ওরে পাগল "মুসলমান" কার নাম?

নাসির। ফকির,—

ফকির। পূর্ব্বগীতাংশ ;

পান থেকে চুণ খসলে পরে,
মুসলমান কি গোঁসা করে?
তার হাতে কেউ খায় না রে যা ঈশা মুসা রাধাশ্যাম।

নাসির। বেরিয়ে যাও।

ফকির। পূর্ব্বগীতাংশ ;

শুধু মুখে, শুধুই মানে,
গড়ে না ভাই মুসলমানে.
মানের গোড়ায় ছাই দে আগে, তবে জানে বিধবাম।

নাসির। নাসির খাঁ তোমার মত ফকিরের উপদেশ গ্রাহ্য করে না। [প্রস্থান।

ফকির। মহানুভব দায়ুদ খাঁর এই পুত্র!

মোবারক। প্রদীপের নীচেই ত অন্ধকার হজরৎ।

ফকির। খোদা! দুনিয়ার অন্ধকার দূর কর।

মোবারক। বহিন্,—

ছবি। আমাকে বলছেন?

মোবারক। হ্যাঁ বহিন্, আমি এখন আসি। এই বাঁশীটা রাখুন, আপনি একটু সাবধানে থাকবেন। অবশ্য নবাব দায়ুদ খাঁর রাজত্বে ভয়ের কিছু নেই; তাহলেও আপনার যে বয়স,—ক্ষমা করবেন—যদি কখনো কোন অসুবিধায় পড়েন, এই গরীব ভাইকে স্মরণ করবেন। আমি কাছেই আছি, বাঁশী বাজালেই ছুটে আসব। আচ্ছা, আদাব।

[কুর্ণিশ করিয়া প্রস্থান।

ফকির। তোমার এ বেশ কেন দেখছি মা?

ছবি। কি করব বাবা? বিধবার বেশ দাদার সহ্য হয় না।

ফকির। মাছ মাংসও খাও নাকি? [ছবি মাথা হেঁট করিল] ছি মা,—এ অনাচার তোমায় সাজে না।

ছবি। আপনিও বলছেন অনাচার! আপনার যদি মেয়ে থাকত আর সে যদি বিধবা হ'ত?

ফকির। আমি আবার তার বিয়ে দিতুম।

ছবি। বিয়ে দিতেন?

ফকির। নিশ্চয়ই। আমার ধর্ম্মের যে এই বিধান। কিন্তু তোমার ধর্ম্ম ত তা নয়।

ছবি। তাহলে আমি কি করব হজরৎ?

ফকির। মন যদি টলে থাকে, বিবাহ কর। আধখানা বিধবা হয়ে ধর্ম্মের অপমান করো না। যম তোমার স্বামীকে কেড়ে নিয়েছে, কিন্তু তোমার ধর্ম্ম তোমায় আর একটা স্বামী দিয়েছে, তিনি ঐ মন্দিরের মধ্যে।

ছবি। আপনি আমার ঠাকুরকে মানেন?

ফকির। আমি মানি না, কিন্তু তোমায় মানতে হবে মা! আমার কাছে যে পাথরের পুতুল, তোমার কাছে সে দেবতা।

ছবি। ফকির সাহেব! আমি যে আপনার কাছে কোরাণ চেয়েছিলুম, এনেছেন?

ফকির। এই যে মা পবিত্র কোরাণ; ভাল করে পড়ে দেখো।

[ঝুলি হইতে একখানা গীতা বাহির করিয়া দিলেন।]

ছবি। এ যে গীতা!

ফকির। ওর মধ্যে কোরাণও আছে, বাইবেলও আছে।

[প্রস্থান।

ছবি। এরই নাম অস্পৃশ্য মুসলমান। প্রস্থান।

—:•:—

পঞ্চম দৃশ্য।

দরবার।

বিক্রমাদিত্য ও বাহাদুরের প্রবেশ।

বাহাদুর। আমি বিদ্রোহ করব।

বিক্রম। বিদ্রোহ!

বাহাদুর। হ্যাঁ, এ হীনতা আমি সহ্য করব না।

বিক্রম। আরে চেপে যাও মিঞা! মনসবদারও গোলাম, নাজিরও গোলাম। মনসবদারের একটি পয়সা উপরি পাওনা নেই, উপরন্ত পদে পদে প্রাণের ভয়; আর নাজিরের প্রাপ্তি কত, অথচ কোন ঝুঁকি নেই। যেদিকে চাইবে, কেবল টাকা আর টাকা!

বাহাদুর। টাকাটাই সংসারে সব নয়।

বিক্রম। আমি ত দেখছি টাকাই সব। টাকা যার নেই, তার ছেলেও তাকে বাবা বলে ডাকে না।

বাহাদুর। আপনারা এর প্রতিবাদ করবেন না?

বিক্রম। আরে দূর মিঞা, তোমার মাথায় কিছু নেই। দুদিন পরে তুমি হবে নবাবের জামাই, তারপর চাই কি নবাবও হতে পার। এখন যদি বিদ্রোহ কর, মনসবদারিও পাবে না, নবাবের মেয়েকেও পাবে না; লাভের মধ্যে প্রাণটা যেতে পারে।

বাহাদুর। আপনি ত সোজা কথা বললেন। আমি নাজিরি করলে শাহাজাদী আমায় সাদী করবে কেন?

বিক্রম। কারণ, সাদী করলে আর তুমি নাজির থাকবে না, একেবারে উজির হয়ে যাবে।

বাহাদুর। উজির হয়ে যাব?

বিক্রম। চাই কি, নবাবও হতে পার।

বাহাদুর। আপনার কোন বুদ্ধি নেই।

বিক্রম। কথাটা মানতেই হবে, কারণ তুমি নবাবের হবু জামাই।

বাহাদুর। আপনি তাহলে প্রতিবাদ করবেন না?

বিক্রম। ক্ষেপেছ? মনিবের কথায় প্রতিবাদ যে করে, তার গোলামি সাজে না। মনিবের মন যুগিয়ে দু'দশ বিঘে জমি করেছি, আরও কিছু আশা রাখি। যশোর পরগণাটা যদি পেয়ে যাই, তাহলে আর— আসুন শাহাজাদা,—

নাসিরের প্রবেশ।

নাসির। পিতা এখনো দরবারে আসেন নি? বাহাদুর, আলি মনসুরকে বন্দী করে আনা হয়েছে? অন্যায়, নিতান্ত অন্যায়। তুমি তাহলে মনসবদারি ছেড়ে নাজিরি করছো?

বাহাদুর। কি করি বল? নিরুপায়।

নাসির। নবাবের ভাইপো তুমি, তুমি একটা তুচ্ছ নাজির, আর কোথাকার কে মোবারক, সে হল দশহাজারী মনসবদার!

বাহাদুর। আমার অপরাধ কি জান? আমি মনসুরের পক্ষে কথা বলেছিলাম।

নাসির। এ হল কি বাহাদুর? মুসলমান মুসলমানের হয়ে দুটো কথা বল্‌তে পাবে না, তাহলেই তার হবে অপমান?

বিক্রম। মনে হচ্ছে, শাহাজাদাকে যেন কেউ অপমান করেছে।

নাসির। আমি এর প্রতিশোধ নেব। এতবড় স্পর্দ্ধা এই মোবারকের যে আমার হাত ধরে টানে, আমার শির নিতে তরবারি তোলে!

বাহাদুর। বল কি নাসির? তোমাকে অপমান! তুমি বাঙলার ভাবী নবাব, তোমার গায়ে হাত তোলে এই শয়তানের বাচ্ছা!

নাসির। আসুন পিতা, আমি এই কুকুরটাকে জ্যান্ত কবর দেব।

বিক্রম। সে সময় পরেও পাবেন শাহাজাদা! এখন দিন কতক সয়ে যান না।

নাসির। এ অপমান আপনি সহ্য কর্‌তে বলেন?

বিক্রম। নবাবীর কাছে এ অপমান কিছুই নয়। ভালয় ভালয় বাঙলার সিংহাসনটা হাতে আসুক, তারপর যার খুশী হাতে মাথা নেবেন।

নাসির। আপনার উপদেশ আমি চেয়েছি?

বিক্রম। উপদেশ নয় শাহাজাদা. হিতৈষীর অনুরোধ দুটো দিন মুখ বুজে থাকলে নবাবীটা যদি পাওয়া যায়, কেন অনর্থক বাপ্‌কে চটাবেন? মান বলুন, সম্মান বলুন—সব নবাবের জন্তেই ত। আজ যদি তিনি আপনার উপর বিরূপ হন,—আপনার দাম কাণা কড়িও থাকবে না। আর অপমান ত ভারি—হাত ধরে টেনে নামিয়েছে! আপনি মনে করুন না পায়ে ধরে নামিয়েছে।

নাসির। ইচ্ছে কর্‌লেই মনে করা যায়?

বিক্রম। টাকা, শাহাজাদা, টাকার জন্তে সব পারা যায়।

নাসির। আপনি যেমন টাকা চিনেছেন, সবাই তা নয়। এ অবিচারের মূলোচ্ছেদ না করলে—

দায়ুদ খাঁর প্রবেশ।

দায়ুদ। ইসলাম ধর্ম্ম রসাতলে যাবে, কেমন? তুচ্ছ একটা দায়ুদ খাঁর জন্তে যে ধর্ম্ম রসাতলে যায়, তার যাওয়াই ভাল।

বাহাদুর। জাঁহাপনা,—

দায়ুদ। নাজিরের কাজ ধর্ম্মালোচনা নয়, নাজির সাহেব যদি এ কথা না বুঝে থাকেন, এর পরে তাকে চৌকিদারি কর্‌তে হবে।

নাসির। আপনি বৃথাই বাহাদুরকে অপমান করছেন পিতা!

দায়ুদ। বাহাদুরের কথা থাক শাহাজাদা, তোমার নিজের যদি কোন কথা থাকে, অপেক্ষা কর।

বিক্রম। আমার একটা কথা ছিল জাঁহাপনা!

দায়ুদ। আপনার কথা আপনার ছেলেই ত বলে গেছে রায় বিক্রমাদিত্য।

বিক্রম। প্রতাপ এসেছিল? নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে উদ্ধত ব্যবহার করে গেছে।

দায়ুদ। তা করেছে বই কি?

বিক্রম। আপনি তাকে শাসন করলেন না কেন?

দায়ুদ। আমি শাসন কর্‌ব কি? সেই আমাকে শাসন করতে এসেছিল।

নাসির। আপনি তার মাথা নিতে পারলেন না?

দায়ুদ। তোমার জন্য রেখে দিয়েছি পুত্র! আমি মরে গেলে তোমার হাতে অনেকের মাথাই থাকবে না, জানি। ততদিন অন্ততঃ এরা একটু শান্তিতে থাক।

বাহাদুর। হিন্দুর উপর আপনার এই—

দায়ুদ। পক্ষপাতিত্ব—

বাহাদুর। আমাদের এসব—

দায়ুদ। সহ্য হচ্ছে না! নাজির সাহেব বা শাহাজাদা কি সইতে পারেন আর কি পারেন না, দায়ুদ খাঁ তাই নিয়ে মাথা ঘামায় না।

বিক্রম। জাঁহাপনা! আমার পুত্রের ব্যবহারের জন্য আমি নতজানু হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

দায়ুদ। কথায় কথায় যে নতজানু হয়, তার ঘরে প্রতাপ এল কি করে, আমি তাই ভাবছি। রায় বিক্রমাদিত্য! আপনার এ বৈষ্ণব বিনয়ের চেয়ে আপনার ছেলের চোখরাঙানি আমার অনেক ভাল লেগেছে।

বিক্রম। জাঁহাপনা মহানুভব।

দায়ুদ। মহানুভব জাঁহাপনা আপনাকে কাজের লোক বলেই ভালবাসে, তোষামোদের জন্য নয়।...শাহাজাদা কি অসন্তুষ্ট হলেন? বাহাদুর খাঁ! তোমার হিসাবের খাতায় বাদশাহী খাজনার ঘরটা কেটে রেখে দিও।

বিক্রম। সেকি জাঁহাপানা? আপনি—

দায়ুদ। কৈ হ্যায়, আলি মনসুর। [আলি মনসুরকে লইয়া রক্ষীর প্রবেশ।] বাইরে অপেক্ষা কর।   [রক্ষীর প্রস্থান।

আলি। আপনিই বাঙলার নবাব?

নাসির। হ্যাঁ।

আলি। এর অর্থ কি?

দায়ুদ। আমিও জিজ্ঞাসা করছি, এর অর্থ কি? আপনি রাজস্ব আদায় করতে এসেছেন, আমার রাজ্যে কোথায় কে ভগবানের নামে প্রার্থনা করছে, তাতে আপনার কি?

আলি। আমার ঘরের পাশে আমি কাউকে এমনি করে প্রার্থনা করতে দিতে পারি না।

দায়ুদ। তাহলে আপনাদের রূপমহল নিয়ে আপনারা যেখানে পারেন চলে যান। রূপমহলের অনেক আগে ওই ঠাকুরবাড়ী তৈরি হয়েছে, ত্রিশ বছর ধরে সেখানে এমনি করেই প্রার্থনা করা হয়। আর সে বাঙ্‌লার নিজস্ব এলাকায়।

নাসির। তা হলেও আমার নমাজের সময়,—

দায়ুদ। আপনি বড় নমাজী দেখছি। তাদের পূজোর সময় আপনার বাইজীরা যখন নাচগান করে, তখন তাদের পূজোর ব্যাঘাত হয় না?

বাহাদুর। পুতুল পূজোর আবার ব্যাঘাত!

দায়ুদ। তুমি চুপ কর নাজির!

নাসির। আপনি মুসলমান হয়ে মুসলমানের স্বার্থে আঘাত দিতে চান?

দায়ুদ। পাঠশালার প্রার্থনা বন্ধ করলেই মুসলমানের স্বার্থ রক্ষা হবে, এ কথা মনে করে তোমার মত পাগল আর বাহাদুরের মত মূর্খ!

বিক্রম। আমি বলি খাঁ সাহেব যে কদিন থাকেন, সে ক'টা দিন প্রার্থনাটা না হয় নাই করলে।

দায়ুদ। নিশ্চয় করবে, বেশী করে করবে। অসুবিধে হয় বাদশাকে উঠে যেতে হবে, পাঠশালা উঠবে না।

বিক্রম। নাসির। জাঁহাপনা!

আলি। বাদশাকে এতবড় কথা বলতে আপনার সাহস হয়?

দায়ুদ। আমার সাহসের কথা থাক আলি মনসুর! আমার প্রজাকে অপমান করবার সাহস তোমার কি করে হ'ল, তাই আমি জানতে চাই।

আলি। নবাব বোধ হয় ভুলে যান নি যে আমি তার ভৃত্য নই?

দায়ুদ। না ভুলি নি, তুমি বাদশাহের দরবারের নোকর।

আলি। এবং তাঁর আত্মীয়।

দায়ুদ। আত্মীয় কেন, স্বয়ং বাদশা হলেও আমি এর কৈফিয়ৎ চাইতুম।

আলি। কি?

বিক্রম। চুপ করুন খাঁ সাহেব, জাঁহাপনা অসুস্থ।

বাহাদুর। তা হলেও মুসলমান হয়ে মুসলমানকে এই অপমান—

দায়ুদ। আমি ত বলেছি, আমি আগে বাঙালী, তারপর মুসলমান।

নাসির। এক পুরুষের বাঙালী আপনি, বাঙালী বলে পরিচয় দিতে আপনার লজ্জা করে না?

দায়ুদ। না পুত্র! আমার পিতা পিতামহের পরিচয় যাই হোক, আমি জন্মেছি এই বাঙলার মাটিতে। বাঙলা আমার জননী, বাঙালী আমার ভাই।

বিক্রম। যেতে দিন জাঁহাপনা। যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। খাঁ সাহেব, আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

দায়ুদ। না, কৈফিয়ৎ দিয়ে যেতে হবে।

আলি। কৈফিয়ৎ দেব তখন, যখন তোমাকে মসনদ থেকে নামিয়ে দিয়ে এই নাসির খাঁকে বসানো হবে।

দায়ুদ। আলি মনসুর!

আলি। খাজনা আন, নজর আন।

দায়ুদ। খাজনা আমি দেব না। আর নজর? নজর দেয় পাঁচ জুতি।

বিক্রম। বাহাদুর। নাসির। জাঁহাপনা!

দায়ুদ। কৈ হ্যায়? [রক্ষীর প্রবেশ।] পরাও শৃঙ্খল।

আলি। দায়ুদ খাঁ!

দায়ুদ। মোবারকের কাছে নিয়ে যাও। তাকে বল্‌বে, নবাবের হুকুম, এই কাফেরকে কাণ ধরে রাজধানীর বাইরে রেখে আসতে হবে।

নাসির। এ আপনি কি করছেন পিতা?

বাহাদুর। এযে বাদশাহের কর্ম্মচারী।

আলি। তার উপর আত্মীয়, এ কথাটা যেন মনে থাকে দায়ুদ খাঁ। এর পরে রণক্ষেত্রে আমাদের সাক্ষাৎ হবে। [রক্ষীসহ প্রস্থান।

বিক্রম। কাজটা ভাল হল না জঁাহাপনা!

দায়ুদ। রায় বিক্রমাদিত্য, সিপাহশালারকে আমার আদেশ জানিয়ে দিন, আজ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই রূপমহল ধূলিসাৎ করা চাই।

বিক্রম। তা যাচ্ছি, কিন্তু আপনি আর একবার ভেবে দেখুন।

দায়ুদ। ভেবেছি। আপনি প্রতাপকে একবার পাঠিয়ে দেবেন, তার সঙ্গে আমি একটু পরামর্শ করব।

বিক্রম। [স্বগতঃ] আর কি? হয়ে গেল। যশোর পরগণার আর কোন আশা রইল না। [প্রস্থান।

দায়ুদ। শাহাজাদা নাসির খাঁ,—

নাসির। এখনো সময় আছে পিতা হুকুম দিন, আলি মনসুরকে ফিরিয়ে আনি। বাহাদুর তুমি নজর আর খাজনা নিয়ে এস।

দায়ুদ। সে কথা নয় নাসির খাঁ! আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করছি, মোবারক তোমায় কতখানি অপমান করেছে।

নাসির। পিতা, সেই উদ্ধত নেমকহারাম শয়তান—

দায়ুদ। বিশেষণ থাক। সে তোমায় মন্দিরের বারান্দা থেকে টেনে নামিয়েছে, কেমন?

বাহাদুর। শুধু কি তাই? শিরচ্ছেদ করবে বলে শাসিয়েছে।

দায়ুদ। মোবারক শাসিয়েছে?

নাসির। হ্যাঁ পিতা। আমি এর প্রতিশোধ নেবো।

বাহাদুর। এমন প্রতিশোধ, যেন সে আর মাথা তুলতে না পারে।

দায়ুদ। তোমাকে আবার যেতে হবে নাসির খাঁ!

নাসির। কোথায়?

দায়ুদ। সেইখানে। মোবারককে বলবে—

নাসির। শুধু বলব? আমি তার হাত দুটো কেটে—

দায়ুদ। বলবে যে আমি তার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছি।

বাহাদুর। অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। বুঝলে?

দায়ুদ। কারণ, সে গুরু অপরাধে লঘু দণ্ড দিয়েছে, তার উচিত ছিল, জুতোশুদ্ধ শাহাজাদার পা-দুটো কেটে গো-ভাগাড়ে ফেলে দেওয়া।

নাসির। পিতা!

দায়ুদ। আর একটা কাজ করতে হবে। গণপতির ভগ্নীর কাছে নতজানু হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করবে। সে যদি তোমাকে ক্ষমা করে, বাঁচবে; নইলে মরবে।

নাসির। এ আপনার কি বিচার পিতা?

দায়ুদ। বাঙালীর বিচার।

নাসির। অপরাধ করলে তারা আর শাস্তি হবে আমার?

দায়ুদ। তাই ত' হয় পুত্র; অন্যায় কর তুমি, আর মাথা হেঁট হয় আমার। [প্রস্থান।

বাহাদুর। নবাবের মতিভ্রম হয়েছে; তুমি বিদ্রোহ কর নাসির! এস, আমি পথ দেখিয়ে দিচ্ছি। [উভয়ের প্রস্থান।

—:o:—

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য ।

আশমানের কক্ষের অলিন্দ।

আশমানের প্রবেশ।

আশমান। আমি এই মোবারককে একবার দেখব। এত সাহস তার শাহাজাদাকে অপমান করে, আমি তার পিঠে চাবুক মারব, তবে আমার নাম আশমান।

গীতকণ্ঠে সহচরীগণের প্রবেশ।

সহচরীগণ। গীত ।

ও ভাই গাওয়া ঘি।
রাগের বশে আগুন পানে পড়িয়ে তুই মরিস নি।
রেগে যখন ধরবি ঝুঁটি, দেখবি তুই আর নাই,
থাকবে না তোর গতর পুড়ে এক কণাও ছাই,
মনের গোঁসা মনেই থাক,
তুলিস নে জল ঘেঁটে পাক,
কাটা কাণ তুই চুলে ঢাক, লোক দেখিয়ে ফলটা কি ?

আশমান। যা যা, আমার ভাল লাগে না, রাগে আমার গা জলে যাচ্ছে।

১মা সহচরী। বাহাদুর খাঁকে ডেকে দিচ্ছি, গা জল করে দেবে এখন।

[সহচরীগণের প্রস্থান।

আশমান। শয়তান ভেবেছে কি? পিতাকে কুপরামর্শ দিয়ে বাহাদুরকে মনসবদারি থেকে সরিয়েছে, তার উপর নাসিরকে অপমান! আচ্ছা, আমিও দেখে নেবো। [নেপথ্যে জয়ধ্বনি—"জয় নবাব দায়ুদ খাঁর জয়, জয় স্বাধীন বাঙ্‌লার জয়"] কি হ'ল?

ফুলবেগমের প্রবেশ।

ফুলবেগম। বাঙলা স্বাধীন হ'ল।

আশমান। তাহলে সম্রাটকে সত্য সত্যই কর দেওয়া হবে না?

ফুলবেগম। না আশমান, দরবারের চূড়ায় স্বাধীন বাঙ্‌লার নিশান তুলে দিয়েছে।

আশমান। কেউ বাধা দিলে না?

ফুলবেগম। দিয়েছিল নাসির আর বাহাদুর, কিন্তু তাদের কথা নবাব গ্রাহ্য করেন নি।

আশমান। তোমার মত নিয়েছিলেন?

ফুলবেগম। না।

আশমান। মোবারককে দেখ্‌লে?

ফুলবেগম। দেখলুম বইকি? সেই ত আগে পতাকা সেলাম করলে; তারপর এল প্রতাপ বলে একটা ছেলে, তারপর নবাব। শুনলুম, মোবারকই নবাবকে পরামর্শ দিয়েছে।

আশমান। আমরা কি নবাবের কেউ নই? যত আত্মীয়তা কেবল মোবারকের সঙ্গে?

ফুলবেগম। মোবারকের উপর তোমার এত রাগ কেন? তার কি অপরাধ?

আশমান। সব তার অপরাধ, পিতাকে সে গুণ করেছে, নইলে শাহাজাদাকে অপমান করেও তার কোন শাস্তি হ'ল না?

ফুলবেগম। শাহাজাদাও ত কাজটা ভাল করেনি মা!

আশমান। তোমার মাথাটাও খেয়েছে ত? বেশ করেছে। আমি এই শয়তানকে একবার মুখোমুখি দেখব।

ফুলবেগম। দেখে কি করবি শুনি?

আশমান। চাবুক মারব।

ফুলবেগম। চোখ দুটো আগে বেঁধে নিও।

আশমান। কেন?

ফুলবেগম। তুমি তাকে দেখেছ আশমান?

আশমান। না।

ফুলবেগম। তাহলে আর দেখো না, দেখলে চাবুক মারতে পারবে না। চোখ দুটো যদি খুলেই রাখ, কাণ দুটোকে বন্ধ করে নিও।

আশমান। কেন, তার কথায় কি যাদু আছে?

ফুলবেগম। কি জানি মা! তোমার বাবাকে যখন যাদু করেছে, তোমাকেও করতে পারে। সাবধানের মার নেই।

আশমান। একটা সহিসের বাচ্চা যাদু করবে শাহাজাদীকে? তোমার মুখ বড় আল্‌গা। তুমি আমায় চেনো না। হাসছো যে? রহস্য মনে করছো? আচ্ছা, আমি তাকে ডেকে পাঠিয়েছি, এলেই দেখতে পাবে। [বাঁদীর প্রবেশ] কি, আস্‌ছে?

বাঁদী। না, শাহাজাদি!

আশমান। না?

ফুলবেগম। কি বল্‌লে?

বাঁদী। বল্‌লে, জাঁহাপনার হুকুম না পেলে আমি হারেমে প্রবেশ করব না। শাহাজাদীকে বলো তাঁর অনুরোধ যেন তাঁর পিতার মারফতে আসে।

আশমান। এ কথা বললে সেই সহিসের বাচ্ছা? আমি তাকে 'অনুরোধ' করেছি হারেমে পায়ের ধুলো দিতে? তুই বলেছিলি, আমার অনুরোধ নয়, তলব?

বাঁদী। বলেছিলুম শাহাজাদী!

ফুলবেগম। বড় কঠিন জবাব দিয়েছে, কেমন?

বাঁদী। তা—তা—

আশমান। কি বলেছে, বল।

বাঁদী। বল্‌লে, আমি শাহাজাদীর গোলাম নই।

আশমান। কোতল করব, চামড়া তুলে নেব। যা, দূর হ হারামজাদি। [গলাধাক্কা দিয়া বাঁদীকে বাহির করিয়া দিল]

ফুলবেগম। মেয়েটাকে শুধু শুধু মারলে কেন?

আশমান। বেশ করব, একশোবার মারব। যাও, বেরিয়ে যাও। আমার সামনে যে আস্‌বে তাকেই চাবুক মারব।

বাহাদুরের প্রবেশ।

বাহাদুর। কি হয়েছে আশমান?

আশমান। বেরিয়ে যাও, অপদার্থ অকর্ম্মণ্য। এখনো তুমি মোবারকের উপর প্রতিশোধ নিতে পারলে না?

বাহাদুর। আমাকে আর নিতে হবে না। বাদশাহী ফৌজের হাতেই সে মরবে।

ফুলবেগম। সে কি একাই মরবে? তোমরা মরবে না?

বাহাদুর। আমাদের কি অপরাধ বেগমসাহেবা? আমরা ত কেউ নবাবকে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে বলি নি?

ফুলবেগম। তোমরা মানে তুমি আর নাসির ত? বাদশাহী সৈন্য এলে তোমরা বুঝি বোরখা পরে হারেমে বসে থাকবে?

বাহাদুর। একটা নয়, দশটা উঠবে।

আশমান। বিহারে তোমার কে আছে?

বাহাদুর। শুধু মা, আর কেউ নয়।

আশমান। তোমার মা যদি আমায় ঘরে না নেয়?

বাহাদুর। তাড়িয়ে দেব।

আশমান। তাড়িয়ে দেবে!

বাহাদুর। তোমাকে নয়, মাকে।

আশমান। আচ্ছা, তুমি যাও, আমি ভেবে দেখি।

বাহাদুর। ভাববে আর কি? তৈরী হয়ে নাও। ভেবে দেখ, বাদশাহী ফৌজ এল বলে। তারা বাঙ্‌লা দেশ দলে চষে দিয়ে যাবে। পুরুষগুলোকে হত্যা করবে, আর মেয়েদের বেঁধে নিয়ে গিয়ে দিল্লীতে সওগাত দেবে। তোমাকে হয় ত' ক্রীতদাসীর মত বাজারে বিক্রী করবে। হয় ত একটা মুচী—

আশমান। চুপ কর বাহাদুর, চুপ কর।

বাহাদুর। সুতরাং আর দেরী করা ঠিক হবে না। আমার স্ত্রী হলে কেউ আর তোমার দিকে ফিরেও চাইবে না।

আশমান। কেন, তুমি পীর নাকি?

বাহাদুর। পরে দেখতে পাবে। আচ্ছা, তুমি ঠিক হয়ে থাক, সাতদিন পরে আমরা বাঙ্‌লা ছেড়ে চলে যাব। আর দেখ বাদশাহী ফৌজের হাতে কিছুই যখন থাকছে না, তখন সোনা-দানা, হীরে জহরৎ যতটা পার—বুঝেছ?

আশমান। আচ্ছা, এঁদের একবার বলেই দেখি না।

বাহাদুর। বলতে পার, তবে ফল হবে না। যাই হোক, মনে থাকে যেন, সাতদিন পরে।

আশমান। তাহলে ছাতু বা ছোলা খেতে হবে না ত?

বাহাদুর। না না, বললুম ত আমি তোমাকে রাজভোগ খাওয়াব। আচ্ছা, আমি আসি। [প্রস্থান।

আশমান। যাবই যখন, যাবার আগে এই সহিসের বাচ্ছাটাকে একবার দেখে যাই। ওকে চাবুক না মারলে মরেও আমার শান্তি নেই।

বুলবুলের প্রবেশ।

বুলবুল। দিদি! শীগগির আয়, সর্ব্বনাশ হ'ল।

আশমান। কিরে বুলবুল?

বুলবুল। দাদা ফুলে ঢোল!

আশমান। কেন?।

বুলবুল। রাগে।

আশমান। কার উপর রাগ?

বুলবুল। বাবার উপর।

আশমান। কেন, কি বলেছেন বাবা?

বুলবুল। বলেছেন, তোর বিয়ে হবে।

আশমান। আমার বিয়ে? সত্যি? কার সঙ্গে ভাই?

বুলবুল। সে ভাই আমি বলব না, দাদা বারণ করে দিয়েছে।

আশমান। বল ভাই, সোনা, যাদু মানিক,—কার সঙ্গে বিয়ে?

বুলবুল। ঐ যাঃ! নামটা ভুলে গেছি।

আশমান। আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি। বাহাদুর—না?

বুলবুল। উঁহু।

আশমান। তবে?

বুলবুল। মো—মো—

আশমান। মো কি? মোয়াজ্জেম? মোয়াবিয়া? মোসলেম?

বুলবুল। হয়েছে দিদি হয়েছে,—মোবারক।

আশমান। সেই সহিসের বাচ্ছা? এই কথা বাবা বললেন? ওঃ! কি করব আমি? কার মাথাটা চিবিয়ে খাব? বুলবুল! তুই বাহাদুরকে ডেকে দে ত; আমি বাইরে যাব।

বুলবুল। কোথায় যাবি দিদি?

আশমান। মোবারককে ত কখনো চোখে দেখিনি, একবার দেখে আসব। কাউকে বলিস নি ভাই!

বুলবুল। না দিদি, বলব না; কিন্তু তোর মুখটা অত লাল হয়ে উঠল কেন দিদি? তুই ভারী খুশী হয়েছিস, না?

আশমান। নিশ্চয়ই হয়েছি; এর চেয়ে খুশী হবার আর কথা আছে কি? আমি কি ভাবছি জানিস?

বুলবুল। জানি,—শুনবি?

গীত।

সখি, কেবা শুনাইল শ্যামনাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে;
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে।
নাম পরতাপে যার, ঐছন করিল গো,
অঙ্গের পরশে কিবা হয়;
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো,
যুবতী-ধরম কৈছে রয়?

আশমান। হতভাগা বলে কি?

বুলবুল। তুই শীগগির আয় দিদি, নইলে দাদা কেটে যাবে।

[প্রস্থান।

আশমান। ওঃ। বাপ-মা এমন শত্রু হয়? আচ্ছা, আমার ব্যবস্থা আমিই করব।

[প্রস্থান।

-- :০-

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গণপতির গৃহ-সম্মুখ।

গণপতির প্রবেশ।

গণপতি। ছবি, ছবি—কোথাও নেই। কোথায় গেল? কূলে কালি দিয়ে পালিয়ে গেল! না, তা হতে পারে না। সূর্য্য পশ্চিমে উঠবে তবু ছবি কলঙ্কিনী হবে না। কেউ আমায় তার মৃত্যু সংবাদটা এনে দিতে পার? আমি আর কিছুই চাই না, শুধু শুনতে চাই যে ছবি মরেছে।

বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ।

বিক্রম। কিহে গণপতি, সন্ধান পেলে?

গণপতি। না।

বিক্রম। আর পেলেই বা কি হবে? সে আর তোমার নয়।

গণপতি। আমার নয়?

বিক্রম। না বাবাজি, যা হয়েছে, বুঝতেই পারছি।

গণপতি। কি বুঝতে পারছেন?

বিক্রম। ভেঙে নাই-ই-বা বললুম। তোমাকে সেদিন পই পই করে বারণ করলুম, জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বাদ সেধো না। শুনলে না, গরীবের কথা বাসি হলে মিষ্টি লাগে।

গণপতি। আপনি কি বলতে চান আলি মনস্থর আমার বোনকে সরিয়েছে?

বিক্রম। এ আর কে না বোঝে বল? দায়ুদ খাঁর রাজ্যে কোন বাঙালী তাকে লুকিয়ে রাখবে, এতবড় বুকের পাটা কারও নেই বাবাজী! এ নিশ্চয় বাদশাহী কর্ম্মচারীর কাজ।

গণপতি। আলি মনস্থর কোথায় আপনি বলতে পারেন? আমি তার মাথাটা ছিঁড়ে ফেলব।

বিক্রম। সে কি আর এখানে আছে? রূপমহল ত ধূলপাট করে দিয়েছে। আলি মনস্থর বোধ হয় দিল্লীর পথে।

গণপতি। কোন পথে দিল্লী যেতে হয়? আমি যাব। যদি পথে তার দেখা পাই, তাকে টুকরো টুকরো করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেব, না হয় দিল্লীতে গিয়ে সম্রাট আকবরের কাছে অভিযোগ করব। তিনি মহান, নিশ্চয়ই এর প্রতিকার করবেন।

বিক্রম। এর কি কোন প্রতিকার আছে বাবাজি? হিন্দুর বিধবাকে ঘরের বার করে নিয়ে গেছে,—বোঝ ত সবই। কেন আর খুঁচিয়ে ঘা করতে যাবে? তার চেয়ে এস, সবাই মিলে তার মৃত্যু সংবাদ রটিয়ে দিই।

গণপতি। না রায়মশায়, এতবড় অন্যায় আমি ধামাচাপা দিয়ে রাখব না।

বিক্রম। না রেখে করবে কি? পরিবারের কলঙ্কের কথা ঢাক পিটিয়ে প্রচার করলে সে ত আর ফিরবে না। বলি, সমাজের মুখটা ত রক্ষা করতে হবে।

গণপতি। সমাজের মুখ চেয়ে আমরা এমনি করেই সহস্র পাপ ধামা চাপা দিয়ে রাখি, তাই সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘুণ ধরেছে। আমার বোনকে হয় ত আর পাব না; আমার মুখে হয় ত সবাই থুৎকার দেবে; তবু অপরাধীকে আমি খুঁজে বার করব, আর তাকে এমন শিক্ষা দেব যেন এই অন্যায় দ্বিতীয়বার না করে।

বিক্রম। যা ভাল বোঝ কর। কারো কথা ত তুমি শুনবে না। সব তাঁর ইচ্ছা।

[প্রস্থান।

গণপতি। ব'ল, ব'ল হে ঠাকুর, কি অপরাধ করেছি আমরা? কেন আমাদের মুখে এ কলঙ্কের কালি মাখিয়ে দিলে? বার বছর বয়সে বিধবা হয়ে সে আমার ঘরে এসেছে, তারপর থেকে একদিনও তোমার পূজো না করে জলগ্রহণ করেনি, তোমার ভোগের ক্রটি হলে সে আমাকে কত বকেছে, কত মেরেছে, তার কি এই ফল? এর পরেও তুমি আমার ঘরে রাজভোগ খেতে চাও? তা হবে না, আমার বোন যে পথে গেছে, তুমিও সে পথে যাও।

[প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে প্রতাপের প্রবেশ।

প্রতাপ।   গীত।

"সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালবেসে।
জানিনে তোর বিভব রতন আছে কিনা রাণীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে।
কোন বনেতে ফুটে না ফুল গন্ধে এমন করে আকুল?
কোন আকাশে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে?"

মোবারকের প্রবেশ।

মোবারক। বহিন্, বহিন্,—

প্রতাপ। কাকে ডাকছেন? ছবি দিদিকে? সে ত নেই।

মোবারক। কোথায় গেছে?

প্রতাপ। কেউ জানে না চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করলুম, কোথাও পাওয়া গেল না।

মোবারক। কবে থেকে পাওয়া যাচ্ছে না, বলতে পার ভাই?

প্রতাপ। আজ তিন দিন।

মোবারক। বুঝেছি, আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে কেউ তাকে—কিন্তু এতবড় দুঃসাহস কার? দায়ুদ খাঁর রাজত্বে এই অনাচার? কার মববার পালক উঠেছে? গণপতি কোথায়?

প্রতাপ। বোধ হয় বাড়ীর ভিতরেই আছেন।

মোবারক। তাকে ডাক ত প্রতাপ!

বিগ্রহ লইয়া গণপতির প্রবেশ।

গণপতি। পঞ্চাশ বছর আগে আমার প্র-পিতামহ তোমাকে এনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমাদের ঘরে এসে কত মাথা তুমি চিবিয়ে খেয়েছ, তবু কেউ তোমায় ত্যাগ করেনি, কিন্তু আমি আর তোমায় সে সুযোগ দেব না। তুমি পাথরের পুতুল, পথের পাথরের সঙ্গেই মিশে থাক।

[বিগ্রহ নিক্ষেপ করিবার উদ্যোগ ;

মোবারক। [বাধা দিয়া] করছো কি গণপতি? ছিঃ! তিন পুরুষের ঠাকুর তুমি ফেলে দিতে চাও?

গণপতি। কি করব বল? এ আমাদের সর্ব্বস্ব খেয়েছে।

একটা বোন ছিল, তার মাথাটাও চিবিয়ে খেয়েছে। আর আমি এর পায়ে ফুল-জল দেব না। [বিগ্রহ নিক্ষেপের উদ্যোগ]

মোবারক। বিগ্রহ কেড়ে নাও ত প্রতাপ। [প্রতাপ বিগ্রহ কাড়িয়া লইল] কি আশ্চর্য্য। দোষ করলে মানুষ, আর শাস্তি হবে ঠাকুর দেবতার! অসহায় ঠাকুরের পক্ষে ওকালতি করবার কেউ নেই, মুখ ফুটে সে কিছু বলতে পারে না, তাই যত নির্য্যাতন তারই উপরে! ঠাকুর ফেলে দেবে! ঠাকুর তোমার নিজের রোজগারের সম্পত্তি কিনা, ফেলে দিলেই হ'ল?

গণপতি। আমার নয় ত কার?

মোবারক। সমস্ত হিন্দু জাতির। তুমি ভোগ দেবার মালিক, ভোগ দেবে, ফেলে দেবার তুমি কে?

গণপতি। পঞ্চাশ বছর ধরে আমরা শুধু ভোগই দিয়েছি, পাই নি কিছুই। আর আমি এ বিগ্রহের পুজো করব না।

মোবারক। তোমার বাবা এসে করবেন; তুমি তোমার পুঁথিপত্র নিয়ে বেরিয়ে যাও।

প্রতাপ। আমি বিগ্রহ মন্দিরের ভেতর রেখে যাচ্ছি। আবার যদি ফেলে দেবার মৎলব কর, ভাল হবে না। [প্রস্থান।

মোবারক। কদিন ঠাকুরকে ভোগ দাও নি?

গণপতি। দুদিন।

মোবারক। তুমি মানুষ না কি? দুদিন ঠাকুরকে অনাহারী রেখেছ? শীগ্‌গির যাও, স্নান করে পুজো কর গে।

গণপতি। আমার বিগ্রহের জন্ত তোমার এত মাথা ব্যথা কেন?

মোবারক। নিজের ধর্ম্মকে ভালবেসে আমি সব ধর্ম্মকেই ভালবাসতে শিখেছি।

গণপতি। তুমি কি মনে কর, ওই বিগ্রহের মধ্যে দেবত্ব আছে?

মোবারক। এক তিলও বিশ্বাস করি না, কিন্তু তুমি অবিশ্বাস করবে কেন ঠাকুর? হিন্দু হয়ে যে ঠাকুর দেবতা মানে না, সে যেমন সমাজের শত্রু, মুসলমান হয়ে যে পুতুল পুজো করে, সেও তেমনি সমাজের শত্রু। আমি চাই হিন্দু হিন্দুই থাকবে, মুসলমান মুসলমানই থাকবে, তবেই হবে দেশের মঙ্গল।

গণপতি। মোবারক,—

মোবারক। ছিঃ গণপতি! তুমি পণ্ডিত, তুমি আদর্শ ব্রাহ্মণ। আঘাত পেয়েছ বলে তোমার দেবতাকে তুমি ভুলে যাবে?

গণপতি। তুমি জান না, এ কতবড় আঘাত। আমার সব গেছে তবু আমি টলি নি, কিন্তু আমার বোন, আমার ছবি—

মোবারক। তোমার বোনকে ফিরিয়ে আনবার জন্য বাঙ্‌লার সমস্ত রাজশক্তি নিয়োজিত হবে।

গণপতি। ফিরে এলেও ত ঘরে আর নিতে পারব না।

মোবারক। একশোবার নেবে; এক ফোঁটা গঙ্গাজলও যদি মাথায় দাও, তোমার মাথাটাই আমি উড়িয়ে দেব।

গণপতি। মোবারক, ভাই,—

মোবারক। কোন ভয় নেই ভাই। তোমার ছবি আমারও বোন। তার জন্য শুধু আমাকেই ভাবতে দাও। তুমি গিয়ে ভক্তিভরে পুজো কর। আমি ডাকি খোদাকে, তুমি ডাক তোমার ভগবানকে। এস দু'জনে সমস্বরে প্রার্থনা করি, ধর্ম্মের জয় হক, অধর্ম্মের ধ্বংস হক।

গণপতি। ধর্ম্মের জয় হক, অধর্ম্মের ধ্বংস হক।

মোবারক। গণপতি! যদি অনুমতি কর, আমি একবার তোমার বাড়ীর ভেতরটা দেখব।

গণপতি। কোন আপত্তি নেই মোবারক; কিন্তু সবই নিষ্ফল, বোধহয় তাকে দিল্লী নিয়ে গেছে।

মোবারক। যেখানেই নিয়ে যাক, আমি তাকে ফিরিয়ে আনবই।

গণপতি। তোমার জয় হক। তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।

[প্রস্থান।

মোবারক। আমি এমনি আশঙ্কাই করেছিলাম। হয় ত সে কতবার বাঁশী বাজিয়েছে, কোন উত্তর পায় নি। আমারই ভুল; কেন আমি সাতদিন অনুপস্থিত ছিলাম? খোদা, আমায় শক্তি দাও, এ ভুল আমি সংশোধন করব। [প্রস্থান।

বাঁদীর বেশে আশমানের প্রবেশ।

আশমান। কোথাও ত লোকটার দেখা পেলুম না। ব্যাটা সহিসের বাচ্চা গেল কোথায়? সন্ধ্যেও হল; বাহাদুর কাছে কাছেই আছে ত? এই ত গণপতির বাড়ী। এখানে বোধ হয় দেখা পাওয়া যাবে।

গুণ্ডার প্রবেশ।

গুণ্ডা। ঠিক ধরেছি, একটু আলগা পেয়ে পালিয়ে এসেছে। আচ্ছা—

আশমান। কে তুমি?

গুণ্ডা। চেনো না? সেদিন রাত্রে অতক্ষণ ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলুম, আর আজই চেনো না পিয়ারি?

আশমান। কি বলছ তুমি?

গুণ্ডা। পালিয়ে এলে কেন চাঁদ? হেঁদুর বিধবা তুমি, কত কষ্টে দিন কাটে। বেশ ত তোমায় সুখের পথ দেখিয়ে দিয়েছিলুম, কত খাবে, কত পরবে, ভাবনা কি?

আশমান। বেরিয়ে যাও অসভ্য।

গুণ্ডা। শয়তানীর বড় তেজ। চলে আয়।

আশমান। কোথায় যাব?

গুণ্ডা। যেখানে গিয়েছিলি। বললুম ত তোর ভাইয়ের অসুখ। বিশ্বাস হল না বুঝি? আমি একটু শুঁড়ির দোকানে ঢুকেছি, আর অমনি ছোঁড়াটার চোখে ধূলো দিয়ে মন্দির থেকে পালিয়ে এইছিস? নে, চলে আয়!

আশমান। খবরদার।

গুণ্ডা। পালিয়ে ভাইয়ের বাড়ীতে ফিরে আশা হয়েছে? দশবার পালালে দশবারই ধরে নিয়ে যাব। আমাকে রুখ্‌বে কোন্ শালা? আমি দিন-দুপুরে কত ব্যাটার ঘর জ্বালিয়েছি; কত দুষমনের মাথা কেটে নিয়েছি; দরকার হলে তোর ভাইয়ের মাথাটাও নেব।

আশমান। তুমি কি জাত?

গুণ্ডা। আমি গুণ্ডাজাত?

আশমান। হিন্দু না মুসলমান?

গুণ্ডা। তা কি জানি? সে আমার বাপ-মা জানতো। তাদের আমি চোখেও দেখি নি। নর্দ্দমার ধারে পড়েছিনু, ওস্তাদজী এনে মানুষ কর্‌লে। সেও মরে গেছে; আমিই এখন সর্দ্দার। ভাল ভাল মাল পেলে নবাব বাদশাকে দিয়ে দুপয়সা পাই। ব্যাস্, চলে আয়।

আশমান। জানিস্ আমি কে?

গুণ্ডা। তুই গণপতির বোন্, আবার কে? চলে আয়,—[অগ্রসর]

আশমান। বাহাদুর,—বাহাদুর,—

গুণ্ডা। ধুত্তোর বাহাদুরের নিকুচি করেছে। [অগ্রসর হইয়া আশমানকে ধরিতে গেল]

সহসা মোবারকের প্রবেশ।

মোবারক। [নিঃশব্দে গুণ্ডার ঘাড় ধরিল]

গুণ্ডা। এই—এই—কোন্ শালারে?

মোবারক। আমায় চেন না? চিনিয়ে দেব? মুখের দিকে চেয়ে দেখ্ত। [ঘাড় ছাড়িয়া কাণ ধরিল]

গুণ্ডা। ও বাবা, তু—আপনি! সেলাম খাঁ সাহেব, আমি মানে —এই হারামজাদী আমাকে ফুসলে এনেছে খাঁ সাহেব!

আশমান। মিথ্যা কথা।

গুণ্ডা। মিথ্যে? আচ্ছা, তাই সই। দেখুন খাঁ সাহেব, আপনি ত ভদ্রলোক, খোদার কসম, আমার এসব বদখেয়াল কখ্খনো নেই, কাণটা ছাড়ুন, সব খুলে বলছি।

মোবারক। [কাণ ছাড়িয়া] ব'ল।

গুণ্ডা। কথাটা হচ্ছে—[মোবারককে ছুরিকাঘাত করিয়া পলায়ন]

মোবারক। [ক্ষিপ্রহস্তে আঘাত প্রতিরোধ করিল; কিন্তু তাহার হাতখানা আহত হইল; দরদর ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল]

আশমান। সর্ব্বনাশ, মেরে ফেললে যে। [ছুটিয়া গেল]

মোবারক। মারে নি, হাতে একটু লেগেছে মাত্র।

আশমান। একটু লেগেছে, এযে কেবলই রক্ত পড়ছে। [শাড়ী ছিঁড়িয়া বাঁধিয়া দিল] ভাগ্যিস আপনি এসে পড়েছিলেন, নইলে কি হ'ত?

মোবারক। সে বুদ্ধি আপনার আছে? থাকলে এমনি সময় একা এই নির্জ্জন পথে পা বাড়াতেন না।

আশমান। একা আসিনি, সঙ্গে একজন ছিল।

মোবারক। গুণ্ডা দেখে তিনি বোধহয় গাছে চড়ে বসেছেন। তাঁর ভরসা করে আর কাজ নেই। চলুন, আমিই আপনাকে এগিয়ে দিই। কোথায় যাবেন?

৫

আশমান। আমি—আমি হারেমে যাব!

মোবারক। হারেমে! আপনি—

আশমান। আমি শাহাজাদীর বাঁদী।

মোবারক। আর কখনো শাহাজাদীর হুকুমে অন্ধকারে বাইরে আসবেন না।

আশমান। আমাকে আপনি বলছেন কেন? আমি ত বাঁদী।

মোবারক। বাঁদীও ত মানুষ, তার উপর নারীমাত্রই সম্মানের পাত্রী। পেটের দায়ে মানুষকে কত নীচ কাজ করতে হয়, তাতে তার মনুষ্যত্ব যায় না। আমি নিজেও একজন সহিসের ছেলে, বাবার সঙ্গে কতদিন সহিসের কাজ করেছি।

আশমান। আপনার—তোমার নাম কি?

মোবারক। আমার নাম মোবারক আলি।

আশমান। মোবারক আলি?

মোবারক। চম্‌কে উঠ্‌লেন যে?

আশমান। আমি তোমার কাছেই এসেছিলাম।

মোবারক। কারণ?

আশমান। শাহাজাদী কৈফিয়ৎ চেয়েছেন, কোন্ সাহসে তুমি শাহাজাদাকে অপমান কর।

মোবারক। সে কৈফিয়ৎ জাঁহাপনাকেই দিয়েছি।

আশমান। শাহাজাদীকে তোমার কিছুই বলবার নেই?

মোবারক। আছে। তাঁকে বলবেন, এই সহিসের বাচ্চা তাঁর রক্তচক্ষু আর বিলোল কটাক্ষকে সমানই তুচ্ছ জ্ঞান করে।

আশমান। শাহাজাদী বলেছেন, কৈফিয়ৎ না পেলে তোমার পিঠে বিশ ঘা চাবুক মারতে। [চাবুক বাহির করিল]

মোবারক। চাবুক খেতে আমার আপত্তি নেই, তবে তাঁকেও আমার একটা অনুরোধ, তিনি যেন মনে রাখেন তিনি নবাব দায়ুদ খাঁর কন্যা। তাঁর একটু সম্ভ্রমবোধ থাকা উচিত।

আশমান। যাও, আমি একাই যেতে পারব। [চাবুক ফেলিয়া দিল।]

মোবারক। চাবুক না মেরেই চলে যাবেন? আচ্ছা আসুন। যদি কোন বিপদ হয়, এই সহিসের বাচ্ছাকে ডাক দেবেন।

[প্রস্থানোদ্যোগ।

আশমান। শোন, তুমি আমার উপকার করেছ, আমি তোমার একটা উপকার করব। তোমার ছবিকে ওই গুণ্ডাটাই চুরি করেছে।

[প্রস্থান।

মোবারক। অ্যাঁ—ছবিকে ওই গুণ্ডা—ওঃ—এ কথাটা যদি আর একটু আগে জানতে পারতুম! কিন্তু 'আমার ছবি' কেন বললে? হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে, ছবি শুধু গণপতির বোন নয়, আমারও বোন।

[প্রস্থান।

—:•:—

তৃতীয় দৃশ্য।

বাঙলার উপকণ্ঠ—শিবির।

আলি মনসুর ও বান্দার প্রবেশ।

আলি। দিল্লী থেকে মুনীম খাঁ আসছেন? সঙ্গে সৈন্য কত?

বান্দা। বিশ পঞ্চাশ হাজার হবে।

আলি। কই, আমাকে ত কোন সংবাদ দেয় নি।

বান্দা। সংবাদ দিয়ে আসবে না হুজুর! একেবারে হঠাৎ এসে ঘাড়ে চাপ্‌বে। সৈন্তগুলো সব ছদ্মবেশে ভাগে ভাগে আসছে।

আলি। মুনীম খাঁ আসছে সেনাপতি হয়ে! এই মুনীম খাঁকে আমি হাতে ধরে যুদ্ধ শিখিয়েছি।

বান্দা। আজ্ঞে, হাতে ধরে ত আপনি কত লোককেই যুদ্ধ শিখিয়েছেন; তবে লোকে বলে আপনি নিজে হাতিয়ার ধরতে জানেন না।

আলি। কে বলেছে?

বান্দা। বাঙ্‌লা দেশের সবাই বলে।

আলি। অসভ্য ছোটলোকের দেশ। আমি এই বাঙ্‌লাকে ফুঁয়ে উড়িয়ে দেব।

বান্দা। অমন কাজ করবেন না হুজুর! দেশটা যদি উড়েই যায়, আপনি সুবেদার হবেন কোথায় বসে?

আলি। সুবেদার!

বান্দা। তবে আর বলছি কি? আমি যে শুনে এলুম, আপনিই হবেন বাঙ্‌লার প্রথম সুবেদার।

আলি। নাসির খাঁ তাহলে সিপাহশালারকে হিন্দু ঔরৎ সওগাত দিয়ে গেল কেন?

বান্দা। উজিরীর আশায়।

আলি। উজিরী! তা আমি দেব। কিন্তু এই দায়ুদ খাঁকে আমি কোতল করব, আর ওই মোবারককে তালকুত্তা দিয়ে খাওয়াব।

বান্দা। নিশ্চয়ই। এতবড় শয়তান—আপনাকে অপমান করে?

আলি। অপমান ঠিক নয়।

বান্দা। আবার অপমান কাকে বলে? সভার মাঝখানে মোবারক নাকি আপনাকে জুতিয়ে দিয়েছে?

আলি। চোপ্‌রাও বেয়াদব্‌। এসব ঝুট বাত কে বলেছে?

বান্দা। বাঙালীরা সবাই বলে।

আলি। জংলী বাঙালীদের মুখে কেবল 'কিন্তু' 'তবু' আর ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা। আমাদের দিল্লীতে—

বান্দা। সবাই সত্যি কথা বলে, কেবল আপনি ছাড়া।

আলি। চোপরাও বেতমিজ, তোকে আমি কোতল করব।

বান্দা। আমাকে ত রোজই কোতল করেন, তবে—

আলি। আবার 'তবে' বললে ভাল হবে না উল্লুক।

বান্দা। বাঈজীদের ডাকব হুজুর? মাথার খানিকটা মধ্যম নারায়ণ তেল মালিশ করে দিয়ে যাক।

আলি। তেল কেন?

বান্দা। চাঁদি ফেটে ধোঁয়া বেরুচ্ছে যে। মোবারক কি মাথায় জুতো মেরেছিল?

আলি। কৈ হ্যায়, শির্ লাও।

বান্দা। হুজুর, দফা সেরেছে।

আলি। কি হয়েছে?

বান্দা। ওই দেখুন, ঘোড়া ছুটিয়ে কারা যেন আসছে। গোটা মাঠ ধুলোয় ধোঁয়াকার হয়ে গেছে। পালান হুজুর, পালান; বোধ হয় মোবারক আসছে।

আলি। মোবারক উত্তর দিক থেকে আসবে কেন? এ নিশ্চয়ই মুনীম খাঁ।

বান্দা। কিন্তু যদি মোবারক হয়?

আলি। কোতল করব।

বান্দা। তার আগেই যদি আপনার উপর কুকুর লেলিয়ে দেয়।

আলি। কুকুর লেলিয়ে দেবে?

বান্দা। তাই ত সে বলেছে। আপনাকে খাঁটি বাঙ্‌লা কুকুর দিয়ে খাওয়াবে। বাঙ্‌লা কুকুর কি খায় জানেন? নরবর—অর্থাৎ মানুষের গোবর। পালান হুজুর, পালান।

আলি। যাও—যাও, মোবারককে কি আমি ভয় করি, না জানের পরোয়া করি।

বান্দা। জানের জন্য নয় হুজুর! কিন্তু বাঙ্‌লা কুকুরে যা তা খেয়ে এসে আপনার গায়ে মুখ দেবে, আপনার মুখে হয়ত জিভ পূরে দেবে—এ দুঃখ যে সইতে নারি।

আলি। চুপ, আমার বর্শা নিয়ে আয়।

বান্দা। দেখবেন, লক্ষ্য যেন ঠিক থাকে। ঢুকেছে কি মেরেছেন। শয়তান ভেবেছে কি? বাঙ্‌লা কুকুর দিয়ে বাদশার আত্মীয়কে খাওয়াতে চায়! আসুক না একবার—হুঁ!

প্রস্থান।

আলি। বাঙ্‌লা যে এমন বেয়াড়া দেশ, তা আমি কখনও ভাবি নি।

বাঁদীর প্রবেশ।

বাঁদী। হুজুর,—

আলি। কি বাঁদী, মোবারককে দেখলি?

বাঁদী। কই না, কেউ আসে নি ত!

আলি। তবে তুই কি চাস্?

বাঁদী। মেয়েটা কিছুই খেতে চায় না।

আলি। কেন?

বাঁদী। বলে, ঠাকুর পুজো না করে আমি কিছুই খাই না।

আলি। জোর করে খাইয়ে দে।

বাঁদী। দিয়েছিলুম; বমি করে ফেললে।

আলি। প্রথম প্রথম অমন অনেকেই করে, শেষে ঠিক পোষ মানবে।

বাঁদী। এ পোষ মানবার মেয়ে নয়। তিন দিন এক ফোঁটা জলও মুখে দেয় নি।

আলি। সে কি? মরে যাবে যে।

বাঁদী। তাই ত দেখছি।

আলি। আমাকে বলিস নি কেন?

বাঁদী। বলেছিলুম হুজুর! আপনি আমাকে কোতল করতে চাইলেন :

আলি। আজ যদি না খাওয়াতে পারিস, তোকে ঠিক কোতল করব।

বাঁদী। তা ত করবেন, কিন্তু—

আলি। তুইও বলছিস, কিন্তু? তোর বাড়ী কোথায়?

বাঁদী। বাড়ী? বাড়ী এই বাঙ্‌লায়।

আলি। তবে দিল্লীতে গিয়েছিলি কেন?

বাঁদী। মরতে।

আলি। বাঙ্‌লায় মরবার জায়গা ছিল না?

বাঁদী। না হুজুর, বাঙ্‌লার যম দিল্লীতেই বসে থাকে।

আলি। কি রকম?

বাঁদী। এ ত সোজা কথা হুজুর! দিল্লীর যখন মরজি হবে, আমরা বাঁচব, যখন মেহেরবাণী হবে, আমরা মরব। আপনি দিলেন গণপতির পুঁথিপত্র ফেলে, নবাব করলেন বিচার। দিল্লীতে খবর গেল। বাদশা পরের মুখে ঝাল খেয়ে হুকুম দিলেন,—বাঙ্‌লা রসাতলে দাও। কত দেশে কত অনাচার হচ্ছে, তাতে দিল্লীর টনক নড়ে না, দোষ কেবল এই বাঙ্‌লার।

আলি। বাঙালী জাতটাই কি এমনি? সবার মুখেই "কিন্তু" আর সবারই মুখে রাজনীতি! একটা বাঁদী, সেও রাজা-বাদশার টিকি ধরে কথা কয়? এইজন্যই বাঙ্‌লাকে বিদ্রোহের দেশ বলে।

বাঁদী। বাঙ্‌লার সমস্যার যে শেষ নেই, তাই সে বিদ্রোহের দেশ।

আলি। বাঙ্‌লার ক'মুঠো ভাত খেয়েছিস তুই?

বাঁদী। খুব কম।

আলি। তবে তোর এত দরদ কিসের?

বাঁদী। আপনি ত হিন্দু ধাত্রীর দুধ খেয়ে বড় হয়েছেন, তবে আপনি কেন মুসলমান হুজুর?

আলি। কসবী বলে কি? দুধ যারই খেয়ে থাকি, আমার বাপও মুসলমান, মাও মুসলমান।

বাঁদী। হুজুর, আমি দিল্লীর দানাপানি খেলেও আমার মা যে বাঙ্‌লা।

আলি। বাঁদি!

বাঁদী। গীত।

বাঙ্‌লা আমার জননী গো, বাঙালী মোর ভাই,
বাঙ্‌লা মাটির চেয়ে আমার প্রিয় কিছু নাই।

বাঙ্‌লা দেশের জংলী চাষী,
তাই ই আমি ভালবাসি,
আমার বুকে বাঙ্‌লা ভাষা সবার আগে বাজায় বাঁশী।
বাঙ্‌লা গেলে জাহান্নামে,
কাজ নাই মোর স্বর্গধামে,
মরার পরে জাহান্নামে আমিও যেন যাই॥

আলি। যা যা; বাঙ্‌লা, বাঙ্‌লা, বাঙ্‌লা; ছোটলোকের দেশ। আগে সুবেদারীটা পাই, উচ্ছন্ন করব এই বাঙ্‌লা দেশ। যা হিন্দু মেয়েটাকে পাঠিয়ে দে।

বর্শা লইয়া বান্দার প্রবেশ।

বান্দা। দাঁড়িয়ে রইলি যে? যা, দূর হ'। [আলি মনসুরকে বর্শা দান]

বাঁদী। তুই পোড়ারমুখো তম্বী ক'চ্ছিস কেন?

বান্দা। বাঙ্‌লা, বাঙ্‌লা! বাঙ্‌লার নাম শুনলে হুজুরের কাণ টন্‌টন্‌ করে, জানিস নে? বাঙ্‌লা গোল্লায় যাক।

বাঁদী। তুই গোল্লায় যা।

[প্রস্থান।

আলি। বান্দা! এই বাঁদীটাকে কাণ ধরে তাড়িয়ে দে।

বান্দা। না হুজুর, তাহলে লোকে ভাববে, আপনি ভয় পেয়েছেন, তাই বাঙালী বাঁদীটাও রাখতে চান না! থাক কিছুদিন, আপনি যখন সুবেদার হবেন, তখন তাড়িয়ে দিলেই হবে।

আলি। এ ত বড় মুস্কিল! রাখলেও বিপদ, তাড়ালেও বিপদ?

ছদ্মবেশে মুনীম খাঁর প্রবেশ।

মুনীম। আলি মনসুর,—

[আলি মনসুর ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে বর্শার আঘাত করিল, মুনীম খাঁ ক্ষিপ্রহস্তে বর্শা ধরিয়া ফেলিলেন এবং বক্ষ অঙ্গাবরণ ফেলিয়া দিলেন।]

আলি। সিপাহশালার!

মুনীম। এর অর্থ কি আলি মনসুর? তোমারই নালিশ শুনে সম্রাট আমাকে বিদ্রোহ দমন করতে পাঠিয়েছেন, আর তুমি আমাকেই হত্যা করতে চাও?

আলি। আজ্ঞে, আপনাকে নয়। আমি মনে করেছিলুম মোবারক।

মুনীম। মোবারক কে?

আলি। দায়ুদ খাঁর দশহাজারী মনসবদার। ঐ ব্যাটাই যত অনর্থের গোড়া। রূপমহল সে-ই মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে।

মুনীম। হুঁ; [একখানা কাগজ বাহির করিয়া] এই আরজ তোমার?

আলি। হ্যাঁ।

মুনীম। এসব কথা সত্য?

আলি। সত্য।

মুনীম। দায়ুদ খাঁ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে? রাজস্ব সে দেবে না?

আলি। না।

মুনীম। ছাউনী তোল; এখনি আমরা রাজমহলে যাত্রা করব। রাজমহলের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে দায়ুদ খাঁর সঙ্গে সম্রাট আকবর শার শক্তি পরীক্ষা হবে। চিরদিন বিদ্রোহের দেশ এই বাঙ্‌লা, আমি একে এমন শিক্ষা দিয়ে যাব যেন ভবিষ্যতে আর বিদ্রোহের স্বপ্ন না দেখে।

আলি। আপনি পরিশ্রান্ত, বিশ্রাম করুন।

মুনীম। আমার বিশ্রামের জন্য অমাবস্যার রাত্রি অপেক্ষা করবে না। সাতদিনের মধ্যেই রাজমহলে পৌঁছানো চাই। বাঙ্‌লার আমাদের সহায় কেউ আছে।

আলি। স্বয়ং শাহাজাদা নাসির খাঁ আমাদের সাহায্য করবেন।

মুনীম। শাহাজাদা!

আলি। হ্যাঁ; তাঁর পিতার ব্যবহারের জন্য তিনি লজ্জিত। শাহাজাদা আপনাদের সওগাত পাঠিয়েছেন।

মুনীম। কি সওগাত?

আলি। হিন্দু ঔরৎ। [ছবির প্রবেশ।] ঐ যে।

ছবি। আমাকে এখানে ডেকেছ কেন?

আলি। তুমি তিন দিন খাও নি কেন?

ছবি। ঠাকুর পুজো না করে আমি খাই না।

আলি। এ জীবনে আর ঠাকুর পুজো করতে পাবে না।

ছবি। তাহলে জীবনেও আমার প্রয়োজন নেই।

মুনীম। এ কে আলি মনসুর?

আলি। গণপতির বোন।

মুনীম। তোমরাই ভাই-বোনে দায়ুদ খাঁকে ক্ষেপিয়ে তুলেছ?

ছবি। দায়ুদ খাঁ এত ছোট নন যে আমরা তাঁকে ক্ষেপিয়ে তুলব।

মুনীম। তুমি না খেয়ে মরতে চাও কেন? তোমার উপর কেউ অত্যাচার করেছে?

ছবি। অত্যাচার আর কাকে বলে খাঁ সাহেব? আমি হিন্দুর বিধবা; আমাকে যেদিন ঘর থেকে ভায়ের নাম করে ভুলিয়ে এনেছে, সেইদিনই আমার সব গেছে।

মুনীম। না, তোমার কিছুই যায় নি। হিন্দু-সমাজ তোমার কাছে শুধু বাঁদীর মত সেবাই নিয়েছে, দেয় নি ত কিছু। খাওয়া-পরা পোষাক-পরিচ্ছদ কোন দিক দিয়েই তারা তোমার উপর সুবিচার করে নি। ইচ্ছা করলে তোমার জীবনটাকে তুমি মধুময় করে তুলতে পার।

ছবি। এ কথা শোনাও আমার মহাপাপ। আমরা নিজেদের বঞ্চনা করে সংসারকে সেবা করি, এতেই আমাদের সুখ। এ সুখ আমরা ছাড়া আর কেউ বুঝবে না।

মুনীম। কিন্তু তুমি ফিরে গেলেও ত তোমাকে কেউ নেবে না।

ছবি। নিশ্চয়ই নেবে। আমার দাদা জানেন, আমার কোন দোষ নেই।

মুনীম। তোমার দাদা ত সমাজে বাস করে।

ছবি। সমাজ তিনি ত্যাগ করতে পারেন, তবু আমাকে ত্যাগ করতে পারেন না।

মুনীম। তুমি তাহলে কি করতে চাও?

ছবি। ঘরে ফিরে যেতে চাই।

আলি। তারপর?

ছবি। তারপর বাঙলার তরুণ সমাজকে তোমাদের পেছনে লেলিয়ে দিয়ে একটা একটা করে তোমাদের জীবন্ত সমাধি দেখতে চাই।

আলি। খবরদার কসবি!

ছবি। চুপ। ভেবেছ আমি অসহায়? না আলি মনসুর! আমার নিঃশ্বাসে বিষ আছে, আমার এই কেশপাশ সাপ হয়ে দংশন করতে জানে।

আলি। ছবি—

ছবি। রামায়ণ পড় নি ত? শুনবে রামায়ণের কাহিনী? রাবণ সীতাকে হরণ করেছিল, তার নিঃশ্বাসে অতবড় রাবণ বংশটা পুড়ে

-ছাই হয়ে গেল। তোমাদেরও তাই হবে। আমাকে ফিরিয়ে দাও আর না দাও, যা করেছ তোমরা, তার শাস্তি মৃত্যু।

আলি। তোমার শাস্তি আগে এই লাথি— [পদাঘাতে উদ্যোগ]

মুনীম। আলি মনসুর! [আলি মনসুর সংযত হইয়া উপবেশন করিল] এত হাল্‌কা মেজাজ নিয়ে রাজকার্য্য চলে না। শোন বালিকা, যে ভাবে তুমি এখানে এসেছ, তাতে আমরা তোমাকে ফিরিয়ে দিতে পারি না। তুমি বিশ্বাস কর, যদি সম্ভব হত, আমি এই মুহূর্ত্তে তোমাকে মুক্তি দিতাম।

আলি। মুক্তি কি জনাব? আপনাকে ত বলেছি, এ উপহার আপনারই জন্য।

মুনীম। আমার কাজের জন্য আমি ত বেতন পাই আলি মনসুর। প্রজারা যদি আমাকে উপহার দেয়, সে উপহার আমার নয়, সম্রাটের। যুদ্ধের পর এ উপহার আমি সম্রাটের কাছে নিয়ে যাব। তিনি যদি গ্রহণ করেন, ভাল; না করেন, আমি যেখান থেকে নিয়ে যাচ্ছি, সেইখানেই রেখে যাব। তোমার কোন ভয় নেই মা! তুমি আহার্য্য গ্রহণ কর। সম্রাট মহানুভব; আর তাঁর গোলামের গোলাম এই মুনীম খাঁর কাছে নারীমাত্রই সেলামের পাত্রী।

ছবি। আপনিই কি সম্রাটের সেনাপতি? আপনারই নাম মুনীম খাঁ?

মুনীম। হাঁা মা!

ছবি। নমস্কার।—

মুনীম। খোদা তোমার মঙ্গল করুন।

ছবি। কিন্তু আলি মনসুর! তুমি সাবধান। [প্রস্থান।

আলি। আপনি শাহাজাদার সওগাত উপেক্ষা করলেন?

মুনীম। উপেক্ষা করতে পারি না বলেই মুক্তি দেওয়া হল না।

আলি। আপনি ওকে গ্রহণ করবেন না?

মুনীম। কি করে করব বল? হিন্দুরা আমাদের ছোঁয় না, আমিই বা কেন হিন্দুর মেয়েকে স্পর্শ করব?

আলি। আহা-হা? অমন খপসুরত মেয়ে—

মুনীম। আলি মনসুর, যুদ্ধ আর প্রেম একসঙ্গে হয় না। এই জন্তই জীবনে আমার সাদী করা হল না।…আচ্ছা, তোমরা যাত্রা কর, আমি কাল সন্ধ্যায় রাজমহলে তোমাদের দেখ্‌তে চাই। সাবধান, মনে রাখবে, নারী নারী, তার কোন জাত নেই।

আলি। কোথায় যাবেন?

মুনীম। জাহান্নামে। [প্রস্থান।

আলি। যা ব্যাটা যা! তুই না নিস, আমি নেব।

গীতকণ্ঠে বাইজীগণের প্রবেশ।

বাইজীগণ। গীত।

পীরিতের এ নয় ধারা।
হ্যাংলাপনা করবে যত, সরবে তত নয়নতারা।
বঁধু যদি বাঁয়ে হাঁটে, চলবে তুমি ডাইনে,
মন যদি চায়, বলবে মুখে,—দূর হয়ে যা চাইনে,
বেশী করে সুতো ছাড়ো,
খেলিয়ে এনে জালে মারো
হাতের মুঠোয় এলে করো যেমন খুশী নাড়াচাড়া।

আলি। যা যা, এখন নাচগান শোন্‌বার সময় নেই; এখনি ছাউনি তুলতে হবে। [বাঈজীগণের প্রস্থান।] মুস্কিল হয়েছে এই ছুঁড়ি আমার ছুচক্ষে দেখ্‌তে পারে না।

বেদিনীর বেশে মোবারকের প্রবেশ।

বেদিনী। সেলাম জনাবালি!

আলি। এখানে ভিক্ষে মিলবে না।

বেদিনী। ভিক্ষে নয় হুজুর! আমার কাছে বহুৎ দাওয়াই আছে। চাই?

আলি। দাওয়াই?

বেদিনী। হ্যাঁ। পেট ভুঁটভাট করে, গলা বুক জ্বালা করে, ঘুম হয় না, ক্ষিদে হয় না,—আমার কাছে তার ভাল ওষুধ আছে। শত্রুর ভয়ে চোখ বুজলেই স্বপ্ন দেখেন, কিছুতেই শত্রু জব্দ হচ্ছে না, তারও ওষুধ আমার কাছে আছে। শত্রু-মোহিনী সুর্মা চোখে লাগিয়ে শত্রুর সামনে যান, আপনাকে দেখ্‌তে পাবে না, কোন মেয়েকে আপনি ভালবাসেন, সে আপনাকে পেয়ার করে না, আমি সাত দিন ঝাড় ফুঁক করে তাকে আপনার পা-চাটা কুকুর করে দেব।

আলি। তুই বশীকরণ বিদ্যে জানিস?

বেদিনী। আমি জানে না ত জানে কে? আমার বাবা ছিল—

আলি। তোর বাবা উচ্ছন্ন যাক। সাত দিনের মধ্যে তুই একটা মেয়েমানুষকে আমার—

বেদিনী। বুঝেছি। যদি না পারি, আমার মাথাটা এখানে রেখে চলে যাব।

আলি। ঠিক হয়েছে। ছুঁড়ীর বড় তেজ! এখনি আমার ছাউনি ভেঙে রাজমহলে যাচ্ছি। তুই ছবির বজরায় থাক্‌বি। রাজমহলে পৌঁছে যেন দেখতে পাই, সে আমার নামে আত্মহারা।

বেদিনী। সে আর আপনাকে দেখতে হবে না। দেখুন না, আমি কি করি। তাহলে চলুন হুজুর, মেয়েটাকে একবার দূর থেকে

আগে দেখে নিই; পরীর নজর থাকলে তেলপড়া দিয়ে ছাড়াতে হবে। তারপর তিকিচ্ছে আরম্ভ হবে।

আলি। তোকে কি দিতে হবে?

বেদিনী। ছশো টাকা।

আলি। তাই সই, চল্। [উভয়ের প্রস্থান।

—:•:—

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদ।

দায়ুদ খাঁর প্রবেশ।

দায়ুদ। দায়ুদ খাঁর রাজ্যে এক নারীকে তার ঘর থেকে চুরি করে নিয়ে যায়, এতবড় বুকের পাটা কার? সাধারণ লোকের পক্ষে এ সম্ভব নয়। এ নিশ্চয়ই কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী অথবা বাদশাহী তহশীলদারের কাজ। দুর্ব্বৃত্ত জানে না যে একটা নগণ্য প্রজার সম্ভ্রমের বিনিময়ে দায়ুদ খাঁ তার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে পারে।

নাসির খাঁ ও সত্যপীরের প্রবেশ।

নাসির। পিতা, এই লোকটা রাজপথের ধারে একটা অদ্ভুত ধর্ম্ম প্রচার করছিল, আমি ওকে ধরে এনেছি।

সত্যপীর। আজ ধরেছ হাতে, কাল ধরবে পায়ে।

দায়ুদ। কি ধর্ম্ম প্রচার করছিলে?

সত্যপীর। হিন্দুলাম ধর্ম্ম।

নাসির। হিন্দু ধর্ম্ম আর ইসলাম ধর্ম্মের অপূর্ব্ব মিশ্রণ!

দায়ুদ। পোষাক পরিচ্ছদেও অপূর্ব্ব দেখছি। কি নাম তোমার?

সত্যপীর। সত্যপীর।

দায়ুদ। বাঃ, নামেও কোন ফাঁকি নেই। তুমি হিন্দু না মুসলমান?

সত্যপীর। আমার মা ছিল হিন্দু, সে মারা যাবার পর আমাকে পালন করে এক মুসলমান। আমি হিন্দুও নই, মুসলমানও নই; আমি হিন্দুয়ান।

নাসির। হতভাগ্য কাফের একসঙ্গে পুজোও করে, নমাজও করে।

সত্যপীর। নমাজ নমাজ করো না, পূমাজ।

দায়ুদ। সে আবার কি রকম?

সত্যপীর। দেখবেন? [পূমাজ পাঠ] হে খোদাবান! হিন্দুরা ধ্বংস হক, মুসলমানেরা উচ্ছন্ন যাক।

নাসির। থাম।

দায়ুদ। তোমার আরাধ্য তাহলে খোদাবান? খোদা আর ভগবানকে একসঙ্গে গুলে নিয়েছ?

সত্যপীর। হ্যাঁ জনাব, বড় চমৎকার ধর্ম্ম! বার বছর দিন-রাত ভেবে ভেবে আমি এই ধর্ম্মটি আবিষ্কার করেছি। বড় চমৎকার ধর্ম্ম, কারও গোঁসা করবার উপায় নেই। আর সত্যই ত খোদা আর ভগবান বলে কেউ নেই।

নাসির। চুপ কর মূর্খ!

সত্যপীর। চট কেন খাঁয়ের পো? তোমার যা বিদ্যে, সে বোঝা গেছে; তোমার দ্বারা রাজত্বও হবে না, ফকিরিও হবে না। তুমি আমার হাত ধরেছ, ঘাড় ধরেছ, পায়ে যেদিন ধরবে, সেদিন আমি মারব এক—

নাসির। চোপরাও কাফের।

সত্যপীর। ওই দেখুন বুদ্ধির দৌড়। আমি একজন পীর, আমাকে বলে কাফের।

দায়ুদ। পীর সাহেবের কতগুলো শিষ্য হয়েছে?

সত্যপীর। এখনও কেউ হয় নি; প্রথমে আমি আপনাকেই শিষ্য করব ভাবছি।

নাসির। পিতা শিষ্য হবেন তোমার?

সত্যপীর। নিশ্চয়ই হবেন। এমন ধর্ম্ম আর পাবেন কোথায়?

দায়ুদ। কিন্তু আমি যে খোদাকে বিশ্বাস করে ফেলেছি।

সত্যপীর। এবার থেকে অবিশ্বাস করুন!

দায়ুদ। অবিশ্বাস করব কেন?

সত্যপীর। না করলে ত আমার শিষ্য হতে পাচ্ছেন না।

দায়ুদ। সেও ত বিপদের কথা। তাহলে তুমি এক কাজ কর, তুমি এই নাসির খাঁকে শিষ্য করে নাও। এই ভদ্রলোক ভগবানকেও কাদাতে পারবে, খোদাকেও পথে বসাতে পারবে। এর চেয়েও একজন ভাল শিষ্য আছে, তার নাম বাহাদুর। ডাইনে বাঁয়ে এমন দু'জন চেলা থাকলে তোমাকে টেনে বেহেস্তে তুলে নেবে।

সত্যপীর। না নবাব সাহেব, এ সব বাজে শিষ্য আমি করব না। ধর্ম্মটা নষ্ট করে ফেলবে।

নাসির। অনুমতি করুন পিতা, এই গর্দ্দভটাকে পাগলাগারদে পাঠিয়ে দিই। [হস্তধারণ]

দায়ুদ। নাসির খাঁ! [নাসির নিবৃত্ত হইল] ধর্ম্ম মানুষের ব্যক্তিগত সম্পদ; যে যে ধর্ম্মই আচরণ করুক, তাতে বাধা দেবার অধিকার কারও নেই।

নাসির। আপনি এই উন্মাদের বাচালতা মুখ বুজে সহ্য করবেন?

দায়ুদ। খোদা যাকে এতকাল সহ্য করেছেন, আমরা তাকে এক মুহূর্ত্ত সইতে পারব না ? যাও, বাইরে অপেক্ষা কর।

[নাসিরের প্রস্থান।

সত্যপীর। তাহলে আপনি আর দেরী করবেন না। স্নান করে আসুন, আমি সব শিখিয়ে দিয়ে যাই।

দায়ুদ। তুমি ত বলছ, তুমি আধা হিন্দু, আর আধা মুসলমান। আচ্ছা, ভগবানকে তুমি বিশ্বাস কর না কেন ?

সত্যপীর। কখনও তাঁকে দেখি নি বলে।

দায়ুদ। তবে ভগবানকে বাদ দিয়ে খোদার শরণ নিলে না কেন ?

সত্যপীর। খোদা নাকি নিরাকার, কেউ তাঁকে দেখে নি।

দায়ুদ। দোষ তাহলে না দেখার ?

সত্যপীর। এই ত আপনার বুদ্ধি খুলে আসছে। দেখুন, আমার মা বলে গেছে,—না দেখে কিছু খাসনে, না বুঝে কিছু নিসনে। ভগবানই বলুন, আর খোদাই বলুন,—আমি আগে দেখব, তারপর বিবেচনা করব তাঁকে আরাধনা করা যায় কি না ?

দায়ুদ। লোকে আরাধনা করে তাঁকে পায়, আর তুমি পেয়ে আরাধনা করবে ?

সত্যপীর। যদি ভক্তি হয়।

দায়ুদ। আচ্ছা, তোমার খোদাবানকে তুমি দেখেছ ?

সত্যপীর। না।

দায়ুদ। তবে তাঁর আরাধনা করছ কেন ?

সত্যপীর। তাও ত বটে। তাহলে—? এ যে আপনি বড় গোলমাল করে দিলেন। আমি এখন কি করি ? এত করে একটা ধর্ম্ম আবিষ্কার করলুম, আর আপনি নবাব বলে ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে চান ? ধ্যেৎ, নবাব বাদশার কাছে আসাই আমার ভুল হয়েছে।

দায়ুদ। না বন্ধু, তুমি ঠিক জায়গায়ই এসেছ। যে কারণে খোদা আর ভগবানকে তুমি উড়িয়ে দিয়েছ, সেই কারণেই তোমার খোদা-বানকেও উড়িয়ে দাও।

সত্যপীর। তাহ'ল আমি করব কি ঘোড়ার ডিম? হিন্দুরা দেয় না জল, মুসলমানেরা দেয় না পানি, আমি কি তবে মাথা খুঁড়ে মরব?

দায়ুদ। না, তুমি বাঁচবে!

সত্যপীর। কি করে বাঁচব? আমি হিন্দু না মুসলমান?

দায়ুদ। তুমি বাঙালী।

সত্যপীর। আমার ধর্ম্মটা কি?

দায়ুদ। মানুষের ধর্ম্ম।

সত্যপীর। মানুষের ধর্ম্ম।

দায়ুদ। হ্যাঁ সত্যপীর। তুমি হিন্দু বা মুসলমান হতে যেয়ো না। তুমি হবে মানুষ। তোমার দেবতাকে তুমি আরাধনা না করেই পেয়েছ।

সত্যপীর। কে? কে সে দেবতা, যাকে চাওয়ার আগেই পাওয়া যায়?

দায়ুদ। তোমার জন্মভূমি।...এই সুজলা সুফলা বঙ্গজননী, তোমার সে আরাধনার ধন। এর মধ্যে খোদাও আছেন, ভগবানও আছেন। তোমার নমাজও পড়তে হবে না, পুজোও করতে হবে না; তুমি বাঙলা মায়ের সেবা কর।

গীতকণ্ঠে ফকিরের প্রবেশ।

ফকির। গীত।

পাগল ছেলে আয়!

ডুব দিয়ে যা বাঙলা মায়ের রূপের দরিয়ায়।

ফলে ফুলে গন্ধে ভরা,
রূপটি মায়ের পাগল করা,
স্বর্গটা তোর আকাশে নয়, ঘরের আঙিনায়।
আমার খোদা তোর নারায়ণ,
এই মাটিতেই পাতল আসন,
একের মাঝেই দু'জন আছে, যে যারে চায়,—পায়।

দায়ুদ। হজরৎ। এই হতভাগ্য মায়ের কোলে বসেও মায়ের রূপ দেখে নি, সারাজীবন ধরে খোদা আর ভগবানের মধ্যে দোল খেয়ে মরেছে। একে আপনি মায়ের রূপ দেখিয়ে আমুন।

ফকির। এস।

সত্যপীর। আমি বাঙালী? আমি মানুষ? খোদা আর ভগবান দু'জনকেই পাওয়া যাবে একজনের মধ্যে। কই, চল ত দেখি, কেমন তার রূপ! [ফকিরসহ প্রস্থান।

নাসির খাঁর প্রবেশ।

দায়ুদ। নাসির খাঁ!

নাসির। পিতা, যার তার সঙ্গে আপনার এই বাক্যালাপ আমার অসহ্য।

দায়ুদ। তুমি যদি নবাব হও, ফটকের দু'ধারে দুটো জল্লাদ রেখে দিও, যে আসবে তারই শিরশ্ছেদ করবে। কিন্তু আমি ভাবছি শাহাজাদা, আমার রাজ্যে নারীহরণও সম্ভব হল।

নাসির। হরণ এ নয় পিতা। গণপতির ভগ্নী স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগ করেছে।

দায়ুদ। কি করে জানলে?

নাসির। শুনেছি মেয়েটার চরিত্র খারাপ।

দায়ুদ। শাহাজাদা দেখছি রাজ্যের মেয়েদের চরিত্রের খবরও রাখেন।

নাসির। খবর আমি রাখি না; লোকে বলে, তাই—

দায়ুদ। লোকে শাহাজাদার সম্বন্ধেও অনেক কথা বলে।

নাসির। কি বলে?

দায়ুদ। বলে যে শাহাজাদা পিতৃদ্রোহী।

নাসির। এ আপনি কি বলছেন?

দায়ুদ। নাসির খাঁ, গণপতির ভগ্নী অপহৃতা—হ্যাঁ অপহৃতা, আমি তাকে চাই। এর জন্ত যদি আমার বাঙ্‌লার মসনদ বঙ্গোপসাগরের জলে বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাও দেব।

নাসির। যদি বলেন, আমি খুঁজে দেখতে পারি।

দায়ুদ। আমি বলব, তবে তুমি খুঁজবে! রাজকার্য্য রসাতলে যাক, হাট-বাজার, নাচ-গান, খানাপিনা সব বন্ধ হক। তোমার লজ্জা করে না? আমার রাজ্যে নারী অপহৃতা, আর আমারই হারেমে বসে আমারই পুত্র সরাব আর বাইজী নিয়ে মসগুল? মোবারককে ডেকে একটা রাজকার্য্যের ভার দিয়েছিলাম; সে আমার কথা অগ্রাহ্য করে চলে গেল। বললে,—"রাজকার্য্য অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু নারীর সম্ভ্রম অপেক্ষা সইবে না।"

নাসির। মোবারক তার সন্ধানে গেছে?

দায়ুদ। হ্যাঁ, মাত্র দশদিন সে সময় নিয়েছে। আমি জানি সে ছবিকে ফিরিয়ে আনবেই।

নাসির। আনবে!

দায়ুদ। নিশ্চয়। কিন্তু এ গৌরব তুমি কি নিতে পার না?

নাসির। বেশ, আমি যাচ্ছি। কিন্তু সন্ধান পেলেও সে যদি না আসে?

দায়ুদ। সন্ধানটাই তুমি দাও; তার পরের ব্যবস্থা আপাততঃ আমার কল্পনাতেই থাক।

নাসির। এই সামান্য ব্যাপারের জন্য এত অস্থিরতায় কোন প্রয়োজন ছিল না।

দায়ুদ। সামান্য ব্যাপার! অপদার্থ।

ফুলবেগমের প্রবেশ।

ফুলবেগম। কি জাঁহাপনা? সাতবার ডেকে পাঠিয়েছি, তবু তোমার খেতে যাবার অবসর হল না?

দায়ুদ। এই যে যাচ্ছি ফুলবেগম।

ফুলবেগম। যাবে কখন? বেলা যে গেল।

দায়ুদ। অপেক্ষা করতে বল; এত তাড়াতাড়ি গেলে চলবে কেন?

ফুলবেগম। কি তোমার এত রাজকার্য্য? সকাল থেকে কিছুই ত করনি। যে কেউ এসেছে, সবাইকেই জিজ্ঞাসা করেছ, "ছবিকে কে নিয়ে গেছে বলতে পার?" একটা মেয়ের জন্য কি পাগল হবে নাকি?

দায়ুদ। মেয়েটা যদি আমার হত, তাহলে বোধহয় পাগল হতে আপত্তি ছিল না?

ফুলবেগম। আমি কি তাই বলছি?

দায়ুদ। রামরাজত্বের কথা শুনেছ? গোটা রাজ্যে একটিমাত্র অকাল মৃত্যু হয়েছিল, তারই ফলে রাজ্যে নেমে এল দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি আর অগ্নিবর্ষণ। অকাল-মৃত্যুর চেয়ে নারীহরণের কলঙ্ক সহস্রগুণ বেশী। যার রাজ্যে একটা নারীহরণ হয়, তার তুষানলে প্রাণ দেওয়া উচিত।

ফুলবেগম। তুমি ভাবছো কেন প্রভু? মোবারক যখন গেছে, তখন ফিরিয়ে আনবেই।

দায়ুদ। আনবে, কিন্তু—

ফুলবেগম। জানি—তুমি কি বলছো। যদি তাই হয়, তার ত কোন দোষ নেই! তবু কি সমাজে সে ঠাঁই পাবে না? না পায়, তাকে একখানা কুটীর বেঁধে দিও, আমি তাকে নিয়ে সেইখানেই থাকব। সে করবে পূজো, আমি পড়ব নমাজ। আমি তার সঙ্গে গীতা পড়ব, সেও আমার সঙ্গে কোরাণশরীফ পড়বে।

দায়ুদ। বড় অসময়ে এসেছ বেগম! আর দশ বছর আগে যদি আসতে, দায়ুদ খাঁর যৌবনে আর ভাঁটা পড়তো না। রাজত্ব হাতে নিয়ে খোদা আর ভগবানের দরবারে কেবলি ছুটোছুটি করেছি। দুজনকে মাঝখানে এনে মুখোমুখী দাঁড় করাতে পারি নি। মানুষ মানুষকে ঘৃণা করে, এ দুঃখ বলে বোঝাবার ঠাঁই আমার ছিল না।

ফুলবেগম। এখন ত ঠাঁই পেয়েছ, এখন বোঝাও।

দায়ুদ। আর বোধহয় সময় নেই।

ফুলবেগম। ওমা, আবার জুতোর শব্দ হচ্ছে! কোন্ পোড়ামুখো আবার ঘ্যানঘ্যান্ করতে এল? এরা আমায় পাগল করবে!

[প্রস্থান।

দায়ুদ। কে?

দূতবেশে মুনীম খাঁর প্রবেশ।

মুনীম। বন্দে গি নবাব সাহেব।

দায়ুদ। বন্দে গি।

মুনীম। আমি সম্রাটের দূত হয়ে এসেছি জনাব!

দায়ুদ। আপনার বক্তব্য?

মুনীম। আপনি সম্রাটের রাজস্ব বন্ধ করেছেন কেন?

দায়ুদ। আর দেব না বলে।

মুনীম। কেন দেবেন না? বাঙ্‌লার সবই ত আপনি ভোগ করছেন; নাম মাত্র একটা কর, তাও আপনি দিতে চান না?

দায়ুদ। না। কর সামান্য হলেও কর নিতে যারা আসেন, তাঁদের প্রভুত্ব সামান্য নয়। তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হলে নজর দিতে হয়, যতদিন তাঁরা এখানে থাকেন, তাঁদের জন্য আশে পাশের বাঙালীরা সহজে নিঃশ্বাস ফেলতে পারে না।

মুনীম। এইজন্যই কি আমাদের তহশীলদারকে আপনি অপমান করেছেন?

দায়ুদ। হত্যা করলেই ভাল হত।

মুনীম। আমাদের রূপমহল ধূলিসাৎ করেছেন কেন?

দায়ুদ। আমার জমির উপর আমি অপরের প্রাসাদ থাকতে দেব না।

মুনীম। আপনার জমি!

দায়ুদ। হ্যাঁ।

মুনীম। তাহলে আপনার এই সঙ্কল্পই স্থির? কর আপনি দেবেন না?

দায়ুদ। না, বাঙ্‌লা স্বাধীন রাজ্য, আমি তার একটা কাণাকড়িও সম্রাটকে দেব না। অবশ্য বাঙ্‌লার বদান্যতার কথা আপনারা শুনেছেন। আপনাদের রাজকোষে যদি অর্থের অভাব হয়, বছরে বছরে চাঁদার খাতা নিয়ে আসবেন, কর যা দিতুম, তার দ্বিগুণ চাঁদা আমি দেব, কিন্তু কর দেব না।

মুনীম। আপনি যে কর দেন, তাতে সম্রাটের জুতোর দামও হয় না। আর ফকিরের চাঁদার উপরে তাঁর উৎসবও নির্ভর করে না।

দাযুদ। তাহলে আপনি এখন আসুন সিপাহশালার।

মুনীম। সিপাহশালার!

দাযুদ। হাঁ। মুনীম খাঁ।

মুনীম। বুঝলাম দাযুদ খাঁ বুদ্ধিমান। কিন্তু তিনি জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে লড়াই করছেন কেন, তাই আমি বুঝতে পারছি না।

দাযুদ। জলে আমি বাস করছি না মুনীম খাঁ, আমি বাস করি আমারই অধিকৃত ডাঙায়; আপনিই জল থেকে রোদ পোহাতে উঠে এসেছেন। কিন্তু আর আপনি অপেক্ষা করবেন না, এখানে বড় বাঘের ভয়।

মুনীম। বাঘের ভয়ে মুনীম খাঁ টলে না। সম্রাট আপনার কাছে দুটি জিনিষ পাঠিয়েছেন, এর একটি রেখে আর একটি ফিরিয়ে দিন। [তরবারি ও ফুলের মালা বাহির করিয়া দিলেন]

দাযুদ। ও—তরবারি আর ফুলের মালা! বেশ, তরবারিই আমি গ্রহণ করলাম। ফুলের মালা আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যান।

মুনীম। তাহলে আবার আমাদের সাক্ষাৎ হবে।

দাযুদ। কোথায়?

মুনীম। রাজমহলে।

দাযুদ। সেলাম।

মুনীম। সেলাম।

[প্রস্থান।

দাযুদ। যুদ্ধ, যুদ্ধ। বিশাল বাদশাহী ফৌজের সঙ্গে মুষ্টিমেয় বাঙালী সেনার যুদ্ধ!

গীতকণ্ঠে প্রতাপের প্রবেশ।

প্রতাপ।　　　　গীত।

চল পথে দুর্ব্বার শঙ্কারে করি জয়।
নাহি ভয় বীরবর, নাহি ভয়, নাহি ভয়।
পাষাণের কারাগার হুঙ্কারে কেটে যাক্;
মূর্চ্ছিত হক অরি শৃঙ্খল খুলে যাক্;
বাহিরের যত কালো,
দুঃখের দীপে আলো,
জড়তা ভীরুতা হক ক্ষয়।
নাহি ভয়।

দায়ুদ। বাদশাহী ফৌজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবে প্রতাপ?

প্রতাপ। নিশ্চয়ই পারব।

দায়ুদ। ফল কি হবে, অনুমান করতে পারো?

প্রতাপ। পারি,—হয় মারব, না হয় মরব।

দায়ুদ। যদি বন্দী করে নিয়ে যায়?

প্রতাপ। নিয়ে গেলেই হ'ল? আমরা সন্ধিও করব না, বন্দীও হব না।

দায়ুদ। ঠিক বলেছ বাবা। আমরা সন্ধিও করব না বন্দীও হব না। দায়ুদ খাঁ মরবে, তবু স্বাধীন বাঙলার নিশান নামাবে না।

[প্রস্থান।

প্রতাপ। স্বাধীন বাঙলা, জাগো—

[প্রস্থান।

—:o:—

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

বজরার অভ্যন্তর।

ছবির প্রবেশ।

ছবি। ঝড় উঠেছে। কি ঠাণ্ডা, আর কি ভয়ানক শব্দ! এই ঝড়ে বজরাটা কি উল্টে যেতে পারে না? নদীর ওই পাহাড় প্রমাণ ঢেউ কি একটাও আমার জন্যে নয়? এ কোন্ নরকে যাচ্ছি, কে জানে?

বেদিনীবেশে মোবারকের প্রবেশ।

মোবারক। ভয় পেয়েছ?

ছবি। কেন তুমি জলপড়া তেলপড়া দিয়ে আমায় বিরক্ত করছো? কোন ওষুধেই আমাকে পোষ মানাতে পারবে না। আমি মরব, তবু কলঙ্কিনী হব না।

মোবারক। তা আমি জানি।

ছবি। জান, তবে বৃথা চেষ্টা করছো কেন?

মোবারক। আশা কি কেউ ছাড়ে? তোমাকে যদি আজ মনসুরের বশ করে দিতে পারি, কড়্‌কড়ে হুশো টাকা পাব!

ছবি। এর চেয়ে অনেক বেশী টাকা আমি তোমায় দিতে পারি, যদি আমার একটা কাজ তুমি করতে পার।

মোবারক। কি কাজ শুনি।

ছবি। ভাণ্ডার আমার এক ভাই আছে, তার কাছে গিয়ে বলবে—

মোবারক। দাঁড়াও, একটা একটা করে বল। ভাইটি হচ্ছে কে?

ছবি। তার নাম মোবারক আলি, সবাই তাকে চেনে।

মোবারক। মশ্‌করা করছ কেন ঠাক্‌রুণ? তুমি হলে হিঁদু, আর তোমার ভাই মুসলমান?

ছবি। বাঙ্‌লা দেশে তাই হয়।

মোবারক। কি করে হয়? তোমার বাপ্‌ হিঁদু, আর তার বাপ মুসলমান।

ছবি। কিন্তু আমাদের একই মা।

মোবারক। এক মা কি গো?

ছবি। হ্যাঁ। সে আমাদের বাঙ্‌লা মা। এই সার্ব্বজনীন মায়ের চারি পাশে আমরা লক্ষ লক্ষ নমাজী আর লক্ষ লক্ষ পূজারী এক সোনার সংসার রচনা করেছি। তাই আমরা হিন্দু-মুসলমান ভাই-বোন।

মোবারক। কি আজব দেশ বাপু তোমাদের। যাক্‌ তারপর? মোবারককে কি বলব?

ছবি। বলবে, ছবি রাজমহলের পথে মোগলের বন্দিনী। আর কিছু বল্‌তে হবে না।

মোবারক। তারপর আমার বকশিস?

ছবি। বকশিস চাইলে ঠক্‌বে, না চাইলে বেশী পাবে।

মোবারক। বল্‌লেই মোবারক ছুটে আসবে?

ছবি। নিশ্চয়ই আসবে।

মোবারক। তোমাকে সে খালাস করতে পারবে?

ছবি। সে না পারে, এমন কিছুই নেই।

মোবারক। তুমি তার সঙ্গে যাবে?

ছবি। তার সঙ্গে অন্ধকার রাত্রে একা পথ চলতেও আমার ভয় নেই।

মোবারক। তবে সে এসেছে।

ছবি। মোবারক এসেছে! কোথায়?

মোবারক। এই বজরায়।

ছবি। বজরায়! তুমি জান? কই, কোনখানে ভাই মোবারক?

মোবারক। তোমার সম্মুখে। [পরচুল তুলিয়া দেখাইল]

ছবি। ভাই,—

মোবারক। ভয় কি দিদি? আজই তোমাকে মুক্ত করব। তুমি সাঁতার জান?

ছবি। জানি।

মোবারক। তবে সাঁতার দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাক। আমি এই বজরার তলা ফাঁসিয়ে দেব। বজরায় যখন জল উঠ্‌বে, তুমি ভয় পেয়ে ছাউনীর বাইরে যাবে। আলি মনসুর পাশের বজরা থেকে নিশ্চয়ই ছুটে আসবে। তুমি তার আগেই জলে ঝাঁপ দেবে।

ছবি। তারপর?

মোবারক। তারপর মরবে।

ছবি। তুমিও ত মরবে?

মোবারক। আমি মরব কেন? মুসলমানের রাজত্বে মুসলমানই বাঁচবে, আর হিন্দুরা সব মরবে।

ছবি। সে মুসলমান তুমি নও মোবারক! সে নাসির খাঁ।

মোবারক। তোমাকে এখানে কে এনেছে জান?

ছবি। দুটো লোক আমাকে দাদার অসুখের কথা বলে নিয়ে এসেছিল। এখন আর তাদের দেখতে পাচ্ছি না।

মোবারক। তারা মরেছে। তারপর এখানে এলে কি করে?

ছবি। আমাকে একা দেখে এক ফকির আলি মনসুরের কাছে পৌঁছে দিয়ে গেছে। পথে আমি জানতে পারি যে দাদার অসুখের কথা মিথ্যে।

মোবারক। সে ফকিরকে আর কখনও দেখেছ?

ছবি। এইমাত্র সে এসেছিল আলি মনস্থরের সঙ্গে।

মোবারক। ওই বুঝি ফকিরসাহেবের পায়ের দাগ?

ছবি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি কি করে চিনলে?

মোবারক। ফকিরসাহেবের নাম কি জান?

ছবি। কি নাম?

মোবারক। শাহাজাদা নাসির খাঁ।

ছবি। তুমি কি করে জানলে?

মোবারক। শাহাজাদার পায়ের একটা আঙুল নেই। ওই দেখ, ফকিরের পায়ের একটা আঙুল নেই।

ছবি। তাহলে কি হবে?

মোবারক। কোন ভয় নেই বোন! আমি যতক্ষণ আছি, দশটা শাহাজাদা এলেও তোমার কেশ স্পর্শ করতে পারবে না। আলি মনস্থরের আগেই শাহাজাদা মরবে।

ছবি। তুমি যাও মোবারক; তোমাকে হয়তো সে চিনতে পেরেছে, হয়তো তোমাকে হত্যা করবে।

মোবারক। করুক; তার আগেই আমি তোমাকে মুক্ত করব।

ছবি। না না, আমি যাব না, তুমি যাও। মরতে হয় আমিই মরব, তোমাকে মরতে দেব না। তোমাকে বাঙলার বড় প্রয়োজন।

মোবারক। যত প্রয়োজনই থাক, নিজে মরেও আমি তোমাকে বাঁচাব, তারপর ইচ্ছা হয়, তুমি ঘরে গিয়ে মরো।

ছবি। ঘর! আমার ঘর! আমার ঠাকুরের লীলাভূমি! আর কি সেখানে আমি যেতে পারব? সেই কুঞ্জবনে পাখীর গান, সেই

দীঘির কাল জল, সেই বিরাট বটের ছায়া—আঃ, বড় ভাবি ওঃই আমায় পাগল করে।

মোবারক। বহিন,—

ছবি। মোবারক! কেমন আছেন আমার দাদা?

মোবারক। বেঁচে আছেন, এইমাত্র। আচ্ছা, তুমি প্রস্তুত হও। আমি বজরার দড়ী কেটে দিচ্ছি, এখনি বজরা বহর ছেড়ে মাঝ দরিয়ায় ছুটবে। সাবধান, যা বলেছি অক্ষরে অক্ষরে পালন করা চাই। [প্রস্থান।

ছবি। ঠাকুর! রক্ষা কর ঠাকুর?

আলি মনসুরের প্রবেশ।

আলি। ছবি,—

ছবি। কে? আলি মনসুর? কেন? কেন তুমি আমার ঘরে এসেছ?

আলি। তাতে আর হয়েছে কি?

ছবি। বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও বলছি।

আলি। এখনও তোমার এত তেজ? ভাই-বোনে মিলে আমার সঙ্গে কোঁদল করে মনে করেছিলে, বড় সুখে থাকবে, নয়? আলি মনসুরকে তুমি চেনো না; যদি পোষ না মান, ভাল করে চিনিয়ে দেব।

ছবি। চেনাতে আর হবে না, আলি মনসুর। অনেকদিন আগেই তোমায় চিনেছিলাম, আজ আরও ভাল করে চিনেছি; তুমি মূর্খ, লম্পট, পশু।

আলি। চোপ্‌রাও কসবি। আমি যাই হই, তোমাকে আমার কথা শুনতেই হবে। আর এতে তোমার ভালই হবে। আমার পরিচয় তুমি ঠিক জান না। স্বয়ং বাদশা আমার কথায় ওঠেন বসেন।

ছবি। তাহলেও আমি তোমার কথা শুনব না।

আলি। শুনবে না?

ছবি। না—না।

আলি। ভাল কথায় না শোন, চাবুক মেরে শোনাব। [চাবুক আস্ফালন]

বান্দার প্রবেশ।

বান্দা। হুজুর ;—

আলি। বেরিয়ে যা শূয়ার, কে তোকে এখানে আসতে বললে?

বান্দা। আজ্ঞে—

আলি। ফের আজ্ঞে? বেরিয়ে যা।

বান্দা। যাচ্ছি, 'কিন্তু'?

আলি। আবার 'কিন্তু'? [চাবুক আস্ফালন]

বান্দা। আরে রাখুন আপনার চাবুক। বজরা, ছুটছে দেখতে পাচ্ছেন?

আলি। ছুটুক, তুই দূর হ।

বান্দা। বেশ, আমি চল্লুম! [প্রস্থান।

আলি। শোন ছবি,—

ছবি। বেরিয়ে যাও অসভ্য বর্ব্বর!

আলি। কি আমি বর্ব্বর? বলবি,আমি তোর পিঠের ছাল তুলে নেব।

বাঁদীর প্রবেশ।

বাঁদী। হুজুর,—

আলি। আবার হুজুর! এরা আমায় পাগল করবে।

বাঁদী। বজরা ছুটছে।

আলি। তুইও ছুটে যা।

বাঁদী। কিন্তু—

আলি। তুইও বলবি 'কিন্তু'? বাঙালী জাতটাই জানোয়ার! যা বারণ করব, তাই হাজারবার করবে। বেরিয়ে যা হারামজাদি।

বাঁদী। গাল দিচ্ছেন কেন? মনিব আছেন, আছেন; গতরে খাটি মাইনে দেন, তা বলে আপনি গাল দেবার কে?

আলি। কোতল করব, এ ছুটোকেই আমি কোতল করব!

বাঁদী। আগে নিজে বাঁচ, তারপর আমাদের কোতল করো।

আলি। কি বল্‌লি শয়তানি?

বাঁদী। আবার গাল দিলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

আলি। এ হল কি? কেউ আমার পোষ মানবে না? এই একটা হিন্দুর মেয়ে—

ছবি। চুপ্! বেরিয়ে যাও। আর এক পাও যদি এগোও, আমি তোমাকে যমের বাড়ীর পথ দেখিয়ে দেব। তোমার পরমবন্ধু নাসির খাঁ এসে তোমায় রক্ষা করতে পারবে না।

আলি। একি! সত্যি বজরা মাঝ দরিয়ায় ছুটে যাচ্ছে? নজর তুললে কে? বান্দা, বাঁদি—মাঝি, দাঁড়ি—নজর ফেল—নজর ফেল।

বান্দার প্রবেশ।

বান্দা। কোথায় নজর? নজরের দড়ী কে কেটে দিয়েছে?

আলি। দড়ী কেটেছে? কে কাটলে?

বান্দা। তা কি জানি?

আলি। এই হিন্দুর মেয়েটাই কেটেছে, এখনি হয়তো বজরা উল্টে যাবে। বেদিনী কই, বেদিনী?

বান্দা। দেখ্‌তে ত পাচ্ছি না।

আলি। দেখ, শীগগির দেখ। ছুজনে মিলে ষড়যন্ত্র করেছে। একি! বজরায় জল উঠছে যে!

বান্দা। সর্ব্বনাশ,—হুজুর! বজরা কে ফুটো করে দিয়েছে।

আলি। বেদিনীকে দেখ, ওরে বেদিনীকে দেখ আর এই মেয়েটাকে—[অগ্রসর]

মোবারকের প্রবেশ।

মোবারক। বেদিনী এসেছে হুজুর!

আলি। কে?

বান্দা। সর্ব্বনাশ, এ যে মোবারক মিঞা!

আলি। কোতল করব, সব কোতল করব। [তরবারি বাহির করিয়া ছবির দিকে অগ্রসর হইল]

মোবারক। [আলি মনসুরকে এক ধাক্কা দিয়া ছবিকে লইয়া প্রস্থান]

আলি। গেল, গেল—ধর, ধর্। আরে আমাকে নয়, ও ব্যাটাকে ধর্।

বান্দা। কে কাকে ধরবে মিঞা? সব একপথে যেতে হবে। আয়, ঢেউ আয়; ওঠ জল ওঠ; এই শয়তানের বাচ্চাকে আগে ডুবিয়ে মার।

আলি। এই বান্দা,—

বান্দা। আর কে কার বান্দা মিঞা? সব এক—আজ সব শালা এক।

আলি। ওরে, কে ঝাঁপ দিলে? গেল—গেল, ঔরৎ গেল, দুশমন পালালো।

বান্দা। তাতে তোমার বাবার কি? তুমি এখন কবরে যাবার জোগাড় কর। এই বাঁদি। ছাউনীতে যা, আর কেউ যদি ওঠে, লাথি মেরে ফেলে দিবি। [প্রস্থান।

আলি। গেল, বাঙ্‌লার মসনদ গেল, ঔরৎ গেল, জানটাও গেল। বাঙলার লোকগুলো সব পাজি, সব শয়তান। আমাদের দিল্লীতে—বাঃ! বজরা কাৎ, আমারও বাজীমাৎ। [প্রস্থান।

[নেপথ্যে—গুলির শব্দ]

মোবারক। [নেপথ্যে] হাত ধর ছবি, হাত ধর।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হারেম।

আশমানের প্রবেশ।

আশমান। ছোটলোকটা বলে কি,—"শাহাজাদীর রক্তচক্ষু আর বিলোল কটাক্ষকে আমি সমানই তুচ্ছ জ্ঞান করি।" শাহাজাদী তোর দিকে হাঁ করে আছে কিনা! সহিসের বাচ্ছা ত, আঙুল ফুলে না হয় কলাগাছই হয়েছে, বুদ্ধিটা হবে কোত্থেকে। এবার যেদিন দেখা হবে, মারব চাবুক। অসভ্য জানোয়ার!

বুলবুলের প্রবেশ।

বুলবুল। দিদির রকম-সকম ত ভাল দেখ্‌ছিনা। নিশ্চয়ই মোবারকের ধ্যান করছে।

আশমান। তবে দেখ্‌তে ভাল—শুধু ভাল কেন, খুবই সুন্দর! বাহাদুরের মত অমন কাটখোট্টা নয়।

বুলবুল। এ কথা ঠিক। বাহাদুর মিঞাকে দেখলে মনে হয় না, ভদ্রলোকের ছেলে।

আশমান। তবে এ কথাও ঠিক—

বুলবুল। কি কথা?

আশমান। সুন্দর হলেই মানুষ মানুষ হয় না।

বুলবুল। সুন্দর না হলেই যে মানুষ হবে, এমনও কোন কথা নেই।

আশমান। একি, বুলবুল! তুই কখন এলি?

বুলবুল। অনেকক্ষণ।

আশমান। আমায় ডাকিস নি ত?

বুলবুল। ডাকলে যদি বাধা পড়ে।

আশমান। কিসে বাধা পড়বে?

বুলবুল। ধ্যানে।

আশমান। হতভাগা বলে কি? আমি আবার কার ধ্যান কর্‌ব?

বুলবুল। কেন? মোবারকের?

আশমান। মারব এক চড়। একটা সহিসের বাচ্চা, তার ধ্যান করব আমি?

বুলবুল। যা বলেছিস দিদি! লোকটা যাই হক, ওর বাপের কথা ভাবলে বড় খারাপ লাগে।

আশমান। মৌলভী সাহেব বুঝি এই তোকে পড়ায়? বাপের পরিচয়ে কেউ বড় হয় না।

বুলবুল। লোকটাকে কেমন দেখ্‌লি দিদি?

আশমান। মন্দ কি?

বুলবুল। তা বলে বাহাদুরের মত নয়।

আশমান। বাহাদুর ঠিক সুন্দর ত নয়।

বুলবুল। তাহলেও কতবড় বংশের ছেলে।

আশমান। সে ত আমাদেরই বংশ রে।

বুলবুল। ওই কথাটাই আমার ভুল হয়ে যায় দিদি, ওকে দেখলে আমার ভাই বলে মনেই হয় না। যাক্‌গে, আর দুদিন পরে ত তোর সঙ্গে বিয়েই হবে, তখন একেবারে দুলুভাই বলে ডাকলেই হবে।

আশমান। তোর অত কথায় দরকার কি?

বুলবুল। হ্যাঁ দিদি, মোবারক মিঞা—

আশমান। চুপ্, কেবল মোবারক, মোবারক,—মোবারক যেন ওদের মাথা কিনে নিয়েছে!

বুলবুল। তা ঠিক দিদি, ওর নাম না করাই উচিত।

আশমান। কেন ?

বুলবুল। দাদাকে অপমান করেছে যে !

আশমান। দাদাও বড় ভাল কাজ করেনি। শত্রু হলেও মিথ্যা বলব না, আশমান তেমন মেয়েই নয়। কিন্তু লোকটার গায়ে কি অসাধারণ শক্তি ! অমন পালোয়ানের মত গুণ্ডাটা এক টিপুনিতেই জুজু হয়ে গেল।

বুলবুল। গুণ্ডা তোকে ধরেছিল নাকি ; কেন বাহাদুর ত সঙ্গে ছিল।

আশমান। সঙ্গে আর কই ছিল ? কাছাকাছি কোথাও বসে বোধহয় ছাতু খাচ্ছিল।

বুলবুল। মোবারক তোকে বাঁচালে বুঝি ? বাবা বলেন,—ওর ওই এক ব্যামো, কারো বিপদের কথা কাণে গেলে আর রক্ষে নেই। গণপতির বোনকে ত সে-ই আনতে গেছে।

আশমান। সত্যি ?

বুলবুল। হ্যাঁ। বাবা কত করে দাদাকে বললেন,—"তুমি যাও," দাদা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাড়ি ছিঁড়তে লাগল। ও ঠিক নিয়ে আসবে। বাবা বলেন, "ও সব পারে"।

আশমান। কত পারে, বোঝাই যাবে। যুদ্ধের সময় কার কত শক্তি দেখে নেব।

বুলবুল। তা জানিস না বুঝি দিদি ? এই যুদ্ধে মোবারক যে সেনাপতি হবে রে।

আশমান। সেনাপতি ! সহিসের ছেলে সিপাহশালার !

বুলবুল। কাউকে বলিস নি যেন। বাহাদুর শুনলে রেগে কাঁই হবে।

আশমান। কেবল রাগতেই পারে। কাজ ত কিছু করতে দেখলুম না। কেন, গণপতির বোনকে আনতে সে-ও ত যেতে পারত।

বুলবুল। তা যাবে কি করে? খাঁটি মুসলমান যে।

আশমান। জাত আর ধর্ম্ম নিয়েই এরা গেল। হিন্দুরা এতই বা কি দোষ করেছে? কেবল আমাদের ছোঁয় না, তা আমরা তাদের না ছুঁলেই হ'ল।

বুলবুল। হ্যাঁ দিদি, আজ তোকে এত সুন্দর দেখাচ্ছে কেন? তোর সে প্যাঁচামুখ কোথায় গেল?

আশমান। থাম হতভাগা বাঁদর; আমি তোর বড় বোন, তা জানিস?

বুলবুল। আমি তোর ছোট ভাই, তা জানিস? আচ্ছা দিদি, ছবিকে তুই দেখেছিস? সে নাকি ভারি সুন্দর! মোবারকের সঙ্গে যদি তার বিয়ে হয়, তাহলে?

আশমান। কি বাজে বকিস? ছবি হিন্দুর বিধবা।

বুলবুল। বিধবা সধবা হতে কতক্ষণ?

আশমান। তার মানে?

বুলবুল। মানে মুসলমান হয়ে গেলেই হ'ল।

আশমান। হোক না, তাতে তোরই বা কি, আমারই বা কি? ফিরেও সে আসবে না, বিয়েও তার হবে না। যাকগে, ওসব কথায় আমাদের কাজ কি? ছবি ত শুনেছি মোবারকের কথায় ওঠে বসে। এসব গুলো আবার ভাল নয়। যার যা ধর্ম্ম, তাই নিয়েই তার থাকা উচিত।

বুলবুল। তাহলে গণপতি ঠাকুরের পুঁথিপত্তর ফেলে দেওয়া ঠিক হয় নি বল?

আশমান। খুব অন্যায় হয়েছে। কেন? সে তার ভগবানকে ডাকবে, তুমি তোমার নমাজ পড়বে; তাতে আপত্তি করলে চলবে কেন?

বুলবুল। দিদি,—

আশমান। কি বুলবুল?

বুলবুল। তুই কেন মোবারককে বিয়ে করনা? ভারী মানাবে কিন্তু।

আশমান। তুই একথা বললি কি করে? একটা সহিসের বাচ্ছাকে আমি বিয়ে করব? তার চেয়ে গলায় কলসী বেঁধে জলে ডুবে মরব। তবে এও ঠিক, ছবির মাথাটি আমি খেতে দেব না। কি আশ্চর্য্য, একটা সহিসের ছেলে কি গোটা দেশটাকে যাদু করবে! সব কাজেই সে, সবারই মুখে তার নাম! মেয়েগুলো পর্য্যন্ত হাঁ করে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে! নাঃ, সেদিন চাবুক না মারাই ভুল হয়েছে। আবার যদি পাই—

বুলবুল। গীত।

বাসনে রাখে কদমতলায়, ডাকুক যত বাঁশী।
সবাই বলে শুনিস না কি, বাঁশী ও নয় গলার ফাঁসী?
বাঁশী শুনে যে গেছে রাই,
লজ্জা সরম করেছে ছাই,
জাতার পুত তার চুলোয় গেছে, কালা ছাড়া কিছু নাই।
আমাদের প্রাণ হ'ক না মরু,
তবু সে তোর ঘরের গরু,
কালার প্রেম যে বিষ তরু, বিষ ফলে তার রাশি রাশি।

আশমান। বাবাজীর আখড়ায় গিয়ে কি ছাই গান শিখে আসিস?

বুলবুল। ওই হুলুভাই আসছে, আমি পালাই। [প্রস্থান।

আশমান। কি দুঃসাহস! শাহাজাদীকে গ্রাহ্য করে না সহিসের বাচ্ছা!

বাহাদুরের প্রবেশ।

বাহাদুর। আর কত দেরি করবে আশমান?

আশমান। কিসের কথা বলছ?

বাহাদুর। বাঃ, সেদিন যে কথা হল, আমরা গোপনে বিহারে চলে যাব!

আশমান। তাতো যাব, কিন্তু—

বাহাদুর। কিন্তু কি?

আশমান। ছাতুর কথা ভাবলেই আমার মাথা ঘোরে, চোখে অন্ধকার দেখি, বুকের ভেতর ঢিপ ঢিপ করতে থাকে।

বাহাদুর। বলেছি ত তোমায় ছাতু খেতে হবে না।

আশমান। তাহলেও আর একটা 'কিন্তু' আছে।

বাহাদুর। কি বল।

আশমান। আমাকে যদি পথ থেকে কেউ নিয়ে যায়?

বাহাদুর। আমি ত সঙ্গে থাকব।

আশমান। সেদিনও ত তুমি সঙ্গে ছিলে বাহাদুর, গুণ্ডা যখন এল, তখন কোথায় লুকিয়েছিলে?

বাহাদুর। গুণ্ডা! কই আমি দেখিনি ত?

আশমান। চোখ দুটো কি পায়ের তলায় ছিল? মোবারক না এলে সেদিন আমায় কোথায় নিয়ে যেত জান? জাহান্নামে।

বাহাদুর। আমাকে ত একথা বলনি?

আশমান। বলে কি হবে? যে জেগে ঘুমোয়, তাকে জাগাব কি করে?

বাহাদুর। তুমি বলতে চাও, গুণ্ডার ভয়ে আমি ইচ্ছে করে লুকিয়ে রয়েছিলুম? বাহাদুর খাঁকে এমন অপবাদ কেউ দিতে পারে?

আশমান। সবাই দিতে পারে। আজ দু'বছর ধরে তুমি এখানে এসেছ, এতদিনের মধ্যে একটা কাজের মত কাজ তুমি করেছ? একটা যুদ্ধ জয়, একটা বিপন্নের উদ্ধার, এ দেশের একটুখানি সেবা? বড় বড় কথা অনেক বলেছ তুমি, বড় কাজ একটাও করনি।

বাহাদুর। কাজের সুযোগ পেলে বাহাদুর অসাধ্য সাধন করতে পারতো।

আশমান। যাও দেখি, গণপতির বোনকে উদ্ধার করে নিয়ে এস। মোবারক তার উদ্ধারে গেছে, তুমি তার আগেই কাজ হাঁসিল করে এস। কতগুলো সৈন্য চাই, কত অস্ত্র চাই, বল?

বাহাদুর। একটা হিন্দুর মেয়েকে উদ্ধার করতে যাব আমি!

আশমান। মোবারক ত গেছে।

বাহাদুর। মোবারক কাফের। তা ছাড়া মেয়েটার সঙ্গে ওর আশনাই আছে।

আশমান। কি করে জানলে?

বাহাদুর। নইলে "ভাই ভাই" করে অত পাগল কেন?

আশমান। তোমার বোনেরা ত তোমার জন্য পাগল, তাহলে তাদের সঙ্গে তোমারও আশনাই আছে।

বাহাদুর। আশমান—

আশমান। তোমার এই ইতর মনটাকে সংযত কর বাহাদুর!

বাহাদুর। তুমি যাবে কবে?

আশমান। আমি যে কোন সময়ে যেতে পারি; কিন্তু তুমি এ দুঃসময়ে পিতাকে ফেলে কি করে যাবে বাহাদুর? বাদশাহী সৈন্য এসে পড়েছে, যুদ্ধে তুমি পিতাকে সাহায্য করবে না?

বাহাদুর। নাজির আবার কি সাহায্য করবে?

আশমান। আবার যদি তুমি মনসবদারি পাও?

বাহাদুর। কেন, মোবারক অবসর নিচ্ছে নাকি?

আশমান। মোবারক যদি সিপাহশালার হয়?

বাহাদুর। সিপাহশালার!

আশমান। সবই অনুমান।

বাহাদুর। আমি ওই সহিসের বাচ্চার তাঁবেদারি করব!

আশমান। আমার দেশের জন্য যদি করতে বলি?

বাহাদুর। করে কি হবে? শুধু মরাই সার হবে।

আশমান। মরতে তোমার এত ভয়?

বাহাদুর। ভয়ের কথা নয়। কিন্তু মরে গেলে ত ফুরিয়েই গেল, তাহলে তোমাকে পাচ্ছি কোথায়?

আশমান। কবরে, বুঝলে বাহাদুর! আমার দেশের জন্য তুমি মর, কবরে আমি তোমার সঙ্গী হব।

বাহাদুর। এ তোমার অন্যায় কথা।

আশমান। বিনামূল্যেই শাহাজাদীকে লাভ করতে চাও বাহাদুর। তোমাকে আমি ভালবাসি সত্য, কিন্তু তোমার এই কাপুরুষতা ভালবাসি না।   [প্রস্থান।

বাহাদুর। কি আশ্চর্য্য! এই কি সেই আশমান?

ফুলবেগমের প্রবেশ।

ফুলবেগম। কি বাহাদুর, মেজাজ শরীফ?

বাহাদুর। জি হাঁ।

ফুলবেগম। তবে যে বড় চিন্তিত দেখছি।

বাহাদুর। দেখুন, আমি একটা কথা ভাবছিলাম। এই যুদ্ধ বিগ্রহের সময় আশমানকে বিহারে রেখে এলে হত না?

ফুলবেগম। এক আশমানকে সরিয়ে দিলে আর কি হবে বাহাদুর? হারেমে আরও পাঁচশো আশমান আছে। তারা যদি মরে, ও-ও মরবে।

বাহাদুর। মরা না হয় সহজ, কিন্তু যদি বন্দী করে নিয়ে যায়?

ফুলবেগম। তার আগে আমিই ওর বুকে ছুরি বিঁধিয়ে দেব।

বাহাদুর। সেকি! আপনি—

ফুলবেগম। কেন, রাজপুতদের কথা শোন নি?

বাহাদুর। হিন্দুদের কথা ছেড়ে দিন, ওরা ত নির্ব্বোধ। নির্ব্বোধেরা সব পারে।

ফুলবেগম। বাহাদুর। আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছি, বাঙ্‌লা দেশ অমন নির্ব্বোধেই ভরে উঠুক।

বাহাদুর। আমায় মাপ করবেন। আপনি বিমাতা বলেই একথা বলতে পারছেন।

ফুলবেগম। তোমার আক্ষেপ থাকবে না মিঞা! মৃত্যু যদি আসে, আমার পেটের ছেলেকে আগে এগিয়ে দেব, তারপর আমি নিজে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ব; সব শেষে আসবে মেয়ে। কিন্তু পরাজয়ের কথাই বা তুমি ভাবছ কেন? বাদশাহী ফৌজ বিশ হাজার হ'ক; বিশ লক্ষ হ'ক, তারা লড়বে অর্থের জন্তে, আর বাঙালীরা লড়বে দেশের জন্তে।

বাহাদুর। বাঙালী সৈন্য ক'টা আছে বেগমসাহেবা? আর এদের অস্ত্রই বা কোথায়?

ফুলবেগম। বাহাদুর! স্বাধীনতার যুদ্ধ যে জয় করে, তার অস্ত্র হাতে থাকে না,—থাকে মনে।

বাহাদুর। আপনারা কি কেউ আমার কথা বুঝবেন না?

ফুলবেগম। শুধু 'কথায়' মন মজে না বাহাদুর,—কাজ চাই। তুমি ঝুড়ি ঝুড়ি কথা বলেছ, কাজ কর নি কিছুই। পার তুমি ছবির সন্ধান করতে?

বাহাদুর। ছবি জাহান্নামে যাক, হিন্দুর মেয়ের জন্য আমার কিছুমাত্র মাথাব্যথা নেই।

ফুলবেগম। যত মাথাব্যথা কেবল শাহাজাদীর জন্য! কিন্তু শাহাজাদী ত বানের জলে ভেসে আসে নি মিঞা! তাকে পেতে হলে উপযুক্ত দাম চাই। কি দাম জান? হয় মাথা নেবে, না হয় মাথা দেবে। [প্রস্থান।

বাহাদুর। মাথা দেব, না হয় নেব। নেওয়ার আশা নেই,— তাহলে মাথা দিতে হবে। মাথাই যদি গেল, আশমানকে পাবে কে? বাঙালীর বুদ্ধিই এই রকম। একবার যদি উজিরীটা পাই, বাঙ্‌লা দেশটাকে ভাল করে শিক্ষা দিয়ে দেব। আর এই শয়তানীটাকে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াব। [প্রস্থান।

—:০:—

তৃতীয় দৃশ্য।

গণপতির গৃহ।

গণপতির প্রবেশ।

গণপতি। কে ডাকে? কে ডাকে? ছবি এলি? কই না, কেউ ত কোথাও নেই। কিন্তু আমি যে তার ডাক শুনলুম। ছবি, ছবি,—

বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ।

বিক্রম। কি দিন-রাত ছবি ছবি কর? পাগল হবে নাকি? ব্যাপার যা হয়েছে, বুঝতেই ত পারছ। আবার তার নাম করা কেন? গেছে যাক, মরুক গে।

গণপতি। না রায়মশায়, ছবি আবার আসবে।

বিক্রম। আসবে! কোন্ মুখ নিয়ে আসবে, শুনি?

গণপতি। কেন, তার ত কোন অপরাধ নেই।

বিক্রম। আরে অপরাধ না থাকলেও আছে। হিন্দুর বিধবা একবার যখন ঘরের বার হয়েছে, তখন তার নাম করাও মহাপাপ।

গণপতি। সে ত স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগ করে নি।

বিক্রম। সে কথা তুমি জান আর আমি জানি, সমাজ ত' তা বুঝবে না বাবা।

গণপতি। সমাজ আমাকে কি করতে বলেন?

বিক্রম। তার সম্পর্ক জন্মের মত ভুলে যাও। একটা কুশপুত্তলিকা দাহ করে শ্রাদ্ধশান্তি কর। দু'দশ টাকা যা লাগে, আমিই না হয় দেব।

গণপতি। টাকা আপনাকে দিতে হবে না। কিন্তু ছবির কুশপুত্তলিকা দাহ করব আমি!

বিক্রম। আমরাও সঙ্গে থাকব।

গণপতি। রায়মশায়!

বিক্রম। কর্ত্তব্য কঠোর হলেও করতেই হবে গণপতি! তাহলে আজই ব্যবস্থা করা যাক, কি বল?

গণপতি। না।

বিক্রম। না কি?

গণপতি। রায়মশায়! ছবির মৃতদেহ যদি পাই, হাসিমুখে আমি পুড়িয়ে আসব, কিন্তু তার কুশপুত্তলিকা দাহ আমি করব না। আমি জানি, সে যদি জীবিত থাকে, নিষ্কলঙ্ক দেহেই ফিরে আসবে। আর যদি মরে, ধর্ম্ম রেখেই মরবে। সমাজের মুখ চেয়ে আমি তার ধর্ম্মকে ব্যঙ্গ করতে পারব না।

বিক্রম। তাহলে সমাজও তোমায় ত্যাগ করতে বাধ্য হবে।

ভৃত্যার প্রস্থ।]

গণপতি। তার আগেই আমি তাকে ত্যাগ করব। যে সমাজ রক্ষা করতে পারে না, কেবল নির্য্যাতন করতেই জানে, তাকে আমার কোন প্রয়োজন নেই। আপনি ত কায়স্থকুলের সমাজপতি, আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, কাল আপনার মেয়েকে যদি কেউ চুরি করে নিয়ে যায়, আর আপনি যদি তাকে পবিত্র বলেই জানেন,— পারবেন তার শ্রাদ্ধ করতে?

বিক্রম। নিশ্চয় পারব।

গণপতি। আমি বিশ্বাস করি না। শুনুন রায়মশায়! যে সমাজ শুধু শাসন জানে, সোহাগ করতে জানে না, সে সমাজ ধ্বংস হক।

বিক্রম। তার চেয়ে তুমি ধ্বংস হও।

ছবির প্রবেশ।

ছবি। দাদা,—[গণপতি ও ছবি পরস্পরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল]

বিক্রম। থাম। [মাঝখানে দাঁড়াইলেন]

গণপতি। এসেছিস্ দিদি? তুই এসেছিস্? আমি জানি তুই আসবি, কেউ তোকে আটকে রাখতে পারবে না। আহা, এত রোগা হয়েছিস কেন বোন্? খাস নি বুঝি? মুখখানা যে কালি হয়ে গেছে। ওরে কৈলাস,—ছবি এসেছে, তোর দিদি এসেছে।

ছবি। আমার ঠাকুর কই, আমার ঠাকুর? [প্রস্থানোদ্যোগ।

বিক্রম। দাঁড়াও; মন্দিরে ঢুকতে হবে না।

গণপতি। রায়মশায়! আপনি যান। ছবি আমার বড় শ্রান্ত হয়ে এসেছে, তাকে একটু বিশ্রাম করতে দিন।

বিক্রম। থাম; কোথায় ছিলে এতদিন?

গণপতি। সে সব কথা যাক্; ওর কথা ওর মনেই থাক্, আর কারও জানবার দরকার নেই। আপনি যান রায়মশায়, আপনি

যান। আয় দিদি আয়। ঠাকুর বড় কাঁদে,—আমি কত চোখের জল মুছিয়েছি, তবু জল শুকোয় না।

বিক্রম। আলি মনসুরের কাছে তোমায় নিয়ে গিয়েছিল, না?

ছবি। হাঁ।

গণপতি। আর নয়, ওইটুকুই যথেষ্ট। আপনি যান।

বিক্রম। তুমি ফিরে যাও ছবি। এ ঘরে তোমার স্থান হবে না।

ছবি। দাদার ঘরে আমার স্থান হবে না?

বিক্রম। না।

ছবি। দাদা—

গণপতি। শুনিস্ নে ছবি, কারও কথা শুনিস্ নে। আমার ঘর তোরই ঘর। পোড়ামুখি, কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? রাঁধবার বেলা হল যে। কতদিন পেটভরে খাই নি; আজ পেট-পুরে খাব, আর আশ মিটিয়ে ঘুমাব।

বিক্রম। গণপতি,—

গণপতি। বেরিয়ে যাও। মানব না আমি সমাজ, দেখব না আমি মানুষের মুখ। আমার অভাগিনী বোন্ অনেক দুঃখ পেয়ে আমার কাছে ফিরে এসেছে। তাকে যে অপমান করবে,—আমি তার মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।

বিক্রম। তাহলে আজ থেকে তুমি একঘরে হয়েই থাক।

গণপতি। তুমি কায়স্থ সমাজপতি। তোমার বিধান কায়স্থের জন্য, ব্রাহ্মণের জন্য নয়।

বিক্রম। বেশ। অপেক্ষা কর, ব্রাহ্মণের বিধানই তুমি পাবে। [প্রস্থান।

গণপতি। আয় ছবি।

ছবি। দাদা, আমার জন্য তুমি একঘরে হয়ে থাকবে?

গণপতি। একঘরে কেন বোন্? আমি, তুই, কৈলাস আর ঠাকুর,—এই চারজনে একটা নূতন সমাজ তৈরী করব।

ছবি। না দাদা, অনেক দুঃখ দিয়েছি তোমায়, আর দুঃখ দেব না। আমি হিন্দুর বিধবা, দুঃখ আমার চিরসাথী। কিন্তু আমার জন্য তোমাকে আমি নিঃস্ব করব না।

গণপতি। তার অর্থ?

ছবি। আমার ঘরে ঠাঁই দিলে সমাজ তোমাকে ত্যাগ করবে। কেউ তোমার সঙ্গে কথা কইবে না, সুখে দুঃখে কাকেও তুমি কাছে পাবে না, কোন মেয়ের বাপ্ তোমাকে মেয়েও দেবে না।

গণপতি। বাচালতা রাখ্ ছবি! আমি সংসারী হব না, সমাজেও আমার কোন প্রয়োজন নেই। বিশ্বসংসার একদিকে, আর তুই আমার একদিকে। আমি সংসারটাকে ত্যাগ করব, তবু তোকে নয়।

ছবি। তুমি দেখ নি দাদা হিন্দু সমাজের নির্য্যাতন। এ তুমি সইতে পারবে না।

গণপতি। না পারি, হিন্দুধর্ম্মটাই ত্যাগ করব, তবু তোকে নয়।

মোবারকের প্রবেশ।

মোবারক। ছবি, একটা দড়ি নিয়ে আয়ত, তোর দাদাকে বাঁধব।

ছবি। বাঁধবে কেন?

মোবারক। পাগল হয়েছে দেখছিস্ না? নইলে ধর্ম্ম ত্যাগ করতে চায়?

গণপতি। মোবারক, কেউ না বললেও আমি জানি, তুমিই ছবিকে উদ্ধার করেছ। তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার নেই।

মোবারক। কৃতজ্ঞতা শোনবার সময় আমারও নেই। তুমি কতকগুলো শব্দ বাছাই করে রাখ, আমি পরে এসে শুনব। ছবি তুমি তাড়াতাড়ি ঠাকুর পুজো সেরে নাও। আর যে ঘরটা আমি তালাবন্ধ করে গিয়েছিলাম, সে ঘরখানা খুলে রাখ।

ছবি। কেন?

মোবারক। সেই পায়ের দাগটা জাঁহাপনাকে দেখাব।

ছবি। নবাবকে! কোথায় তিনি?

মোবারক। আসছেন।

ছবি। নবাব আসছেন আমাদের ঘরে! সে কি? স্বয়ং নবাব এই দীন দুঃখীর কুটিরে!

ছদ্মবেশে দায়ুদ খাঁর প্রবেশ।

দায়ুদ। কেন মা? তোমাদের নবাব কি শুধু ধনীরই নবাব, দীন দুঃখীর কেউ নয়? আমার আশমান যদি গরীবের বউ হয়, তার ঘরে কি আমি আসব না?

ছবি। না বুঝে অন্যায় করেছি জনাব! মহানুভব বঙ্গেশ্বর, আপনি এত বড় যে সাধারণের মাপকাঠিতে আপনাকে মাপা যায় না। বাঙালীর অপরিসীম দুঃখ, অফুরন্ত সমস্যা; তবু সে ভাগ্যবান যে আপনি তাদের ভাগ্যবিধাতা। ভগবান আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন।

দায়ুদ। কি গণপতি, তুমি নীরব যে।

গণপতি। আমি ভাবতে পাচ্ছি না, সত্যই কি বঙ্গেশ্বর আমার ঘরে—

দায়ুদ। ঘরে ত এখনো যাই নি গণপতি,—এখনও ত বাইরেই দাঁড়িয়ে আছি।

ছবি। আসুন জাঁহাপনা,—

দায়ুদ। এই দেখ মোবারক, "জাঁহাপনা" বললে কি করে যাই বল ত? হিন্দুর ঘর, আমি মুসলমান,—

ছবি। না বাবা, আপনি মুসলমান নন আমরাও হিন্দু নই। আমরা সন্তান, আপনি আমাদের পিতা।

দায়ুদ। তুমি ঠিক বলেছ মোবারক, এ বেটী যাদু জানে। আচ্ছা, তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আমার মেয়ের ঘরখানা দেখে আসি।

মোবারক। [ছবিকে চাবি দিল] ঘর খুলে দাও।

[দায়ুদ খাঁ ও ছবির প্রস্থান।

গণপতি। নবাব কেন এসেছেন মোবারক?

মোবারক। তদন্ত করতে।

গণপতি। মোবারক,—

মোবারক। তুমি যেন কি কল্পনা কর্‌ছো গণপতি।

গণপতি। মোবারক, হিন্দু-সমাজ আমায় ত্যাগ করেছে। আমার ঘরে কেউ আসবে না, আমি মরে গেলেও কেউ আমার মৃতদেহ স্পর্শ কর্‌বে না।

মোবারক। মরেই যদি যাও, পোড়াবার জন্য ব্রাহ্মণের অভাব হবে না।

গণপতি। দুঃখের এই ত আরম্ভ। ঘাটে পথে ছবিকে দেখে সবাই ব্যঙ্গ কর্‌বে।

মোবারক। কাণে তুলো দিয়ে থাকবে।

গণপতি। হিন্দু-সমাজের নিষ্ঠুরতা অনেক দেখ্‌লুম, আরও অনেক দেখতে বাকী। বিনাদোষে ছবিকে কেউ অপমান করবে, এ আমি সইতে পারব না।

মোবারক। অতএব হিন্দুধর্ম্ম রসাতলে যাক্, তুমি কলমা পড়ে মুসলমান হবে। দেখ, আমাদের ধর্ম্মকে ভালবেসে তুমি যদি গ্রহণ করতে, আমরা মহানন্দে তোমায় বরণ করে নিতুম। কিন্তু চোরের উপর রাগ করে তোমায় আমি পাতায় ভাত খেতে দেব না। এতে তোমারও মঙ্গল নেই, ইসলামেরও মঙ্গল নেই।

গণপতি। মোবারক,—

মোবারক। ওরে পাগল, স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয় পরধর্ম্ম ভয়াবহ।

[প্রস্থান।

গণপতি। এরই নাম মানুষ।

গীতকণ্ঠে ভিক্ষুকের প্রবেশ।

ভিক্ষুক। গীত ;

ও বন্ধু রে,
এ জীবনে মিলল না আর কূল।
ভুল করে হায় যতই ঠেকি, ততই আরও করি ভুল।
আমায় চোখে ঝরালি তুই যতখানি পানি,
আমি তোরে ভালবেসে মলছি ততখানি,
জাল ছাড়াতে যত যে চাই,
দিনে দিনে আরও জড়াই,
মন বাঁধিতে যতই সাধি, ততই মনে ফোটে হুল।

গণপতি। তুমি বলতে পার ভিক্ষুক, হিন্দুধর্ম্ম বড় না ইসলাম বড় ?

ভিক্ষুক। দুই-বড় ঠাকুর, দুই-ই বড় ; রাজার কাছে রাণী, কাণার কাছে কাণী।

গণপতি। চল ভিক্ষে নেবে। [উভয়ের প্রস্থান।

—:০:—

চতুর্থ দৃশ্য।

দরবার।

দায়ুদ খাঁ, নাসির খাঁ ও বাহাদুরের প্রবেশ।

দায়ুদ। তাহলে তুমি গণপতির ভগ্নীকে উদ্ধার করতে পার নি?

নাসির। না পিতা। আমি তার সন্ধান পেয়েছিলাম; কিন্তু সে ধরা দিলে না।

দায়ুদ। কোথায় তাকে দেখলে?

নাসির। বাঙ্‌লার বাইরে এক নির্জ্জন বাগানবাড়ীতে।

দায়ুদ। কার বাগানবাড়ী?

নাসির। তা জানি না পিতা। তবে সেখানে আমাদের একজন রাজকর্ম্মচারীকে দেখলাম।

দায়ুদ। আমাদের রাজকর্ম্মচারী! কে?

নাসির। মনসবদার মোবারক আলি।

বাহাদুর। আমি আগেই একথা বুঝেছিলাম।

দায়ুদ। বুদ্ধিমান বাহাদুর খাঁ সব কথাই আগে বোঝেন।

বাহাদুর। তুমি সেই শয়তানটাকে বেঁধে আনলে না কেন নাসির? এমনি করেই সে মেয়েটাকে উদ্ধার করতে গেছে? ছি-ছি-ছি, জাঁহাপনার অখণ্ড বিশ্বাসের এই প্রতিদান?

বুলবুলের প্রবেশ।

বুলবুল। আমাকে ডাকছিলে বাবা?

দায়ুদ। হ্যাঁ বাবা। তোমার মা আর দিদিকে চিকের আড়ালে দাঁড়াতে বল।

বুলবুল। কেন বাবা?

দায়ুদ। দরবারে আজ ভানুমতীর খেল্ হবে।

নাসির। ভানুমতীর খেল্!

বুলবুল। আমি তাহলে একুনি ডেকে আনছি বাবা। ফুরিয়ে যায় না যেন। [প্রস্থান।

দায়ুদ। তাহলে ছবি এলো না?

বাহাদুর। আসতে চাইলেও মোবারক আস্‌তে দিত না। আমি জানি, মোবারকের চরিত্র অত্যন্ত নিন্দনীয়।

দায়ুদ। তুমিও বোধহয় জান্‌তে নাসির খাঁ?

নাসির। হ্যাঁ পিতা।

দায়ুদ। তোমরা একথা আমাকে এতদিন জানাও নি কেন?

নাসির। আপনি আমাদের কোন কথাই বিশ্বাস করেন না।

দায়ুদ। বাদশাহী সৈন্ত কোন পথে রাজমহলে গেল, জান?

নাসির। আমি কি করে জানব পিতা? আমি এই মেয়েটির সন্ধানে দিবানিশি পাগল হয়ে ছুটেছি, আর কোন কথাই আমার ভাববার অবসর ছিল না।

দায়ুদ। বাহাদুর জান?

বাহাদুর। না জাঁহাপনা!

দায়ুদ। আলি মনসুর কোথায়, তাও জান না নাসির খাঁ?

নাসির। না পিতা।

দায়ুদ। হুঁ,—তাহলে অপরাধী মোবারক?

নাসির। এতে কি আপনার কোন সন্দেহ আছে পিতা?

দায়ুদ। না। শাহাজাদা যদি বলেন, সূর্য্য পশ্চিম দিকে উঠেছে, নিশ্চয়ই তাই হবে। যে মন্দির থেকে এক ফকির ছবিকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, সে মন্দির তুমি দেখেছ নাসির?

নাসির। না পিতা, আমি একথা জানি না, জান্‌লেও মুসলমান হয়ে সেখানে প্রবেশ করতুম না।

দায়ুদ। কিন্তু মুসলমান ত সে মন্দিরে প্রবেশ করেছে নাসির খাঁ।

নাসির। করতে পারে—মোবারক।

দায়ুদ। মোবারক ছাড়া আরও দু'জন।

নাসির। কে?

দায়ুদ। একজন বাঙ্‌লার নবাব দায়ুদ খাঁ।

বাহাদুর। আপনি! আপনার সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্য?

দায়ুদ। এই তদন্ত করা।

বাহাদুর। তদন্ত করে নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পেরেছেন যে মোবারক,—

দায়ুদ। মোবারক নয়; দেখলুম একটি পদচিহ্ন।

নাসির। }
বাহাদুর। } কার?

দায়ুদ। [উঠিলেন] মহামান্য শাহাজাদা নাসির খাঁর।

নাসির। আমার!

মোবারকের প্রবেশ।

মোবারক। হ্যাঁ শাহাজাদা, আপনার। আপনি নিশ্চয়ই জুতো খুলে নিঃশব্দে কক্ষে প্রবেশ করেছিলেন। পায়ের আঙুলের কথা তখন মনে ছিল না। এখনো সে পদচিহ্ন অবিকৃত আছে। ইচ্ছা করলে আপনি তার সঙ্গে আপনার আঙুল কাটা পা মিলিয়ে নিতে পারেন।

নাসির। এ তোমার ষড়যন্ত্র মোবারক। আমি সর্ব্বসমক্ষে বলছি, তুমিই তাকে নিয়ে উধাও হয়েছিলে।

মোবারক। ছবিকে দরবারে আনব?

নাসির। কলঙ্কিনী নারীর কোন কথাই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

দায়ুদ। কলঙ্কিনী নারী! আর তুমি নিষ্কলঙ্ক সাধুপুরুষ! আমার শত্রু, বাঙ্‌লার শত্রু, আলি মনসুরের বজরায় কোন্ ফকির ছবিকে ধর্মের বাণী শোনাতে গিয়েছিল?

নাসির। আপনি এ কি বলছেন?

দায়ুদ। পার তুমি অস্বীকার করতে যে বাঙ্‌লার মসনদের লোভে তুমি পিতৃশত্রু দেশের শত্রু বাদশাহী ফৌজের সঙ্গে যোগ দিয়েছ? পার অস্বীকার করতে যে মুনীম খাঁকে খুশী করবার জন্য তুমি তোমার দেশের মেয়ে, তোমার এক ভগ্নীকে তার কাছে আহুতি দিতে পাঠিয়েছ?

মোবারক। আমি যখন তাকে নিয়ে নদীর মধ্যে ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলাম, আপনিই তখন বজরা থেকে আমাদের বহুবার গুলি করেছেন।

নাসির। সব মিথ্যা কথা।

মোবারক। মিথ্যা বলছেন আপনি। ভেবেছিলেন, আমি বেঁচে থাকলেও ছবি বেঁচে নেই; আর তার ঘরে আপনার পাপের যে এমন অকাট্য প্রমাণ পড়ে আছে, তাও আপনার জানা ছিল না। তাই জাঁহাপনার কাছে একটা আষাঢ়ে গল্প ফেঁদে বসেছিলেন। কিন্তু খোদা ত অন্ধ নন, পাপের আগুন ত ছাইচাপা থাকে না।

বাহাদুর। থাকে না বলেই তোমার এই অভিনয় জাঁহাপনার কাছে চলবে না।

দায়ুদ। আমি সব কথা উড়িয়ে দিতে পারি। কিন্তু আমি স্বচক্ষে যে পাপের দাগ দেখে এলাম, বল হে সত্যসন্ধ পুরুষ, তাকেও কি আমি স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দিতে পারি?

নাসির। আপনি যেমন তদন্ত করতে সেখানে গিয়েছিলেন, আমিও হয়ত—

সহসা অবগুণ্ঠিতা আশমানের প্রবেশ।

আশমান। তুমি হয়ত' কি দাদা?

বাহাদুর। হয়ত' তদন্ত করতেই গিয়েছিলেন।

আশমান। চোরের সাক্ষী মাতাল। [চাবুক মারিলেন, মোবারক তাহা নিজের হাতে গ্রহণ করিলেন]

মোবারক। একি শাহাজাদী? ছি! দরবারে নারীর স্থান নেই।

[চাবুক ফেলিয়া আশমানের প্রস্থান; যাওয়ার সময় একবার মুখ খুলিয়া মোবারকের আহত হাতের দিকে চাহিয়া গেল]

মোবারক। [স্বগত] একি, বাঁদী!

দায়ুদ। বলছো বটে মোবারক, কিন্তু আজ আশমানের চেয়ে বেশী দুঃখ কারও নয়।

বাহাদুর। জাঁহাপনা! আমি বলতে চাই—

দায়ুদ। আরও বলতে চাও? স্বাধীন বাঙলার মান যে পরের হাতে এমনি করে তুলে দিতে চায়, তুচ্ছ একটা মসনদের জন্ত ঘরের মেয়েকে যে পরের হাতে তুলে দিতে দ্বিধা করে না, সেই দেশদ্রোহী লম্পট বেইমানের উপযুক্ত শাস্তি কি, তোমরা কেউ বলতে পার?

মোবারক। শাহাজাদা! সাফাই গেয়ে আর লাভ নেই। অনুতপ্ত হয়ে জাঁহাপনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করুন,—মনে প্রাণে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করুন, জাঁহাপনা নিশ্চয়ই আপনাকে ক্ষমা করবেন।

দায়ুদ। ক্ষমা মোবারক?

মোবারক। মানুষ মাত্রই ভ্রান্ত। ভুল করে যে অনুতপ্ত হয়, তাকে সংশোধনের সুযোগ অবশ্যই দিতে হবে জাঁহাপনা। প্রবল শত্রু

পঙ্গপালের মত বাঙ্‌লার বুকের উপর এসে ছড়িয়ে পড়েছে। এই শিশু-রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্ত বাঙ্‌লার প্রত্যেক নর-নারী, প্রতিটী যুবক, বৃদ্ধ যদি বুকের রক্ত ঢেলে না দেয়, কে রোধ করবে তার অকাল-মৃত্যু? কে অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বে স্বাধীন বাঙ্‌লার জাতীয় নিশান? হে বাঙ্‌লার ভাবী ভাগ্যবিধাতা! বাঙ্‌লার এই নগণ্য প্রজা নতজানু হয়ে প্রার্থনা করছে, আপনি যথার্থ মানুষ হয়ে আমাদের মাঝখানে ফিরে আসুন।

নাসির। যাও, যাও, আমি কোন অন্তায় করি নি। সব তোমার ষড়যন্ত্র।

দায়ুদ। হবে না, মোবারক, হবে না; পশু হয়ে যে জন্মেছে, সে আর মানুষ হ্‌বে না। আমি ওকে বুঝিয়ে দেব যে নবাবের পুত্র হলেই সব কিছু করা যায় না, বুঝিয়ে দেব যে দায়ুদ খাঁর কাছে জন্মের দাবীর কোন মূল্য নেই। ব'ল, এই দেশদ্রোহী লম্পটের কি শাস্তি প্রাপ্য?

আশমান। [নেপথ্যে] প্রাণদণ্ড।

দায়ুদ। শুনছ? তোমার সহোদরা ভগ্নী আশমানও তোমার প্রাণদণ্ড চায়। মোবারক,—নগরে ঘোষণা করে দাও, কাল প্রত্যুষে প্রকাশ্যে প্রাসাদ তোরণের সম্মুখে দায়ুদ খাঁ নিজের হাতে তার কলঙ্কী পুত্রের শিরশ্ছেদ করবে।

বাহাদুর। আমার একটা কথা ছিল জাঁহাপনা,—

দায়ুদ। শুনব না।

মোবারক। আমার একটা অনুরোধ।

দায়ুদ। রাখব না।

গণপতির প্রবেশ।

গণপতি। জাঁহাপনা,—

দায়ুদ। কি, ক্ষমা? হবে না।

গণপতি। না হয়, লঘুদণ্ড দিন। আমাদের জন্ত জাঁহাপনা নিজেকে পুত্রহীন করবেন না।

দায়ুদ। পুত্র কে ব্রাহ্মণ? তোমাদের শাস্ত্রে বলেছে, পুন্নাম নরক থেকে যে টেনে তোলে, তারই নাম পুত্র। তোমার বুদ্ধি দিয়ে দেখ দেখি, এই পুত্র আমাকে বেহেস্তে টেনে তুলবে, না দোজাকে টেনে আনবে?

গণপতি। শাহাজাদা, আপনার কি কোন কর্ত্তব্য নেই?

নাসির। যাও, যাও, আমাকে কর্ত্তব্য শেখাতে হবে না।

দায়ুদ। এত বড় অপরাধের একমাত্র শাস্তি প্রাণদণ্ড।

ছবির প্রবেশ।

ছবি। আমি যদি বলি, শাহাজাদাকে আমি ক্ষমা করেছি?

দায়ুদ। আমি ত ক্ষমা করি নি মা! নালিশ শুধু তোমার নয়, আমার সমগ্র বাঙ্‌লার।

ছবি। কিন্তু শাহাজাদা ত আমাকে ঘর থেকে নিয়ে যান নি।

দায়ুদ। তা জানি। চুরি করা আর চুরির সুযোগ গ্রহণ করা —একই কথা। তারা মরেছে, এও মরবে। রক্ষি,—[রক্ষীর প্রবেশ।] শৃঙ্খলিত কর।

নাসির। পিতা,—

দায়ুদ। চুপ! [রক্ষী নাসিরকে শৃঙ্খলিত করিল] নিয়ে যাও; অন্ধকার কারাগারে পিঠমোড়া করে বেঁধে রাখ্‌বে। কাল প্রত্যুষেই শিরশ্ছেদ।

নাসির। আমি যদি মুসলমান হই, মরার আগেই এর প্রতিশোধ নেব।   [রক্ষীসহ প্রস্থান।

ছবি। এ আপনি কি করলেন জাঁহাপনা?

দায়ুদ। ঠিকই করেছি মা। যে অঙ্গ পচে গেছে, তাকে ছেদন করাই ভাল, নইলে গোটা দেহটাই যাবে।

মোবারক। কিন্তু,—

দায়ুদ। আর কিন্তু নয়; সৈন্য চালনা কর। এ যুদ্ধে তুমিই আমার সিপাহশালার।

মোবারক। }
বাহাদুর। } জাঁহাপনা,—

দায়ুদ। বাহাদুর খাঁ যদি ইচ্ছা করেন, এবার মনসবদারী গ্রহণ করতে পারেন।

বাহাদুর। মোবারক সিপাহশালার আর আমি একটা মনসবদার! ভেবে দেখি।

[প্রস্থান।

দায়ুদ। দেরী করো না মোবারক।

মোবারক। বান্দাকে অযাচিত পুরস্কার দিয়ে আপনি শত্রুর সংখ্যা বাড়িয়ে তুললেন জাঁহাপনা। আশা করি, আর একবার ভেবে দেখবেন। [প্রস্থান।

গণপতি। আমাকেও একখানা অস্ত্র দিন জাঁহাপনা। আমি যুদ্ধ করব।

দায়ুদ। উত্তম; সিপাহশালারের কাছে অস্ত্র চেয়ে নিও।

গণপতি। আর ছবি।

ছবি। কি যে বলব আপনাকে, বুঝতে পারছি না।

দায়ুদ। বড় দুষ্ট ছেলে আমি, মা? মা ত দুষ্ট ছেলেকেই বেশী ভালবাসে মা।

ছবি। তা বলে এত দুষ্টুমি ভাল নয়।

গণপতি। বিদায় জাঁহাপনা!

[ছবিসহ প্রস্থান।

দায়ুদ। চল দায়ুদ খাঁ, এগিয়ে চল। রাজমহল! রাজমহল! কে জানে, কি আছে রাজমহলে,—জীবনের সূর্য্যালোক, না মৃত্যুর নিকষ কালো অন্ধকার! ওড় তুমি স্বাধীন বাঙ্‌লার জাতীয় নিশান; দুদিন পরে শত্রু এসে হয়ত তোমাকে টেনে ফেলে দেবে। তবু এ কদিন মহানন্দে উড়তে থাক। ধুলোয় যদি মিশে যাও, সেইখান থেকে পথিকদের ডেকে বলো,—বাঙ্‌লার শেষ পাঠান নবাব দায়ুদ খাঁ প্রাণ দিয়েছে, তবু মান দেয় নি। [পতাকা অভিবাদন]

গীতকণ্ঠে ফকিরের প্রবেশ।

ফকির। গীত।

বাঙ্‌লা মায়ের দামাল ছেলে এগিয়ে চল্‌, এগিয়ে চল্‌।
বাধার যত কাঁকর কাঁটা আগে চলার নেশায় দল।
পরিণাম? সে খোদার হাতে, নিশান তুলে নে,
বাঙালী যে মরদ্‌ মরা, মরেই বলে দে,
পায়ের নফর জীবন মরণ যে আসুক তার করিস্ বরণ,
সবাই যেন রাখে স্মরণ বাঙালী নয় হীনবল,
এগিয়ে চল্‌।

দায়ুদ। রাজমহল, রাজমহল—

[ফকিরসহ প্রস্থান।

—:০:—

সারী—কেউ বলছে না যে মোবারক তুদের পর। শাহানশাহ আকবরের দীন ইলাহি ধর্মের প্রধান ধর্মযাজক দেখছি এই বাঙ্‌লার মাটিতে।

আলি। তাহলে কাল যুদ্ধ?

মুনীম। হ্যাঁ। অবশ্য আমি আবার দায়ুদ খাঁর শিবিরে দূত পাঠিয়েছি।

আলি। আপনাকে যে ফিরিয়ে দিয়েছে, তার কাছে আবার দূত! এতে কি আপনার অসম্মান হচ্ছে না?

মুনীম। তা হচ্ছে। কিন্তু আমার একটুখানি অসম্মানের বিনিময়ে এমন দুজন বন্ধু যদি পাওয়া যায়, আর এমন সুন্দর একটা দেশ যদি রক্তস্নানের হাত থেকে রক্ষা পায়, তার চেয়ে বাঞ্ছনীয় কি আছে আলি মনসুর? চল্লিশ হাজার সৈন্য দিয়ে বাঙ্‌লাকে আমি চষে ফেলতে পারি; কিন্তু যুদ্ধ না করেই যদি জয় করতে পারি, সে কি আরও ভাল নয়?

নাসির খাঁর প্রবেশ।

নাসির। সে আশা পূর্ণ হবে না খাঁ সাহেব; আপনার দূত ফিরে আসছে।

মুনীম। বাঙ্‌লার দুর্ভাগ্য, দিল্লীশ্বরেরও দুর্ভাগ্য।

আলি। তাহলে শাহাজাদা আমাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত?

নাসির। সর্ব্বান্তঃকরণে।

আলি। কথাটা আজই পরিষ্কার হয়ে যাক্। আপনি কি সর্ত্তে আমাদের সাহায্য করতে চান?

মুনীম। সে কথা পরেই শোনা যাবে। তুমি সেই বান্দা আর বাঁদীকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও; আমি তাদের বিচার করব।

আলি। বিচার আর কি? প্রাণদণ্ড ছাড়া তাদের কোন শাস্তি হতে পারে না। বেইমান, নেমকহারামের দল। [প্রস্থান।

মুনীম। এইবার বলুন শাহজাদা, কি চাই আপনার।

নাসির। মোবারকের শির আর বাঙ্‌লার মসনদ।

মুনীম। মোবারকের কাঁধের উপর যতক্ষণ মাথা থাকবে, ততক্ষণ বাঙ্‌লার মসনদ দাযুদ খাঁরই থাকবে। তার মাথাটা যদি পাই, বাঙ্‌লার মসনদও পাব। আপনার উপর রাজ্যের ভার দিতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু আপনাকে কোরাণ স্পর্শ করে শপথ করতে হবে।

নাসির। কি শপথ?

মুনীম। ভুলেও কখনও সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করবেন না; আর মনে রাখবেন, আপনি আগে মানুষ, তারপর মুসলমান।

নাসির। হিন্দু আর মুসলমানে কোন প্রভেদ থাকবে না?

মুনীম। কিছুমাত্র না।

নাসির। বেশ, আমি প্রস্তুত।

মুনীম। সম্রাটের নামে আমি শাহাজাদাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করলাম। যান শাহাজাদা, কিছুক্ষণ পরেই আপনি আমার নির্দ্দেশ পাবেন।

নাসির। সিপাহশালার মুনীম খাঁর জয় হোক। [প্রস্থান।

মুনীম। অপদার্থ! তুচ্ছ একটা মসনদের জন্য যে এমন সদাশয় পিতাকে ত্যাগ করে, দেশের স্বাধীনতা যে হেলায় বিদেশীর হাতে বিলিয়ে দিতে চায়, ঘরের মেয়েকে পরের কামনানলে আহুতি দিতে প্রাণ যার টলে না, তাকে মানুষ বলে মুনীম খাঁ স্বীকার করে না। আমি গোখরো সাপকে বিশ্বাস করব, তবু এই নাসির খাঁকে নয়।

রক্ষিসহ বন্দী বান্দা ও বাঁদীর প্রবেশ।

[রক্ষীর প্রস্থান।

বান্দা। }
বাঁদী। } বন্দে গি হুজুরালি!

মুনীম। তোমরা বাঙালী?

বান্দা। জী।

মুনীম। মোবারককে এখানে এনেছিল কে?

বাঁদী। জানি না।

মুনীম। নিশ্চয়ই জান। এ তোমাদেরই ষড়যন্ত্র।

বান্দা। }
বাঁদী। } না হুজুর।

মুনীম। না? বজরার দড়ী কেটে দিয়েছিল কে?

বান্দা। মোবারক নিজেই কেটেছিল।

মুনীম। তুমি দেখেছ?

বান্দা। হ্যাঁ।

মুনীম। তখন জানাওনি কেন?

বান্দা। জানালে আমাকেও কাটত।

মুনীম। বাধা দেবার চেষ্টাও করনি?

বান্দা। না।

মুনীম। কেন? দ্বার রক্ষার ভার ত তোমাদের উপরেই ছিল।

বাঁদী। দ্বার রক্ষা করতে গেলে আর মাথা রক্ষা করতে হত না। তাই দ্বার ছেড়ে মাথাই রেখেছি হুজুর।

মুনীম। এত যাদের মাথার দরদ, তারা গোলামি করবে কেন?

বান্দা। পেট রক্ষার জন্তে।

মুনীম। মোবারক যখন বন্দিনীকে নিয়ে পালিয়ে গেল, তখন তোমরা কোথায় ছিলে?

বাঁদী। ছাউনির উপরে বসে খোদাকে ডাকছিলুম, যেন ওরা ধরা না পড়ে।

মুনীম। তারপর আলি মনসুরকে গুলি করে নদীতে ফেলে দিয়েছিলে ?

বাঁদী। গুলি নয় হুজুর, লাথি।

মুনীম। কে মেরেছিল ?

বাঁদী। আমি।

বান্দা। না হুজুর, আমি।

মুনীম। সত্য বল।

বান্দা। } সত্যই বলছি।
বাঁদী। }

মুনীম। এত বড় দুঃসাহস তোমাদের ?

বান্দা। } আজ্ঞে হ্যাঁ।
বাঁদী। }

মুনীম। তোমরা তাহলে বন্দিনীর মুক্তি চেয়েছিলে ?

বান্দা। হুজুর ত সবই বোঝেন, আর লজ্জা দেন কেন ?

মুনীম। লজ্জা তোমাদের আছে ?

বান্দা। আমার নেই, ওর আছে। মেয়েছেলে কিনা।

বাঁদী। হুজুর ; গর্দান যখন যাবেই, তখন বলেই ফেলি, মোবারক যদি না আসত, ওই হিন্দুর মেয়েটাকে আমিই সরিয়ে দিতুম।

বান্দা। আমার কথা তুই বলছিস্ কেন ?

বাঁদী। দূর মড়া।

মুনীম। জান, তোমরা কত বড় অপরাধ করেছ ?

বান্দা। আজ্ঞে না।

মুনীম। একটা হিন্দুর মেয়ের জন্য এত তোমাদের কিসের দরদ ?

বান্দা। মেয়েছেলে কিনা ?

বাঁদী। তার উপর বাঙালী।

মুনীম। তোমরা তোমাদের ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত নও?

বান্দা। না। অনুতপ্ত বরং এইজন্যে যে এতদিন কাছে কাছে থেকেও আলি মনস্থুরকে বিষ খাইয়ে মারতে পারি নি।

বাঁদী। মড়া লাথি খেয়ে জলে পড়ে গেল; ভাবলুম, আর উঠবে না। পোড়ামুখো জেলের নৌকো এসে টেনে তুললে।

মুনীম। তার উপর তোমাদের এত রাগ কেন?

বান্দা। অনেক পাপ সে করেছে হুজুর! আমি যদি নবাব হতুম, ওকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলতুম।

বাঁদী। ওরই দোষে সোনার বাঙ্‌লা আজ মরণের মুখে।

বান্দা। এ দেশে হিন্দু মুসলমান ভাইয়ের মত পাশাপাশি বাস করে; এই লোকটা ধূমকেতুর মত তাদের মাঝখানে এসে সব তচনচ করে দিয়েছে। হুজুর! গর্দ্দান যাবে, তাতে ত দুঃখু নেই; দুঃখু এই, আমি যাব বেহেস্তে আর এ ব্যাটা যাবে জাহান্নামে; ওর সাজাটা আর চোখে দেখতে পাব না।

মুনীম। আচ্ছা, তাহলে তোমরা বেহেস্তেই যাও। মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমাদের কোন প্রার্থনা আছে?

বান্দা। প্রার্থনা আর কি? হুজুর যদি দিল্লী থেকে লাড্ডু এনে থাকেন,—গোটা পঞ্চাশেক দিন, খেতে খেতে চলে যাই।

মুনীম। তোমার প্রার্থনা কি?

বাঁদী। আমার প্রার্থনা?

গীত:

যত মোর ভাই-বোন বাঙ্‌লার আঙিনায়,
সুখে থাক, সুখে থাক গৌরব গরিমায়।

বাঙ্‌লার আকাশে শশী আর রবিটি,
ফুটে থাক পাশাপাশি পটে যেন ছবিটি,
খোদা আর ভগবান্, হিন্দু-মুসলমান,—
কেউ যেন মারে না গো ছুরি কারও কলিজায়।

বান্দা। তুই কাঁদছিস্? কাঁদিস নি, খোদা তোর প্রার্থনা শুনবেন।

মুনীম। আবদুল,—

রক্ষীর প্রবেশ।

রক্ষী। হুজুর,—

মুনীম। এই কুকুর দুটোকে মোল্লার বাড়ীতে নিয়ে যা। মোল্লাকে বলবি যেন আজই এদের বিয়ে দিয়ে দেয়। তারপর এদের নগরের বাইরে নিয়ে গিয়ে—

রক্ষী। কেটে ফেল্‌ব?

মুনীম। হ্যাঁ, কেটে ফেলবি। এদের নয়; এদের একটা বাড়ী আর লাঙ্গল কিনে দিবি, আর কেটে ফেলবি তাকে, যে এদের গায়ে কাঁটার আঁচড় দেবে।

[হাতের অঙ্গুরী খুলিয়া রক্ষীকে দিয়া প্রস্থান।

রক্ষী। চল্।

বান্দা। তাইত।

বাঁদী। বড় ভাবিয়ে তুললে।

বান্দা। শেষকালে তুই আমার জরু হবি?

বাঁদী। তুই হবি আমার গরু?

বান্দা। এর চেয়ে যে গলায় দড়ী দেওয়া ভাল ছিল। কি সর্ব্বনাশ হল রে বাবা?

বাঁদী। আগে জানলে আমি বিষ খেয়ে মরতুম। কি ছানাই বেড়ালে খেলে ?

রক্ষী। যাবি কি না বল্ ?

বান্দা। না গিয়ে কি উপায় আছে ?

বাঁদী। ভদ্রলোক যখন প্রাণটাই দিলে, তার কথাটা রাখতেই হবে।

রক্ষী। আয়।

[সকলের প্রস্থান।

—:•:—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রণস্থল।

মোবারক ও বাহাদুরের প্রবেশ।

মোবারক। তোমার পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে আমি না তোমায় শালবন ঘিরে রাখতে বলেছিলাম ? সে আদেশ পালিত হয় নি কেন বাহাদুর ?

বাহাদুর। আমি দেখলুম—

মোবারক। তুমি দেখলে যে শাহাজাদা দশ হাজার বিদ্রোহী সৈন্য নিয়ে শালবন অধিকার করতে আসছেন। শালবনের মধ্য থেকে তাঁকে কামান দাগবার সুযোগ দিয়ে তুমি সরে এসেছ।

বাহাদুর। এ আমার উপর অন্যায় অভিযোগ।

মোবারক। অন্যায় অভিযোগ! এ সাতদিন তুমি কি করেছ, তার হিসাব দিতে পার ?

বাহাদুর। হিসাব জাঁহাপনার কাছেই দেব।

মোবারক। না, আমার কাছেই দিতে হবে। শুষ্ক তৃণের মত তোমার পাঁচ হাজার সৈন্য শাহাজাদার গোলায় ছাই হয়ে গেল, অথচ একটা শত্রুসৈন্যের মাথা মাটিতে লুটিয়ে পড়্‌লো না। সৈন্য গুলোকে সম্মুখে এগিয়ে দিয়ে তুমি কি পেছনে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিলে? দশ হাজার সৈন্য শাহাজাদার সঙ্গে যোগ দিলে, পাঁচ হাজার সৈন্যকে তুমি তোপের মুখে ছেড়ে দিয়ে এলে। আবার আমার কাছে সৈন্য চাইতে এসেছ?

বাহাদুর। সৈন্য না পেলে আমি শালবন অধিকার করব কি করে?

মোবারক। অধিকার যখন হাতে ছিল তখন মুঠো আলগা করে দিয়েছ, আজ আবার নূতন করে অধিকার করতে চাও? এত বোকা আমি নই যে আবার তোমার হাতে পাঁচ হাজার সৈন্য ছেড়ে দেব।

বাহাদুর। সৈন্য না দিলে আমি যুদ্ধ করব কি নিয়ে?

মোবারক। তোমায় যুদ্ধ করতে হবে না। তুমি রণস্থল থেকে বেরিয়ে যাও।

বাহাদুর। কি?

মোবারক। তরবারি রাখ বেইমান।

বাহাদুর। কি বললে? আমি বেইমান? আমি স্বয়ং নবাবের ভ্রাতুষ্পুত্র, আমাকে এত বড় কথা বলতে তোমার সাহস হয়?

মোবারক। হয়। তুমি নবাবের গুরু হলেও আমি হাজারবার বলতুম,—তুমি বেইমান।

বাহাদুর। মোবারক,—

মোবারক। যাও, তরবারি রেখে শিবিরে গিয়ে নারীর মুখ ধ্যান কর গে; সাহস থাকে, আজ যুদ্ধের পরে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করো।

বাহাদুর। তোমার এ ঔদ্ধত্য আমি সহ্য করব না।

মোবারক। স্বেচ্ছায় যদি তরবারি না রাখ, আমি সৈন্যদের দিয়ে তোমার তরবাঁরি কেড়ে নেব। আর এই মুহূর্ত্তে যদি রণস্থল ত্যাগ না কর, আমি তোমাকে তোপের মুখে উড়িয়ে দেব।

বাহাদুর। ছিলে সহিস, হয়েছ সেনাপতি, তাই ধরাকে সরা জ্ঞান করছ। নইলে আমি নবাবের ভ্রাতুষ্পুত্র,—নবাবের পা-চাটা কুকুর তুমি, আমাকে অপমান করতে সাহস কর? যুদ্ধে যদি জয় হয়, এমনও হতে পারে, নবাব দায়ুদ খাঁর পরে আমিই হব বাঙলার নবাব।

মোবারক। তুমি যেদিন নবাব হবে, সেদিন যেন বাঙলায় সূর্য্য না ওঠে; এই মোবারক আলি তার আগেই তরবারি ফেলে দিয়ে দোকানদারি করবে। কিন্তু আর আমার সময় নেই। আমি এই শেষবার জিজ্ঞাসা করছি, তুমি অস্ত্র রাখবে কি না?

বাহাদুর। না।

দায়ুদ খাঁর প্রবেশ।

দায়ুদ। তাহলে মাথাটাই রেখে দাও, সিপাহশালার।

বাহাদুর। জাঁহাপনা আপনিও সমর্থন করেন একটা গোলামের হাতে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের অপমান?

দায়ুদ। বেইমান ভ্রাতুষ্পুত্রের চেয়ে বিশ্বস্ত গোলামের দাম অনেক বেশী।

বাহাদুর। আপনিও বলছেন বেইমান?

দায়ুদ। নাসির খাঁ দশ হাজার ফৌজ সরিয়ে নিয়ে প্রকাশ্যে বেইমানি করেছে, আর তুমি বন্ধুর মুখোস পরে গোপনে বেইমানি করেছ। যাও, শিবিরে বসে প্রেমের স্বপ্ন ভুলে গিয়ে নিজের শাস্তির কথা চিন্তা কর গে।

বাহাদুর। এই অপদার্থ সহিদকে নিয়েই যখন আপনার কাজ চলবে, তখন আমিও আর আপনাকে সাহায্য কর্‌তে চাই না।

[তরবারি ফেলিয়া প্রস্থান।

মোবারক। জাঁহাপনা,—

দায়ুদ। গলা কাঁপছে কেন মোবারক? আমি জানি, জয় আমাদের হবে না। মাত্র ত্রিশ হাজার সৈন্যের মধ্যে দশ হাজার নিলে নাসির খাঁ; পাঁচ হাজার বাহাদুর ভাগি দিলে। অবশিষ্ট যারা আছে, তাদের নিয়ে বাদশাহী ফৌজ হটিয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু এ দোষ তোমার নয়, আমার। বাহাদুরকে আমিই আবার মনসবদারি দিয়েছিলাম।

মোবারক। জাঁহাপনা—আমার একটা অনুরোধ ছিল।

দায়ুদ। বল মোবারক।

মোবারক। আমি সব ব্যবস্থা করেছি জাঁহাপনা; আপনি—আপনি—বাঙ্‌লা ছেড়ে চলে যান। যদি জয় হয়, আবার ফিরে আসবেন। আর যদি বাঙ্‌লা মোগলেরা অধিকার করে, একদিন শক্তি সংগ্রহ করে আপনি বাঙ্‌লার মসনদ অধিকার করবেন!

দায়ুদ। না মোবারক, মরি যদি, একসঙ্গেই মরব। দায়ুদ খাঁ রণস্থল থেকে পালিয়ে যেতে শেখে নি।

মোবারক। কিন্তু—

দায়ুদ। কিন্তু এখন থাক্। আগে শালবন অধিকার কর। আজ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই আমি একবার নাসির খাঁকে দেখতে চাই।

মোবারক। গণপতি,—

গণপতির প্রবেশ।

গণপতি। ডাকছ মোবারক?

মোবারক। মর্‌তে পারবে?

গণপতি। নিশ্চয়ই পারব।

মোবারক। দেখছ ওই শালবনের মধ্যে সৈন্য নিয়ে নাসির খাঁ কামান দাগছেন? পারবে ওই শালবন অধিকার করতে?

গণপতি। পারব কি না জানি না। তবে বিফল হয়ে ফিরে আসব না।

মোবারক। কত সৈন্য চাও?

গণপতি। মাত্র এক হাজার!

মোবারক। এস। [প্রস্থানোদ্যোগ] না গণপতি, তোমার যেতে হবে না, আমিই যাচ্ছি।

গণপতি। কেন মোবারক, অবিশ্বাস হচ্ছে?

দায়ুদ। অবিশ্বাস নয়, কিন্তু তোমার বেঁচে থাকার বড় প্রয়োজন। তুমি ফিরে যাও গণপতি।

গণপতি। জাঁহাপনা, আমি জানি, আমারই জন্য এ যুদ্ধ। সম্রাটের সঙ্গে আপনার এতদিন কোন শত্রুতা ছিল না। আমাকে উপলক্ষ্য করেই আপনারা একজন আর একজনের কাঁধের উপর তরবারি তুলেছেন। আপনারা প্রবল শত্রুর তোপের মুখে বুক পেতে দেবেন, আর আমি নিজের প্রাণটা নিয়ে পালিয়ে যাব, এত বড় অকৃতজ্ঞ আমি নই।

দায়ুদ। পুত্র যার বেইমান, ভ্রাতুষ্পুত্র যার নেমকহারাম, সে কারও কৃতজ্ঞতার দাবী করে না গণপতি। আমি শুধু ভাবছি, তুমি মরে গেলে ছবির কি হবে?

গণপতি। আপনি তার পিতা, মোবারক তার ভাই, তার জন্য আর আমার ভাবনা নেই জাঁহাপনা। চল মোবারক।

মোবারক। চল। [উভয়ের প্রস্থান।

দায়ুদ। নাসির খাঁ, নাসির খাঁ,—

প্রতাপের প্রবেশ।

প্রতাপ। আমায় ডেকেছিলেন জাঁহাপনা?

দায়ুদ। হ্যাঁ বাবা, তোমার পিতা তোমাকে নিতে এসেছেন। তুমি ফিরে যাও প্রতাপ।

প্রতাপ। বলেন কি? এখনও একটা মাথা নিতে পারি নি, এর মধ্যেই ফিরে যাব?

দায়ুদ। মাথা পরে নিও। আমি জানি, তোমার হাতে মোগলের অসংখ্য মাথা যাবে।

প্রতাপ। আমি যাব না।

দায়ুদ। যাও বাবা, অমত করো না। তোমার মধ্যে একটা মহাবীর ঘুমিয়ে আছে, তাকে আমি অকালে বিনষ্ট করব না। মত্ত মাতঙ্গের শক্তি নিয়ে সে একদিন জেগে উঠবে—তার পায়ের দাপে প্রবল রাজশক্তি কেঁপে উঠবে। সেদিনের জন্ম তুমি বেঁচে থাক প্রতাপ।

প্রতাপ। এ আপনি অন্যায় কথা বলছেন। আমি কি আপনার কোন উপকার করতে পারি না।

দায়ুদ। পার, কিন্তু তার চেয়ে বেশী উপকার করবে তুমি ভবিষ্যৎ বাঙ্‌লার। ফিরে যাও বৎস, বেঁচে থাক তুমি শতবর্ষ পরমায়ু নিয়ে। কোন প্রলোভনে তোমার বাঙ্‌লা মাকে তুমি ভুলো না। স্বাধীন বাঙ্‌লার জাতীয় নিশান যারা আজ ছিনিয়ে নিতে এসেছে, বাঙালীর রক্তে বাঙ্‌লার শ্যামল মাটি যারা রঞ্জিত করলে, তাদের তুমি ক্ষমা করো না, ক্ষমা করো না।

বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ।

বিক্রম। জাঁহাপনা,—

দাযুদ। নিয়ে যান রায় বিক্রমাদিত্য, প্রতাপকে নিয়ে আপনি যশোর চলে যান। আপনার ভাই বসন্ত রায়কে বলবেন, দাযুদ খাঁ তারই উপরে এই বালকের শিক্ষার ভার অর্পণ করে গেছে।

বিক্রম। এস প্রতাপ; আমি জানি, জাঁহাপনা মহান্! আপনার এ মহত্ত্ব—

দাযুদ। থাক্ বন্ধু, এ সময় আর তোষামোদ ভাল লাগে না। এই নিন যশোর পরগণার দানপত্র। [দানপত্র বাহির করিয়া দিলেন]

বিক্রম। জাঁহাপনার অসীম অনুগ্রহ। আপনার দয়ারই—

দাযুদ। বৃথা কষ্ট করবেন না রায়। এ দানের বিনিময়ে আমার একটা সর্ত্ত আছে।

বিক্রম। আদেশ করুন জাঁহাপনা, আমি শপথ করছি. আপনার আ'দশ আমি অমান্য করব না।

দাযুদ। আমার কন্যা ছবিকে আমি আপনার কাছেই পাঠিয়ে দেব, আপনি তাকে সসম্মানে আশ্রয় দেবেন রায়।

বিক্রম। আমাদের ছবি অর্থাৎ গণপতির বোনকে? সে কথা আপনার বলতে হবে কেন? সে ত আমারও মেয়ে। আমি যে তাকে কত স্নেহ—

দাযুদ। প্রতাপ,—

প্রতাপ। আমি মৃত্যুর পূর্ব্বে তাকে ত্যাগ করব না জনাব। কিন্তু আমি যাব কেন?

দাযুদ। থেকে আর কোন লাভ নেই প্রতাপ। মৃত্যু এগিয়ে আসছে। তুমি বেঁচে থাকলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি।

প্রতাপ। আপনি মরবেন কেন?

দাযুদ। অস্ত্রাঘাতে মানুষ তত মরে না যত মরে বেইমানির সর্পাঘাতে।

বিক্রম। তাহলে অনুমতি করুন, আমরা আসি। চল প্রতাপ।

প্রতাপ। জাঁহাপনা।

দায়ুদ। দুঃখ করো না বীর। আশীর্ব্বাদ করি তুমি মানুষ হও, তুমি বাঙলা মায়ের সুসন্তান হও।

[কুর্নিশ করিয়া বিক্রমাদিত্য ও প্রতাপের প্রস্থান। নেপথ্যে জয়ধ্বনি—
"জয় দিল্লীশ্বরের জয়"। "জয় স্বাধীন বাঙলার জয়"।]

দায়ুদ। নাসির খাঁ, নাসির খাঁ—   [প্রস্থান।

মুনীম খাঁ ও মোবারকের প্রবেশ।

মুনীম। সন্ধি কর মোবারক।

মোবারক। বাঙলার স্বাধীনতার বিনিময়ে? তা হয় না মুনীম খাঁ।

মুনীম। আমি কথা দিচ্ছি, তোমাদের অধীনতা হবে স্বাধীনতারই নামান্তর। একটা নাম মাত্র কর তোমরা পাঠিয়ে দেবে; কোন তহশীলদার আর তোমাদের বিরক্ত করতে আসবে না।

মোবারক। খাঁচাটা সোনার হলেও কারাগার ত বটে। আমরা মরব, তবু অধীনতা স্বীকার করব না।

মুনীম। কেন মরবে যুবক? এত বুদ্ধি বল কেন তুমি অকালে বিনষ্ট করবে? তুমি দায়ুদ খাঁকে ত্যাগ করে এস, আমি তোমাকেই বাঙলার মসনদে বসিয়ে যাব

মোবারক। মসনদের লোভে বেইমানি! মুনীম খাঁ, আমি সহিসের ছেলে, দায়ুদ খাঁর অনুগ্রহেই আমি আজ সিপাহশালার। আমার যদি দশটা মাথা থাকত, নবাবের জন্য আমি তাও দিতে পারতুম। কোন প্রলোভনেই আমি তাঁকে ত্যাগ করতে পারব না মুনীম খাঁ।

মুনীম। যদি তোমাকে আরও উচ্চপদ দেওয়া হয়, তবুও না?

মোবারক। দিল্লীর বাদশাহ নেমে এসে যদি আমাকে দিল্লীর মসনদে বসিয়ে দিতে চান, তবুও আমি বেইমানি করব না।

মুনীম। তুমি বাঙালী?

মোবারক। হ্যাঁ।

মুনীম। দিল্লী থেকে শুনে এসেছিলাম, ভেতো বাঙালী শুধু কাঁদতেই জানে। এখানে এসে দেখলাম, বাঙালী মাথা নিতেও জানে, দিতেও জানে। কিন্তু তোমার মত ডানপিটে বাঙালী কি আরও আছে?

মোবারক। হাজার হাজার।

মুনীম। দুর্ভাগ্য দায়ুদ খাঁর, দুর্ভাগ্য দিল্লীশ্বরের।

মোবারক। এস মুনীম খাঁ। [উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

আলি মনসুর ও সত্যপীরের প্রবেশ।

আলি। তোমাকে না সেদিন ধর্ম্মপ্রচার করতে দেখেছিলাম।

সত্যপীর। আমাকে নয়, সত্যপীরকে!

আলি। তুমি সত্যপীর নও?

সত্যপীর। না, আমি সত্যও নই, পীরও নই, আমি বাঙালী।

আলি। আরে তুমি অস্ত্র ধরতে শিখলে কবে?

সত্যপীর। তুমি যেদিন তহশীলদারি ছেড়ে তরবারি ধরেছ।

আলি। যুদ্ধ করতে পারবে তুমি?

সত্যপীর। তুমি যদি পার, আমি পারব না কেন?

আলি। যাও যাও, ধর্ম্মপ্রচার কর গে।

সত্যপীর। ধর্ম্মপ্রচারই করছি আলি মনসুর। বাড়ীতে যখন ডাকাত পড়ে, তখন কাঁসর ঘণ্টা বাজালে দেবতা এসে পেছনে দাঁড়ায় না, প্রাণপণে নমাজ পড়লেও কাটা মাথা জোড়া লাগে না, তখনকার ধর্ম্ম লাঠৌষধি।

আলি। আবার একটা নূতন ধর্ম্ম আবিষ্কার করেছ দেখছি। এ ধর্ম্মের নামটা কি?

সত্যপীর। দেশপ্রেম। আজ আমার আরাধ্য খোদাও নয়, ভগবানও নয়, জননী জন্মভূমি, একদিন এই ধর্ম্মেই সমগ্র বাঙ্‌লা অনুপ্রাণিত হবে, খোদা আর ভগবান্ সেদিন বাইরে এসে কলহ করবে না, সেদিন হিন্দু-মুসলমান থাকবে না, থাকবে শুধু বাঙালী। এই সম্মিলিত বাঙালীর দুর্ব্বার শক্তিতে হাজার হাজার সাম্রাজ্যবাদী দস্যু তৃণের মত উড়ে যাবে।

আলি। তার আগে তুমি ত মরবে।

সত্যপীর। আমি মরব, দায়ুদ খাঁ মরবে, মোবারক মরবে। কিন্তু আমাদের রক্তদান বৃথা যাবে না। একদিন বেহেস্ত থেকে আমরা দেখব, বাঙ্গালী জেগেছে, হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ দূরীভূত হয়েছে, সাতকোটি বাঙ্‌লার হিন্দু-মুসলমান একই মানব ধর্ম্মের অনু-প্রেরণায় গলাগলি করে এসে দাঁড়িয়েছে। [উভয়ের যুদ্ধ]

আলি। আরও সাধ আছে সত্যপীর?

সত্যপীর। রক্ত নে মা, রক্ত নে মা, তোর কুসন্তান এই নাস্তিকের রক্তে কালিমা তোর ধৌত হোক, মাটি তোর সরস হোক। জয়ের নিশান তুলে দাও সাম্রাজ্যবাদী মোগল। কিন্তু এ জয়, জয় নয়, একদিন এই মাটিতেই—

আলি। [অস্ত্রাঘাত]

সত্যপীর। আরও আঘাত, আরও আঘাত দাও। মরার আগে যতখানি পারি, আমি বাঙ্‌লার মাটিতে রক্ত ছড়িয়ে যাব। এ রক্ত হিন্দুর নয়, মুসলমানের নয়, বাঙালীর।

[প্রস্থান ; পশ্চাৎ আলি মনসুরের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

সমাধি।

পুষ্পস্তবক হস্তে আশমান ও ছবির প্রবেশ।

আশমান। ভাই, মানুষ মাত্রেই ভ্রান্ত; ভ্রমের বশে তুমিও অনেক অন্যায় করেছ। স্নেহময় পিতার হাতে প্রাণ দিয়ে তুমি তার প্রায়শ্চিত্ত করেছ নাসির! হে করুণাময়, হে সর্ব্বদর্শি দীন দুনিয়ার মালিক, আমার অভাগা ভাইকে ক্ষমা কর। [পুষ্পস্তবক সমাধির উপরে স্থাপন]

ছবি। নাসির, আমি তোমায় ক্ষমা করেছি, ঈশ্বরও তোমায় ক্ষমা করুন। [পুষ্পস্তবক সমাধির উপরে স্থাপন]

ফুলবেগমের প্রবেশ।

ফুলবেগম। তোরা কাঁদিস নে মা, কাঁদিস নে। শ্মশান আর সমাধির পুণ্যক্ষেত্র চোখের জলে কলঙ্কিত করিস নে। বাঙ্‌লার আকাশে আজ দুর্য্যোগের কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে; স্বাধীন বাঙ্‌লার জাতীয় নিশান আর বুঝি উড়বে না। যার যত দুঃখই থাক, আজ আর তা মুখে আনিস নে। আয় মা,—সবাই মিলে আমরা প্রার্থনা করি বাঙ্‌লার মঙ্গল হোক্।

আশমান। }
ছবি। } বাঙ্‌লার মঙ্গল হোক্।

গীতকণ্ঠে বুলবুল ও প্রতাপের প্রবেশ।

গীত।

বুলবুল। "বাঙ্‌লার মাটি, বাঙ্‌লার জল,
বাঙ্‌লার হাওয়া, বাঙ্‌লার ফল,
প্রতাপ। পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান।

বুলবুল। বাঙ্‌লার ঘর, বাঙ্‌লার হাট,
বাঙ্‌লার বন, বাঙ্‌লার মাঠ,

প্রতাপ। পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, হে ভগবান।

বুলবুল। বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা,
বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা,

প্রতাপ। সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক, হে ভগবান।

বুলবুল। বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন,
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন,

প্রতাপ। এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান।"

ফুলবেগম। ছবি,—

ছবি। মা,—

ফুলবেগম। প্রতাপ তোমায় নিতে এসেছে; আর ত সময় নেই মা।

প্রতাপ। আয় দিদি।

ছবি। দাদাকে একা ফেলে চলে যাব?

আশমান। তোমার দাদা আমারও দাদা। আমি তাঁকে দেখব। তুমি যাও দিদি।

ফুলবেগম। যাও মা। অনেক দুঃখ পেয়েছ তুমি; তোমার ঠাকুর তোমায় শান্তিদান করুন। কে কোথায় থাকব জানি না। যদি বেঁচে থাকি, তোকে আমি মনে রাখব মা। আশ্রয় যদি টুটে যায়, তোর এই মায়ের কাছে আসিস; সারা দুনিয়া তোকে ত্যাগ করলেও আমি তোর মা-ই থাকব।

ছবি। আসি আশমান, আসি ভাই বুলবুল।

বুলবুল। দিদি, আমরা হয়ত সবাই মরে যাব; বাঙ্‌লার কেউ হয়ত, এই পাঠানের বংশটাকে মনে রাখবে না। কিন্তু তুমি ভুলো না; তুমিও ভুলো না প্রতাপ।

ছবি। }
প্রতাপ। } ভুলব না।

ছবি। বাবার সঙ্গে দেখা হল না। তাঁকে বল আশমান, যুদ্ধে যদি জয় হয়,—আমাকে যেন আবার তাণ্ডায় নিয়ে আসেন। চল প্রতাপ।

আশমান। দিদি, যাবার সময় একটা অনুরোধ—

ছবি। কি রে আশমান?

আশমান। ভাই নাসির তোমার কাছে. যতই অপরাধ করে থাক, সে আজ পরলোকে। তুমি তাকে সত্যই ক্ষমা করেছ ত?

ছবি। করেছি বোন্। হে বিচারক! আমার ভাগ্যহীন ভাইটিকে ক্ষমা কর, ক্ষমা কর। [প্রতাপসহ প্রস্থান।

ফুলবেগম। তোমার বাবাকে দেখেছো আশমান?

আশমান। কোথায় বাবা?

ফুলবেগম। ওই দেখ পাহাড়ের উপর বসে আছেন। চিনতে পারিস্? দুঃখের এত বড় হিমালয় আর কখনও দেখেছিস আশমান? এই মূর্ত্তি দেখেও তোদের কাঁদতে ইচ্ছে করে?

আশমান। আমি বাবার কাছে যাচ্ছি মা। [প্রস্থানোদ্যোগ।

বাহাদুরের প্রবেশ।

বাহাদুর। দাঁড়াও।

ফুলবেগম। তুমি এখানে কি চাও বাহাদুর?

বাহাদুর। আপনার কাছে কিছু চাই না, আপনি যেতে পারেন।

ফুলবেগম। তার চেয়ে তুমি গেলেই ভাল হয়। আমার ছেলে এখানে ঘুমিয়ে আছে। আমি চাই না যে বেইমানের স্পর্শে এই সমাধি কলঙ্কিত হয়।

বাহাদুর। আপনার চাওয়া না চাওয়ায় কিছু যায় আসে না। আমার কথা আশমানের সঙ্গে।

ফুলবেগম। আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার মত জানোয়ারের কোন কথা থাকতে পারে না।

বাহাদুর। আপনি আশমানের বিমাতা, আমাদের কথার মধ্যে আপনি আসেন কোন অধিকারে?

আশমান। তুমি গোলামের গোলাম, মহামান্যা বেগম সাহেবাকে চোখ রাঙাও কোন অধিকারে?

বাহাদুর। বেগম সাহেবা যতদিন বেগম ছিলেন, ততদিন চোখ রাঙাই নি। আজ উনি একটা পথের ভিখিরী।

আশমান। আমি সেই ভিখিরীরই মেয়ে। আমার কথায় আমার মা কথা কইবে না, কথা কইবে তুমি আমাদের পা-চাটা গোলাম?

বাহাদুর। আশমান,—

আশমান। বেরিয়ে যাও নেমকহারাম। আমার পিতার সঙ্গে শত্রুতা করে আমার সঙ্গে আশনাই করতে এসেছ? তোমার চরিত্রের যে পরিচয় তুমি দিয়েছ, তাতে আমি তোমায় একটা মাত্র অনুগ্রহ করতে পারি।

বাহাদুর। কি অনুগ্রহ?

আশমান। তোমার গায়ের চামড়া দিয়ে আমার জুতো বানাতে পারি।

বাহাদুর। আশমান,—

ফুলবেগম। বেরিয়ে যাও শয়তান।

বাহাদুর। যাবার জন্ত প্রস্তুত হয়েই এসেছি। কিন্তু আমি একা যাব না, আশমানকেও সঙ্গে নিয়ে যাব।

ফুলবেগম। যাবে ত মোগলের শিবিরে?

আশমান। জাহান্নামে যাও; তোমার মত শয়তানের সঙ্গে আশমান যাবে না।

বাহাদুর। তোমায় ভালবাসি বলেই এত ঔদ্ধত্য সহ্য করেছি। তুমি জান না, আমিই বাঙ্‌লার ভাবী নবাব।

ফুলবেগম। তুমি স্বয়ং বাদশা হলেও আমার মেয়ে তোমার মত জানোয়ারকে সাদি করবে না।

বাহাদুর। চোপরাও কসবি।

ফুলবেগম। কি বললে?

আশমান। কেউ কি নেই আমাদের, যে এই কুকুরটাকে সমুচিত দণ্ড দিতে পারে?

মোবারকের প্রবেশ।

মোবারক। আমি আছি শাহাজাদী।

বাহাদুর। মোবারক,—

মোবারক। তোমার অনেক কুকীর্ত্তি আমার নখদর্পণে বাহাদুর। তোমারই কুমন্ত্রণায় শাহাজাদা পিতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলেন, তারই জন্য পিতার হাতে তিনি প্রাণ দিয়েছেন। তুমি যদি ধূমকেতুর মত বাঙ্‌লায় উদয় না হতে, তাহলে আজ আমাদের জয় যাত্রার পথ কণ্টকিত হত না। বেইমানি করে তুমি আমাদের পাঁচ হাজার সৈন্য ভাগিয়ে দিয়েছ। সবার উপরে বেগম সাহেবার অসম্মান করেছ। এত গুলো অপরাধের জবাব এই মুহূর্ত্তে তোমায় দিতে হবে।

বাহাদুর। কার কাছে জবাব দেব?

মোবারক। আগে সিপাহসালারের কাছে, তারপর নবাবের কাছে। [বজ্রমুষ্টিতে হস্ত ধারণ] বেরিয়ে এস।

আশমান। বলে যাও, কি শাস্তি দেবে এই কুকুরটাকে।

দায়ুদ খাঁর প্রবেশ।

দায়ুদ। প্রাণদণ্ড।

বাহাদুর। মোবারক,—

মোবারক। বেরিয়ে এস দেশদ্রোহী।

বাহাদুর। জাঁহাপনা,—

দায়ুদ। দেশদ্রোহীর একমাত্র শাস্তি এই।

ফুলবেগম। কিন্তু জাঁহাপনা,—

আশমান। চুপ কর মা। তোমরা যদি ওকে ক্ষমা কর, আমি নিজেই ওর মাথাটা ছিঁড়ে ফেলব।

বাহাদুর। আমি যদি বাঁচি এই শয়তানীকে কুকুর দিয়ে খাওয়াব।

[মোবারক বাহাদুরকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান করিল]

দায়ুদ। চল ফুলবেগম, চল আশমান, আজ সবাই মিলে এক সঙ্গে নমাজ পড়ে নিই।

ফুলবেগম। জাঁহাপনা,—

দায়ুদ। মুখের দিকে চাইছ কেন? আমি ত কাঁদি নি বেগম।

ফুলবেগম। সত্যই কি তুমি হেরে যাচ্ছ? বাঙলার মসনদে আর তুমি বসবে না? মোগলেরা এসে বাঙলার বুকের উপর চেপে বসবে, বাঙলায় পাঠান রাজত্ব কি শেষ হয়ে গেল?

আশমান। বাবা কথা বলছো না যে? কি ভাবছ বাবা?

দায়ুদ। তোর কথাই ভাবছি মা।

ফুলবেগম। কেন ভাবছ? ভাবনার কিছুই নাই। সমস্তার সমাধান তোমার হাতেই ত আছে নবাব।

দায়ুদ। আছে বেগম? হ্যাঁ আছে।

মোবারকের প্রবেশ।

মোবারক। জাঁহাপনা, বাহাদুর শির দিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে। আসুন, তাঁর কল্যাণের জন্য আমরা প্রার্থনা করি।

সকলে। খোদা, পাপীকে ক্ষমা কর।

মোবারক। চলুন জাঁহাপনা, নমাজের সময় হল।

দায়ুদ। মোবারক,—

মোবারক। আদেশ করুন।

দায়ুদ। অনেক পেয়েছি তোমার কাছে; কিছুই দিই নি। আজ আমার একটা দান নেবে?

মোবারক। আপনি যা দেবেন, আমি মাথায় করে নেব জনাব।

দায়ুদ। তা জানি। ও আমার বলাই ভুল। ফুলবেগম—

ফুলবেগম। আশমান, আর হয়ত আমাদের অবসর হবে না। মা! তোমার ভবিষ্যৎ ভাবনা আমাদের অস্থির করে তুলেছে। যোগ্য পাত্রে আত্মসমর্পণ করে তুমি আমাদের নিশ্চিন্ত কর মা।

[আশমান ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া মোবারকের কাছে নতজানু হইল]

মোবারক। এ কি শাহাজাদি?

আশমান। আমার ভাগ্যহীন পিতামাতাকে নিশ্চিন্ত কর বীর।

মোবারক। জাঁহাপনা,—

দায়ুদ। বিশ্বস্ত সৈনিক, এই তোমার নবাবের প্রথম ও শেষ দান।

মোবারক। আপনার দান আমি মাথা পেতে নিলাম; আপনি নিশ্চিন্ত হন। চল, সবাই একসঙ্গে আজ নমাজ পড়ব।

[সকলের প্রস্থান।

—:০:—

চতুর্থ দৃশ্য।

শিবিরের বহির্দেশ।

আলি মনসুরের প্রবেশ।

আলি। একসঙ্গে আক্রমণ কর সৈন্যগণ; পাপিষ্ঠ নবাবকে নৃশংস ভাবে হত্যা কর; তার স্ত্রী কন্যাকে বন্দী কর; শিবিরের যে যেখানে আছে, সবাইকে কোতল কর।

বুলবুলের প্রবেশ।

বুলবুল। কে তোমরা তাঁবুতে হানা দিয়েছ?

আলি। কোতল কর, কোতল কর।

বুলবুল। চুপ কর, ষাঁড়ের মত চীৎকার করো না। নবাব নমাজ পড়ছেন।

আলি। তুই কে?

বুলবুল। আমি শাহাজাদা।

আলি। তুই দাযুদ খাঁর ছোট ছেলে?

বুলবুল। তুমি বুঝি সেই দামড়া আলি মনসুর?

আলি। বল্ হারামজাদা বল্; তোরা বলবি মুখে, আমি শোধ তুলব হাতে।

বুলবুল। তাঁবুর চারিদিকে এসব কারা? কেন এসেছে ওরা?

আলি। তোদের সবাইকে বেহেস্তের পথ দেখাতে এসেছে।

বুলবুল। তুমি বুঝি জান না, দাদার কবরের জন্যে আজ যুদ্ধ বন্ধ!

আলি। জানি, জানি।

বুলবুল। তবে তাঁবুতে হানা দিয়েছ কেন? এই কি তোমাদের ধর্ম?

আলি। চুপ কর শয়তানের বাচ্ছা; আমি ধর্ম কথা শুনতে আসিনি; এসেছি তোদের মরণ-আর্তনাদ শুনতে। তোর বাপটা কোথায়?

বুলবুল। বাপের খোঁজ পরেই করবি, আগে ছেলের সঙ্গে বোঝাপড়া করে যা ব্যাটা দামড়া।

আলি। তবে রে হতভাগা কুকুর। [আক্রমণ—উভয়ের যুদ্ধ; বুলবুলের পতন] থাক ব্যাটা এইখানে পড়ে; শেয়াল কুকুরে টেনে ছিঁড়ে খাক। [প্রস্থান।

বুলবুল। দুশমন,—দুশমন, বাবা, সাবধান; মা বেরিয়ে এস; দিদি পালিয়ে যা। দুশমন—দুশমন। খোদা, বাঙ্‌লার মঙ্গল কর। [মৃত্যু]

ফুলবেগমের প্রবেশ।

ফুলবেগম। কে ডাকলে? মা বলে কে ডাকলে? বুলবুল, বুলবুল, কোথায় গেল ছেলেটা? শিবিরে শত্রু ঢুকেছে, হতভাগা ছেলের খোঁজই নেই। [সহসা মৃতদেহ পায়ে ঠেকল] এ কে? অ্যাঁ—বুলবুল? এখানে পড়ে কেন? ভয়ে মূর্চ্ছা গেছে বুঝি? ওঠ্‌ বাবা ওঠ্‌, পালাই চল। একি! এত রক্ত কেন? কার রক্ত? বুলবুল, ওরে বুলবুল,—অ্যাঁ, এ যে নিঃশ্বাস পড়ছে না। মরে গেল? কে মারলে? ওরে, এ দুধের ছেলে কার কি অনিষ্ট করেছিল?

মুনীম খাঁর প্রবেশ।

মুনীম। আলি মনসুর, আলি মনসুর,—সৈন্যগণ,—কি আশ্চর্য্য, আমার বিনানুমতিতে নবাবের শিবির অতর্কিতে আক্রমণ করে, এত বড় সাহস কার? সৈন্যগণ ক্ষান্ত হও; নবাব দায়ুদ খাঁ, বেরিয়ে আসুন।

ফুলবেগম। তুমি কি মুনীম খাঁ?

মুনীম। হ্যাঁ, কে আপনি?

ফুলবেগম। আমি নবাব দায়ুদ খাঁর বেগম।

মুনীম। সেলাম বেগম সাহেবা!

ফুলবেগম। সেলাম রাখ মুনীম খাঁ। আমার এই দুধের শিশুকে হত্যা করেছে কে?

মুনীম। আমি বুঝেছি মা, আমি বুঝেছি। কিন্তু এর আর কোন উপায় নেই। তুমি অপেক্ষা কর, আমি হত্যাকারীকে এইখানে টেনে এনে তার বিচার করব।

ফুলবেগম। কি বিচার করবে তুমি সাম্রাজ্যবাদী মোগল? এমনি করে বাঙলার কত নিষ্পাপ সন্তানকে তুমি অকাল-মৃত্যু দিয়েছ। পার সে সব হত্যার বিচার করতে? তোমার মাথায় এত চুল নেই, যত গুলো অকারণ হত্যা তুমি করেছ। এত বড় বিশাল সাম্রাজ্য তোমাদের, তবু বাঙলার এই মাটিটুকু না পেলে তোমাদের কবরের স্থান হবে না?

মুনীম। বৃথাই আমার দোষারোপ করছ মা। আমি শাহানশার হুকুমের গোলাম।

ফুলবেগম। তোমার শাহানশাকে বলো, ফুলবেগম তার এই শিশু হত্যার বিচার চাইতে খোদার দরবারে এগিয়ে গেছে। [মৃতদেহ তুলিয়া লইল]

মুনীম। যেও না মা, আত্মহত্যা মহাপাপ। দায়ুদ খাঁ যাক, বাঙলার স্বাধীনতা যাক,—শুধু তুমি আমার কাছে এস মা। বাদশাহের গোলামি আর করব না। তোমাকে নিয়ে মাতৃহীনা

আমি, পর্ণ-কুটিরে বাস করব। সারাজীবন অশ্রুজলে তোমার পা ধুয়ে দিয়ে এই হত্যার প্রায়শ্চিত্ত করব।

ফুলবেগম। মুনীম খাঁ, আরও দুর্ভাগ্য আসছে আমার; আমি আর তা চোখে দেখব না। আমার মহামান্য নবাবকে বলো, ফুলবেগম তার সোনার বুলবুলকে নিয়ে এগিয়ে গেছে, তিনি যেন পেছনে আসেন।

মুনীম। আলি মনসুর, আলি মনসুর,—[মুক্ত তরবারি হস্তে প্রস্থান।

দায়ুদ খাঁর প্রবেশ।

দায়ুদ। নমাজ শেষ হল না। খোদা, দুশমন তোমায় ডাকতে দিলে না। ফুলবেগম, বুলবুল, আশমান, মোবারক,—কোথায় গেল সব? সবাই কি প্রাণ দিয়েছে? বিশ্বাসঘাতক মুনীম খাঁ, আমার নমাজও শেষ করতে দিলে না? আমি এর চরম প্রতিশোধ নেব। যদি দিন পাই—

আলি মনসুরের প্রবেশ।

আলি। দিন আর পাবে না দায়ুদ খাঁ। আলি মনসুরের অপমানের প্রতিশোধ আজই তোমায় করে যেতে হবে। [অস্ত্রাঘাত]

দায়ুদ। দাঁড়াও আলি মনসুর। আমি নিরস্ত্র! একখানা অস্ত্র আমায় দাও, তারপর এগিয়ে এস, দেখি কত ধার তোমার তরবারিতে।

আলি। এই যে দিচ্ছি অস্ত্র। [অস্ত্রাঘাত]

দায়ুদ। অস্ত্র—অস্ত্র—কে আছ বন্ধু, নবাব দায়ুদ খাঁকে একখানা অস্ত্র দিয়ে সাহায্য কর। মোবারক, আশমান,—

আলি। তাদেরও আর দেরী নেই।

দায়ুদ। ফুলবেগম, বুলবুল,—

আলি। তারা পরলোকে। [আঘাত]

দায়ুদ। পরলোকে ফুলবেগম, বুলবুল! সব গেল; বাঙলার পাঠান রাজত্বের অবসান। [পতন]

মুনীম খাঁর প্রবেশ।

মুনীম। আলি মনসুর, শাহাজাদার সমাধি অনুষ্ঠানের জন্য আমি আজ যুদ্ধবিরতির আদেশ দিয়েছিলাম! কার হুকুমে, কোন সাহসে তুমি আজ নবাবের শিবির আক্রমণ করেছ?

আলি। শত্রুর সঙ্গে সন্ধির কোন প্রয়োজন নেই।

মুনীম। সে কথা আমি বুঝব। তুমি আমার হুকুমের গোলাম, আমার বিনানুমতিতে শত্রুশিবির আক্রমণ করেছ কেন? কোন জবাব আছে তোমার?

আলি। জনাব,—

মুনীম। শাহাজাদাকে হত্যা করেছে কে?

আলি। আমি।

মুনীম। মহামান্য বাঙলার নবাবকে এমনি নিরস্ত্র অবস্থায় অস্ত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করেছে কে? কে দেবে এর জবাব? শাহানশাহ্ আকবর, সিপাহশালার মুনীম খাঁ, না তহশীলদার আলি মনসুর? চুপ করে রইলে যে? জবাব দাও। তোমার জন্য সম্রাটের মুখে কলঙ্কের কালিমা লিপ্ত হয়েছে। তোমার মাথাটা নিয়ে আমি এর প্রতিশোধ নেব।

দায়ুদ। মুনীম খাঁ, তোমার হাতে বাঙলার পাঠান রাজত্বের সমাধি।

মুনীম। মহামান্য নবাব দায়ুদ খাঁ, আমার দুর্ভাগ্য যে আমিই আপনার সাজানো সংসার চূর্ণ করতে আদিষ্ট হয়েছি। শত্রু বলে আপনাকে আমি যত আঘাত করেছি জনাব, একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক

বলে তার চেয়ে বেশী শ্রদ্ধা করেছি। জাঁহাপনা, খোদার দোয়ায় আপনার অনন্ত শান্তি লাভ হোক।

আলি। এখনও গণপতি আছে, মোবারক আছে। এইবার— এইবার। [পলায়ন।

মুনীম। এস আলি মনসুর। একি, পালিয়ে গেল! আচ্ছা যাও, দেখি ক'দিন পালিয়ে থাকতে পার।

[প্রস্থান।

দায়ুদ। খোদা, নমাজ শেষ হল না; দুশমন আমার নমাজ শেষ হতে দিলে না।

গীতকণ্ঠে ফকিরের প্রবেশ।

ফকির। গীত।

নমাজ হয়েছে শেষ।
শিয়রে তোমার দাঁড়ায়েছে ভাই, খোদা যীশু পরমেশ।
মানুষের হেন দরদী বন্ধু তোমা সম কেবা আছে?
মানুষের পিতা খোদা নারায়ণ আছে তব কাছে কাছে,
মানুষের তরে নিঃশেষে প্রাণ,
ক্ষয় নাই তার, যে করেছে দান,
স্মরণে তোমার ফেলে আঁখি জল সারাটি বাঙ্লা দেশ।

দায়ুদ। হজরৎ আমাকে একটু তুলে ধরুন, আমি নমাজ শেষ করব। [ফকির তাঁহাকে তুলিয়া ধরিলেন] খোদা, কণ্ঠে ভাষা নেই, বুকে বল নেই; অপরাধ ক্ষমা কর দীন দুনিয়ার মালিক। মন্ত্র থাক, অনুষ্ঠান থাক,—বাঙ্লার মঙ্গল কর, বাঙালীকে শান্তি দাও।

[ফকিরের সাহায্যে প্রস্থান।

—:•:—

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

শিবিরাভ্যন্তর।

পতাকাহস্তে গণপতির প্রবেশ।

গণপতি। নবাব দায়ুদ খাঁ নেই! স্বাধীন বাঙলার জাতীয় নিশান, কে আর তোমায় রক্ষা করবে? সাম্রাজ্যবাদী মোগল তোমায় ছিন্ন ভিন্ন করে দুপায়ে মাড়িয়ে যাবে, তা আমি হতে দেব না। তোমায় নিয়ে আমি নদীর জলে লুকিয়ে থাকব। আমার সঙ্গে তুমিও পচে গলে নিঃশেষ হয়ে যাবে, তবু শত্রুর পদচিহ্ন তুমি বুক পেতে নিও না। [পতাকা চুম্বন]

আলি মনসুরের প্রবেশ।

আলি। এই যে গণপতি ঠাকুর। তোমার কাছে আমার অনেক পাওনা আছে, আজ তা মিটিয়ে দিতে হবে।

গণপতি। আমি মানুষ, তোমার মত জানোয়ারের কাছে আমার কোন ঋণ থাকতে পারে না। সরে যাও নারকি, স্বাধীন বাঙলার পবিত্র পতাকার উপর তোমার কলঙ্কিত ছায়াটা এসে পড়ছে।

আলি। পবিত্র পতাকা! লাথি মারি আমি তোমার পবিত্র পতাকায়।

গণপতি। ওরে শয়তান, ওরে মোগলের পা-চাটা কুকুর—

আলি। ওরে পাঠানের ক্রীতদাস, তোর অসার ব্রাহ্মণ্য দর্প নিয়ে তুই এই মুহূর্তেই নিঃশেষ হয়ে যা। [আক্রমণ]

গণপতি। আলি মনসুর, সিপাহশালারের আদেশে আজ আমরা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। তুমি একটা দিন অপেক্ষা কর। কাল প্রভাতে

তোমার যেখানে ইচ্ছা, আমি সেইখানেই সশস্ত্র তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।

আলি। না—না, আজই আমার পাওনা মিটিয়ে দিতে হবে। [অস্ত্রাঘাত]

গণপতি। মোবারক, মোবারক, অস্ত্র ধারণের আদেশ দাও। ওঃ—বাঙলার পতাকা শত্রুর পায়ে বিদলিত হবে! মোবারক, মোবারক,—ওঃ [পতন] বাঙলা, সোনার বাঙলা,—

মোবারকের প্রবেশ।

মোবারক। কে ডাকছে? গণপতি নয়? গণপতি, গণপতি,—

আলি। ওই যে তোমার বন্ধু জবাফুলের বিছানায় শুয়ে আছে। বাতাস কর—মুখে জল দাও। হাঃ-হাঃ হাঃ।

মোবারক। গণপতি, ভাই, আমাকে ফেলে তুমিও চলে যাচ্ছ?

আলি। বন্ধুকে ফেলে যেও না ঠাকুর, সঙ্গে করে নিয়ে যাও।

গণপতি। মোবারক, পতাকা ধর, আমি যাই।

[পতাকা প্রত্যর্পণ; টলিতে টলিতে প্রস্থান।

মোবারক। আলি মনসুর!

আলি। আদেশ করুন সিপাহশালার।

মোবারক। তোমার বোধহয় জানা নেই যে চুক্তিভঙ্গ করে নবাব দায়ুদ খাঁকে হত্যা করার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড তোমার হয়ে আছে?

আলি। দণ্ডটা দেবে কে?

মোবারক। মুনীম খাঁ।

আলি। আর এক মুহূর্ত্ত পরে তার কলিজাটাও আমি ছিঁড়ে ফেলব।

মোবারক। কি বলব আলি মনসুর? নবাবের সঙ্গে তোমাদের যুদ্ধবিরতির চুক্তি হয়েছিল, তোমরা চুক্তিভঙ্গ করলেও আমি পারব না।

আমার মহামান্ত নবাবের কথা অমান্ত করতে। রাত্রি শেষ হয়ে এসেছে, আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। যত সৈনিক আছে তোমার, নিয়ে এস ; যত অস্ত্র আছে তোমাদের, একসঙ্গে তুলে ধর।, প্রভাতের প্রথম সূর্য্যালোকে তোমাকে যদি আমি বধ না করি তাহলে স্বেচ্ছায় তুষানলে প্রবেশ করব।

আলি। হবে না, হবে না, মানি না আমি চুক্তি। শত্রু—শত্রু। [আঘাত

মোবারক। আলি মনসুর,—

আলি। আলি মনসুর শত্রুকে কখনও ভোলে না। চুক্তি জাহান্নামে যাক, ধর্ম্ম রসাতলে যাক, যে তার গায়ে কাঁটার আচড় দেবে, তার খুনে এমনি করেই মাটি রঞ্জিত হোক্। [পুনঃ পুনঃ আঘাত]

মোবারক। আশমান, আশমান, পালিয়ে যাও।

আশমানের প্রবেশ।

আশমান। কারও সাড়াশব্দ নেই, কোথায় গেল এরা সব?

মোবারক। আশমান, পতাকা নাও, পালিয়ে যাও। [পতন]

আশমান। একি,—অঁ্যা! কি হয়েছে স্বামি? [মোবারকের মস্তক ক্রোড়ে ধারণ করিয়া উপবেশন] কে তুমি পিশাচের মত হাস্‌ছো? আলি মনসুর? এখানেও তুমি!

আলি। হ্যাঁ বিবি।

আশমান। আমার পিতাকে তুমি হত্যা করেছ, আমার ভাইকে মৃত্যু দিয়েছ, আমার স্বামীকেও রেহাই দিলে না?

আলি। আলি মনসুর শত্রুর শেষ রাখে না। তবে তোমাকে নিয়ে—

আশমান। একটা দিন অপেক্ষা করলে না কেন মোগল? কাল প্রভাতেই পরীক্ষা হ'য়ে যেত, কত বড় শক্তিমান তুমি।

মোবারক। গণপতি, ভাই, চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। তুমি শ্মশানের মাটিতে মিশে যাবে, আমি থাকব কবরের তলায়। দুজনে নীরবে অনন্তকাল প্রার্থনা করব,—সোনার বাঙ্‌লার মঙ্গল হোক। আশমান—

আশমান। স্বামি,—

মোবারক। মুনীম খাঁকে ডাক।

মুনীম খাঁর প্রবেশ।

মুনীম। গণপতি, মোবারক, আশমান—একি, কে? মোবারক? এই যে আলি মনসুর। আমার এক মুহূর্ত্তের আত্মবিস্মৃতির সুযোগে পালিয়ে এসে তুমি মোবারককেও হত্যা করেছ? ওরে শয়তান, ওরে বর্ব্বর; সম্রাটের নামে তুমি কলঙ্ক লেপন করেছ, তোমাকে হত্যা করে আমি দিল্লীতে তোমার রক্ত নিয়ে যাব, সেই রক্ত দিয়ে শাহানশার পা ধুয়ে দিতে যতদিন না পারব, ততদিন আমি আর শয্যায় শয়ন করব না।

মোবারক। মুনীম খাঁ!

মুনীম। বীর যুবক, তোমাদের হত্যার ক্ষতিপূরণ আমি করতে পারব না। তবু মরার আগে তুমি জেনে যাও যে তোমাদের আততায়ী এই শয়তানের বাচ্চা—

আলি। মুনীম খাঁ!

মুনীম। কে আছ বাঙ্‌লার রাজভক্ত প্রজা, নিজের হাতে বাঙ্‌লার শ্রেষ্ঠ শত্রুকে নিপাত করবে এস।

বান্দা ও বাঁদীর প্রবেশ ।

উভয়ে । আমরা আছি সিপাহশালার ।

মুনীম । হত্যা কর, হত্যা কর, যত নৃশংসভাবে পার ।

বান্দা । }
বাঁদী । } জয় নবাব দায়ুদ খাঁ ।

[দুই দিক হইতে দুজনে আলি মনস্থরকে ছুরিকাঘাত করিল]

আলি । আঃ—মুনীম খাঁ, বান্দা, বাঁদী,—

বান্দা । আসুন জনাব, মোবারক আলির রক্তের সঙ্গে আপনার রক্ত মিশতে দেব না ।

বাঁদী । বাইরে আসুন জনাব ।

[আঘাত করিতে করিতে আলি মনস্থরকে লইয়া বান্দা ও বাঁদীর প্রস্থান ।]

আশমান । সিপাহশালার মুনীম খাঁ, বাঙ্‌লার পাঠান রাজত্বের অবসান । গ্রহণ কর বাঙ্‌লার সিংহাসন, কিন্তু মনে রেখো, ও সিংহাসন সোনা দিয়ে তৈরী নয়, দায়ুদ খাঁর নিঃশ্বাস দিয়ে গড়া ।

মুনীম । আমি অসংখ্য অপরাধে অপরাধী মা । আমি পরাজয় স্বীকার করে চলে যাব, বাদশাহের দণ্ড মাথা পেতে নেব । তোমার পিতার সিংহাসন তুমিই গ্রহণ কর মা ।

আশমান । চুপ্‌, চুপ্‌, আমার স্বামী এখনও জীবিত ; দেখ দেখ, তোমার এ প্রস্তাবে তাঁর সর্বাঙ্গে বিষের জ্বালা ছড়িয়ে দিয়েছে । ওগো, তুমি আমায় ভুল বুঝো না, আমি সিংহাসনে বসব না । তুমি স্থির হও ।

মোবারক । সিপাহশালার ! যদি সম্ভব হয়, স্বাধীন বাঙলার জাতীয় নিশানের সঙ্গে আমার স্ত্রীকে প্রতাপের কাছে পাঠিয়ে দিন ।

মুনীম। আমি শপথ কর্‌ছি মোবারক, তোমার অনুরোধ অ রক্ষা করব।

মোবারক। দেখ আশমান, দেখ, গণপতির রক্তের সঙ্গে আমা রক্ত মিশেছে। সমাজ বাধা দিতে পারে কিন্তু আমি করেই কি একদিন বাঙ্‌লার হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে মিলিত হবে না? সে মিলিত শক্তির হুঙ্কারে দিল্লীর সিংহাসন কি টলবে না?

মুনীম। আশা তোমার পূর্ণ হউক যুবক।

মোবারক। আশমান, পতাকা তুলে ধর, জীবনের শেষ তাকে সেলাম করে যাই। [আশমান পতাকা তুলিয়া ধরিল]

মুনীম। আর এক মুহূর্ত্ত পরে বাঙ্‌লার মাটিতে মোগল সাম্রাজ্যের পতাকা প্রোথিত হবে। এই এক মুহূর্ত্তের জন্য বহু বাবের রক্তে রঞ্জিত, নবাব দায়ুদ খাঁর কল্পনার স্বর্গ, হে বাঙ্‌লার জাতীয় নিশান, আমি তোমায় সেলাম করি, সেলাম করি।

[প্রস্থান।

মোবারক। [অতিকষ্টে উঠিয়া পতাকা সেলাম করিল] সোনার বাঙলা সুখী হও। [পতনোন্মুখ দেহ আশমান ধারণ করিল]

[উভয়ের প্রস্থান।